ব্যাবিলন কথকতা

রজতজয়ন্তীর
বিশেষ সংখ্যা

SPECIAL PUBLICATION ON SILVER JUBILEE JUNE 10, 2011

1 STOP SERVICES

For Garments Accessories

Just Call: +88 0191 626 8295

Hang tag

Label

Button

Zipper

Swing thread

Carton

Hanger

Rubber Patch

Poly

Back Board

Gum tap

Twill tape & Drawstring

Metal button

Belt

HAMID ENTERPRISE

71/1 FAKIRAPOOL, DHAKA-1000, CEL: 088 01916-268295, 01674-619261

E-mail: hamidebd@yahoo.com, shaheen75@gmail.com

ব্যাবিলন কথকতা

BABYLON

রজতজয়ন্তীর
বিশেষ সংখ্যা

SPECIAL PUBLICATION ON SILVER JUBILEE JUNE 10, 2011

ব্যাবিলন কথকতা

জুন ১০, ২০১১

সম্পাদক
এস, এম, এমদাদুল ইসলাম

বিশেষ সহযোগিতা
শামীমুল ইসলাম
মুহাম্মদ সাইফুল হক
সালমা সুলতানা
সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক

প্রচ্ছদ
স্বাধীন খান

মুদ্রণ
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৫৫২৩৭৪৫৮৪

BABYLON

SILVER JUBILEE

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		১
পরিচালকবৃন্দের শুভেচ্ছা		৪
Message from the Directors		৬
Message from David-Howard (UK) LTD		৮
Message from Oryx (Bangladesh)		৯
Message from Eurotex Apparel APS		১০
Message from Amarnath Reddy		১২
Special Logo by Dr. Sandro Gamba		১৩
Babylon - A Chronicle of Struggle and Success	S. M. Emdadul Islam	১৪
ব্যাবিলন-ভোরের গল্প	গোলাম মোরশেদ	২৬
ব্যাবিলন ও আমি	আব্দুস সালাম	৩৬
ব্যাবিলন উদ্যানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যত দেখছিলাম	কামাল লোহানী	৩৯
বাস্তবতা	মোঃ আনোয়ার হোসাইন	৪৩
মা	মোঃ আব্দুল মমিন শেখ	৪৩
দরজির ঘুম	আরিফুল ইসলাম (আরিফ)	৪৪
ফিরে আসা	মোছাঃ সখিনা বেগম	৪৫
হরতালের ঐ দিনে	মোঃ আরেফিন সাঈদ	৪৫
কথা দাও	মোঃ আবু সুফিয়ান	৪৬
সবার আমি	মোছাঃ জেসমিন আক্তার	৪৬
শীত চাদরের রূপকথা	মাহমুদ আলম সিদ্দিকি	৫৫
My Early Days at Babylon	Mohammad Hasan	৬৭
উন্নত দেশ, দেশ, ও নীরব দেশপ্রেমিক	আনোয়ার হোসেন (পারভেজ)	৭৪
হায়রে নিঠুর হরতাল	মুহাম্মদ সাইফুল হক	৭৮
বাংলাদেশে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও পথকলি চৈতীর সংসার	প্রদীপ কুমার দত্ত	৮১
নীল স্বপ্নের ভুবন	সুলতানা খাতুন	৮৬
কত কিছু প্রিয়	সঞ্জয় পাল	৮৬
অজানা ব্যাথা	মোঃ মোক্তারুল হক	৮৭
স্বাধীন দেশ	মোঃ নুরে আলম সিদ্দিকী	৮৭

SILVER JUBILEE

সুনীল অদিতি	মোঃ জোবায়দুল ইসলাম	৮৮
রোদন	তাজিমুল ইসলাম	৯০
তোমাকে বিহীন	রহিম উদ্দিন	৯০
Babylon	Saad Shabbir	৯১
সিএসআর ও ব্যাবিলন গ্রুপ	শামীমুল ইসলাম	৯৫
স্মৃতিতে ফিরে আসা	মিনু নুর চৌধুরী	১০২
বরেন্দ্র এলাকায় একদিন	হাদিয়ার রহমান মীর	১০৪
আমার ব্যাবিলনিয়ান হবার গল্প	সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক	১০৭
Cost Effectiveness in Textile Processing	Syed Md. Azizur Rahman	১১৭
রাজা	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (জয়)	১২০
উন্নতির পথে ব্যাবিলন	এ,কে,এম, গোলাম মহ্হী চৌধুরী	১২৩
রিমঝিম	ইমদাদুল হক রনি	১২৭
আসাদের ডায়েরি থেকে	আরিফুল ইসলাম সজল	১৩৩
My Dream	Nurul Kabir Chowdhury	১৩৭
তেমপানিজ শহরে এক স্মরণীয় মুহূর্ত	রেবেকা সুলতানা	১৪৬
বেবীবোট	বীর বাহাদুর (মিজান)	১৪৮
একদিন অবসরে	মাহবুব আল মামুন বিপ্লব	১৫২
তুমি আজ পঁচিশে	জান্নাতুল ফেরদৌস (ইরা)	১৫৬
ভালোবাসি তোমাকে	মোঃ কাওছার আহমেদ (ছায়েম)	১৫৭
শুভরাত্রি	শুভ্রদেব সাহা	১৫৮
উপলব্ধি	মারিয়া সাথী কুবি	১৫৯
গাঁয়ের স্মৃতি	মায়া আক্তার	১৫৯
জীবন যুদ্ধ	মোঃ মামুন হোসেন	১৬০
কিছু কিছু	শামসুন নাহার	১৬০
Importance of ETP	M. H. Khan (Milton)	১৬১
ব্যাবিলনের স্যাম্পল সেকশন- সেদিন আর এদিন	উম্মে সালমা ডালিয়া	১৬৫
আমাদের মফিজ মামা	শামসুর রহমান (মিঠু)	১৬৮
নস্টালজিয়া	একেএম শামসুল হক শাওন	১৭০
মায়ের আঁচল	এম, এম, তোফাজ্জল হোসেন	১৭৩
ছোট্ট পরিসরে পথ চলা	সফিকুল ইসলাম সবুজ	১৭৫
Photo Album		১৭৬

সম্পাদকীয়

ব্যাবিলন কথকতা-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য ব্যাবিলনের রজতজয়ন্তী উজ্জাপনের চেয়ে উপযুক্ত উপলক্ষ আর কি হতে পারে?

১৯৮৬ সনে জন্ম নেয়া ক্ষুদে ও দুর্বল শিশু ব্যাবিলন দীর্ঘ পঁচিশটি বছরের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজকের ব্যাবিলন গ্রুপ অব কোম্পানিজে পরিণত হয়েছে। প্রায় সম্বলহীন পরিবেশে ব্যাবিলনের জন্ম পরিকল্পনা ও পরে তার জন্ম নিশ্চিত করা - পরবর্তীতে নানান প্রতিকূলতার বিপরীতে শিশুটিকে টিকিয়ে রাখা ও তার বেড়ে ওঠার জন্য যত্ন ও পুষ্টি যোগানোর লক্ষ্যে কত শত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা রয়েছে তার বর্ণনা দুঃসাধ্য। আজকে এই ব্যাবিলন কথকতা-র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা ব্যাবিলন পরিবারের পক্ষ থেকে এদের সবাইকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা ও হৃদয় ঝরানো ধন্যবাদ।

সংগত কারণেই এই সংখ্যার অধিকাংশ রচনা ব্যাবিলনের পঁচিশ বছরের সফল পথ চলাকে লক্ষ্য করে লিখা। যারা ব্যাবিলনের কথা শুনেছেন, ব্যাবিলনের ব্যাপারে যাদের কৌতূহল ছিল কিন্তু এর ভেতরের খবর জানা হয়নি কখনো, তাদেরকে এই বিশেষ সংখ্যাটি বেশ সাহায্য করবে আমার বিশ্বাস।

১৯৮৫ সালে যে মানুষটি ব্যাবিলনের মত একটি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং পরবর্তীতে 'সুন্দর কনসোর্টিয়াম' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ১৯৮৬ সালের শুরুতেই ব্যাবিলনের বাস্তব রূপদান সম্পন্ন করেছিলেন সেই প্রিয় গোলাম মোরশেদ ভাই লিখেছেন 'ব্যাবিলন - ভোরের গল্প'। ওর বলার ভঙ্গি ও লিখার হাত বরাবরই মন কাড়া। এবারের স্মৃতিচারণেও যে তার ব্যতিক্রম হয়নি পাঠক পাঠিকা মাত্র তা স্বীকার করবেন। মনের আবেগে একটানে লিখে ফেলা পাতাগুলো প্রকাশে আপত্তি ছিল মোরশেদের, কিন্তু সেই মানা আমরা শুনলেতো। কথকতা-র বিশেষ সংখ্যার মূল বিশেষত্বটাই খর্ব হত নাকি তাতে? মোরশেদ ভাইয়ের জন্য রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও অফুরন্ত শুভেচ্ছা। ওর লিখাটি স্ব-অধিকারে লিখা তাই তার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে ওকে দূরে সরাবার মানে হয়না।

আমাদের পুরনো-নতুন সব ক্রেতা-বিক্রেতা বন্ধুরা ও আরো অনেক শুভানুধ্যায়ীরা লিখিত করে বা মৌখিকভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ব্যাবিলনের রজতজয়ন্তী উৎসবকে সার্থকতা দিতে। এদের সবাইকে আমাদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ।

ব্যাবিলন গ্রুপের সিলভার জুবিলি উজ্জাপন কমিটির সকল সদস্য ও ব্যাবিলনের ভেতর-

বাইরের অগুণতি মানুষের দীর্ঘ সময় ধরে প্রচন্ড আগ্রহ, অক্লান্ত শ্রম ও লেগে থাকা সম্ভব করেছে এই বিশেষ সংখ্যাটির প্রকাশ ও ১০ জুনের মহেন্দ্রক্ষণটি।

বোঝার উপর বোঝার মতোই চেপেছিল বিশাল এক বাড়তি দায়িত্ব মোহাম্মদ হাসানের কাঁধের ওপর। শামীমুল ইসলামও রেহাই পায়নি মোটেই। কোম্পানির বিবিধ কাজে সদা ব্যস্ত শামীম তারই মধ্যে পত্রিকার প্রতিটি লেখা গ্রহণ করা থেকে চূড়ান্ত রূপ দিয়ে প্রেসে পাঠানো পর্যন্ত সবগুলো পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখা ও নিশ্চিত করার কাজগুলো করেছে অসীম ধৈর্য্য সহকারে মুখের হাসি অম্লান রেখে।

কথকতা প্রকাশের কাজে বরাবর সোহেলীর সক্রিয় ও দক্ষ সহযোগিতা পেয়ে এসেছি। মার্চেন্ডাইজিং-এর গুরু দায়িত্ব ঘাড়ে চাপায় এবার ওর ফুরসৎ হয়নি সরাসরি সহযোগিতার। তবে নিয়মিত খবর নেয়া ও সময়মতো পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হবেতো-গোছের ওর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশের আন্তরিকতা আমাকে প্রত্যাশিত আনন্দই দিয়েছে। ওকে খুব মিস্ করেছি এবার। প্রকাশনার প্রায় শেষ প্রান্তে ব্যাবিলন গ্রুপে যোগ দেয়া গার্মেন্ট জগতে আনকোরা সালমার অবদান মোটেই কম ছিলনা।

TRENDZ-এর স্বাধীন খান, এইচ-আর ম্যানেজার শাহ আলমসহ ব্যাবিলনের সকল প্রতিষ্ঠানের মানব-সম্পদ বিভাগ প্রধানরা খেটেছেন প্রাণখুলে তাদের ভালবাসার পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে।

অবনী টেক্সটাইলের সৈয়দ মোঃ আজিজুর রহমান, ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসের নুরুল কবির চৌধুরী, ব্যাবিলন ওয়াশিং-এর এম এইচ খান মিল্টন, ব্যাবিলন ট্রিমসের কর্মকর্তারা, অবনী নীট ওয়্যার ও ব্যাবিলন গার্মেন্টসের কমার্শিয়াল কর্মকর্তারা, আইটি ডিপার্টমেন্ট, মার্চেন্ডাইজিং-মার্কেটিং ম্যানেজার সাইফুল হক, খঃ মহিউদ্দিন আহমেদ রানা, সাঈদ আনোয়ার ও তাদের দলভুক্ত মার্চেন্ডাইজাররা লেগে থেকে আমাদের অনেক ব্যবসা সহযোগীদের কাছ থেকে মহাদরকারি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছেন। এদের এই প্রচেষ্টা পত্রিকা প্রকাশে কতটা সহায়ক হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। ধন্যবাদ এদের প্রত্যেককে।

ব্যাবিলন কথকতা-র বিশেষ সংখ্যাকে অর্থবহ ও সার্থক করতে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য পাঠিয়েছেন ব্যাবিলনের দীর্ঘকালের সুখ-দুঃখের সাথী David Howard (UK)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক Mr. Victor Rawlinson। অনুরূপ বক্তব্য পেয়েছি আমরা অধুনালুপ্ত Mens Fashion-এর কর্ণধার আমাদের অবনী টেক্সটাইলের এককালের অংশীদার Mr. Henrik Johannesen-এর কাছ থেকেও। প্রিয় বন্ধু Alessandro Gamba ভাই ইতালি থেকে ডিজাইন করে পাঠিয়েছেন ব্যাবিলনের পঁচিশ বছর পূর্তির স্মারক একটি Logo ও Poster। সুদূর ভিয়েতনামে ডেনিশ দুতাবাসের প্রজেক্টে কর্মরত Mr. Amarnath Reddy-ও বঞ্চিত করেননি আমাদেরকে তার শুভেচ্ছা থেকে।

ORYX থেকে Ms. Corinne Dogra ও Mr. Vishal Dogra-ও তাদের শুভেচ্ছা লিখে পাঠাতে ভোলেননি।

তাঁর দেখা ব্যাবিলনকে নিয়ে লেখা শ্রদ্ধেয় কামাল লোহানী সাহেবের রচনাটি পড়ে কার না মনে হবে যে তিনি আমাদের কতকালের চেনা সুহৃদ, আত্মীয় ও পথ-প্রদর্শক। তাঁর লেখার উপসংহারে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ আমাদের শক্তি যোগাবে।

নানা কারণে পেশা জগতে কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা বদলে যায় অনেকেরই। সেই নিয়মের হাত ধরে পুরনো ব্যাবিলনিয়ানদের অনেকেই আজ আর আমাদের সাথে নেই। কিন্তু এদের সবারই যেন মনটি পড়ে আছে ব্যাবিলনের আঙিনায়। ওদেরই ভেতর থেকে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে সাদ শাব্বির, David Howard-এর ঢাকা অফিসের আরিফ, ইরানে সংসার পাতা আনোয়ার পারভেজ, এককালে ব্যাবিলন হেড অফিসে কর্মরত তখনকার একমাত্র মেয়ে সদস্য মিনু চৌধুরী ব্যাবিলনকে ঘিরে জমে থাকা আবেগের কালিতে লিখে পাঠিয়েছেন স্মৃতিকথা ও ছড়া। এদের অংশগ্রহণে কথকতা-র বিশেষ সংখ্যা স্বভাবত:ই সমৃদ্ধ হয়েছে।

এবারের সংখ্যার বিশেষত্ব চোখে পড়বে এর আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণ বৈচিত্রে। ব্যাবিলনের পুরনো দিনের আবেগ ঘন কিছু স্মৃতির স্মারক ছবি সন্নিবেশিত হয়েছে এবার। মিরপুর ৭নং সেকশনের পুরবী মার্কেটের যেই ভবনে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই ভবনটির ছবি দেখে পুরনো ব্যাবিলনিয়ানদের আবেগ ধরে রাখাই কঠিন।

পাঠক পাঠিকারা কথকতা'র পাতায় বিজ্ঞাপনের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। আমাদের প্রিয় ব্যাবসা-সহযোগীদের এই অকুণ্ঠ বিজ্ঞাপন সহযোগিতা আমাদের এবারের আয়োজনকে অনেকাংশে সহজ করেছে। এদের সবাইকে তাই জানাই অন্তর ছোঁয়া কৃতজ্ঞতা।

ব্যাবিলনের রজতজয়ন্তীতে ব্যাবিলন কথকতা-র বিশেষ প্রকাশনার জন্য যারা যত্ন করে মনের যত আবেগ ও মাধুরী দিয়ে লিখেছেন তাদের সবার জন্য রইল অভিনন্দন। সকল ব্যাবিলন সদস্যকে রজতজয়ন্তীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ব্যাবিলন দীর্ঘজীবী হোক।

এস, এম, এমদাদুল ইসলাম
জুন ১০, ২০১১

পরিচালকবৃন্দের শুভেচ্ছা

মইনুল আহসান

নিসার আহমেদ

আবিদুর রহমান

একটা একটা করে ২৫ বছর পেরিয়ে এলো ব্যাবিলন গ্রুপ। এই পথ-পরিক্রমায় আমরা যেমন অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছি, তেমনি অনেক মধুর-সাফল্যের স্মৃতিও রয়েছে আমাদের। সবচেয়ে বড় কথা অত্যন্ত ছোট পরিসরে ১৯৮৬ সালে আমরা যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তা আজ বেশ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। গ্রুপের ১৫টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২ হাজার মানুষ কাজ করে। আজ ব্যাবিলন গ্রুপ দেশের প্রথম সারির এক তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই যাত্রাপথে দেশি-বিদেশি অনেক মানুষ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমরা সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের সকল কর্মচারী-কর্মকর্তার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল আজকের ব্যাবিলন। কালের নিয়মে অনেক পুরোনো কর্মচারী অন্যত্র চলে গিয়েছেন, অনেকে এখানেই থেকে গেছেন এবং নতুন অনেক মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। আমরা সকলকে পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই।

যাত্রাপথের এই পর্যায়ে আমরা উপনীত হয়েছি প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের সার্বিক মঙ্গল চিন্তার আলোকে। সকলকে নিয়েই আমরা ভাল থাকার, ভাল হবার, সামনে এগিয়ে চলার চেষ্টা করেছি। পুরো পরিবারই গর্ব করতে পারি যে, এই পথ-পরিক্রমায় অভ্যন্তরীণ কোন বিশৃঙ্খলা ছাড়াই আমরা এই যাত্রা অব্যাহত রাখতে পেরেছি। অগ্রগতির এই ধারা

আব্দুস সালাম

এস,এম, এমদাদুল ইসলাম

অব্যাহত থাক সেটাই আজ ২৫ বছর পূর্তিতে আমাদের কামনা।

এই সময়কালে ব্যাবিলনের নিজের অবয়বই শুধু বেড়েছে তা নয়, সাথে সাথে তার দায়িত্বের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। দায়িত্বের পরিধি ব্যাবিলনের সীমানা প্রাচীর পেরিয়ে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুলে লাইব্রেরি স্থাপন, মেধাবী-গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, উত্তরাঞ্চলের মানুষদের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি সামাজিক দায়িত্বের স্বাক্ষর বহন করে। 'ব্যাবিলন কথকতা'র নিয়মিত প্রকাশ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। দেখতে দেখতে ব্যাবিলন কথকতাও ২০১০ সালে পাঁচ বছর পূর্ণ করেছে।

২৫ বছরের এই যাত্রায় আমরা ব্যাবিলনের উদ্যোক্তাদের কাউকে কাউকে আমাদের মাঝ থেকে হারিয়েছি। অনেক সহকর্মীও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। যারা আজ বেঁচে থাকলে আমাদের সাফল্যের গর্বিত অংশীদার হতেন তাদের সবাইকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

১০ জুন ২০১১ ব্যাবিলন গ্রুপের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপিত হতে যাচ্ছে। মূলত কর্মকর্তারাই উদযাপনের উদ্যোগটি নিয়েছেন। তাদের প্রচেষ্টাতেই পালিত হচ্ছে গ্রুপের রজতজয়ন্তী। রজতজয়ন্তীতে আমরা সকলের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

Message from the Directors

Moinul Ahsan

Neesar Ahmed

Abidur Rahman

Toddling and waggling Babylon Group has left behind 25 years. In this long journey we've crossed many hurdles, as well as we've recollections of numerous sweet successes. The most important thing is that the humble start that we began with in 1986 has put us on firm footings today. About 12000 people work now in 15 companies of ours. Today Babylon Group has become one of the top rated RMG manufacturing and exporting companies of the country. During this long journey many people and organizations from home and abroad had extended their helping hands toward us. We are grateful to all of them.

Today's Babylon is the result of hardship and toil of all the workers and employees of ours. Following the course of time many of the old Babylonians had moved to elsewhere, many of the old timers are still continuing with us and many new faces have also joined us. We on behalf of all the directors of Babylon express our love and best wishes to all of them.

The consideration of wellbeing of our employees has been our driving force to reach this point. Together we strive to stay well, excel and march forward. Babylon family can proudly say that our endeavor has been peaceful always. Let the sequel of

Abdus Salam

S. M. Emdadul Islam

success be maintained- is our desire on this 25th anniversary of ours.

Alongside Babylon's growth we have also expanded our area of responsibilities during these times, which we have allowed to stretch beyond the four walls of Babylon and to spread allover Bangladesh. Setting up library for the school, awarding scholarship for the poor and talented students, providing quality health care at subsidized prices to the common people, donating warm clothes to the people of north Bengal represent the sign of social accountability of Babylon. Regular publication of 'Babylon Kathakata' is an uncommon example in the garments industry of Bangladesh. By and by Babylon Kathakata also has reached its 5th year of publication in the year 2010.

In these 25 years, we have lost some of the founding partners from the company. Some of them are resting in eternal peace. If they were alive today they too would have been the proud partners of our achievements. We remember them all with reverence.

Babylon Group is going to observe the Silver Jubilee on 10 June 2011. Truthfully it was our senior employees who took the initiatives to celebrate the anniversary. On this Silver Jubilee we wish peace and prosperity to all. Thanks.

Message from David-Howard (UK) LTD

On behalf of everybody at David Howard I have immense pleasure in wishing Babylon Group many congratulations on its 25 years anniversary.

We at David Howard Ltd have very much enjoyed working together with all at the Babylon Group for a good deal of the 25 years and we feel that the teams from each company have achieved an excellent working relationship and understanding which has proved happy and fruitful for all of us.

Babylon Group and the ethos surrounding it is great credit to Emdadul Islam and the entire board and they and their staff richly deserve their considerable success.

We wish that this success continues for the Babylon Group for the next 25 years.

Victor Rawlinson
Managing Director
David-Howard (UK) LTD

Message from Oryx (Bangladesh)

We are delighted to know that Babylon Group will be celebrating its silver jubilee in June this year.

We take great pleasure in congratulating all the directors, staff and workers of Babylon Group on completing 25 years.

Over the years your company has shown great commitment and responsibility, not only towards maintaining a high quality standard in your products, but also providing services to your workers and to the community. By this we mean the medical services, the scholarship program and your latest project in providing sanitary napkins to the workers.

It makes us proud to be associated with Babylon Group for many years. Our buyers are also proud to be associated with you.

We are sure that your initiatives will motivate other manufacturers to provide similar programs towards the benefit of the community and the country.

On behalf of everyone in Oryx, our sincere and warm congratulations and best wishes for the future.

Corinne & Vishal
Oryx Bangladesh

Message from Eurotex Apparel APS

I am delighted to know that the Babylon Group is going to celebrate it's 25th anniversary this year.

I learnt about Babylon Group when I met Emdadul Islam, a partner of the enterprise, for some small business details on a summer morning of 1996 and immediately I understood he was man of honour, dignity, and devoted to his work. In my mind, I somehow knew this was the person anyone would look for to kick off any venture in Bangladesh.

Over period of time, I met all other partners of the firm (Neesar Ahmed, Abidur Rahman, Moinul Ahsan, and Abdus Salam) and surprisingly found out that all of them possess similar characteristics like Emdad.

I also learnt that since the establishment of the enterprise in 1986, the partner's sincere efforts, efficiency, and commitment towards highest level of quality made Babylon one of the iconic ready-made garment and textile industries of the country.

Despite all these, thought of doing any venture in Bangladesh did not cross my mind till 1999 when I finally made up my mind to kick off my own venture of T-shirts in Bangladesh and the first names struck in my mind as my business associates are none other than the Babylon's very own quintet!

We finally agreed to do a joint-venture with Babylon with my firm Eurotex Apparel, which has already been in the industry for more than forty years, since my father started it back in the 60's.

But there were some issues we had to resolve first such as; to conduct a marketing research about the potentiality of the T-shirts in the market at that particular period of time, sales strategy and evaluation in Europe, product strategy and evaluation etc. Thanks to some consulting people in Europe we finally figured out all the issues.

But the most crucial decision we had to take then was what sort of

factory establishment strategy we should choose. Should it be an actual running factory with all the required facilities, or should we buy anyone and update it to our requirement or build a brand-new one.

After scrutinising all the details, we finally agreed to build a new one and on the millennium year, ABONI, a joint venture of Babylon Group and Eurotex Apparel, was born.

We performed a vertical operation in ABONI, which includes knitting, dying into final production.

The venture's growth rate was stable and we expanded the infrastructure and production year by year.

It was part of our strategy to invest more for the welfare of the employees and workers to maintain a steady production. For this, we built training facilities, compliances facilities, medical centre and day care centre for the kids of working mothers of the enterprise.

On behalf of Eurotex Apparel, I would like to thank all the partners of Babylon for their sincerity and loyalty over the years. I wish Babylon Group maintain their grand success in future as well.

Henrik Johannesen
Managing Director
Eurotex Apparel APS

Message from Amarnath Reddy

The Silver Jubilee Celebrations of Babylon Group is an extraordinary milestone in the history of the garment industry of Bangladesh. It signifies an industry coming of age and a readiness to take on the world markets in a sustainable and responsible manner.

During the course of the past 25 years, Babylon Group and the directors have been relentless in their effort to not only make the business stronger but constantly set new standards for the industry in terms of the Corporate Social Responsibility with several completely new and innovative initiatives.

During my association with Babylon Group since 1999 in connection with the Danida Private Sector Development Programme, I was always impressed with the enthusiasm and zeal with which the directors have worked towards prioritizing People and Planet over Profits. This is obvious form the way they have constantly been able to provide opportunities for social and economic improvement to over 12,000 employees of the Babylon Group and their families.

On this historical occasion, I wish Babylon Group all the best in many more path breaking achievements to showcase the ingenuity and industriousness of the people of Bangladesh.

Amarnath Reddy
Senior Advisor
Ministry of Foreign Affairs, Denmark.

Special Logo designed for this occasion
by Dr. Sandro Gamba, TRR, Italy

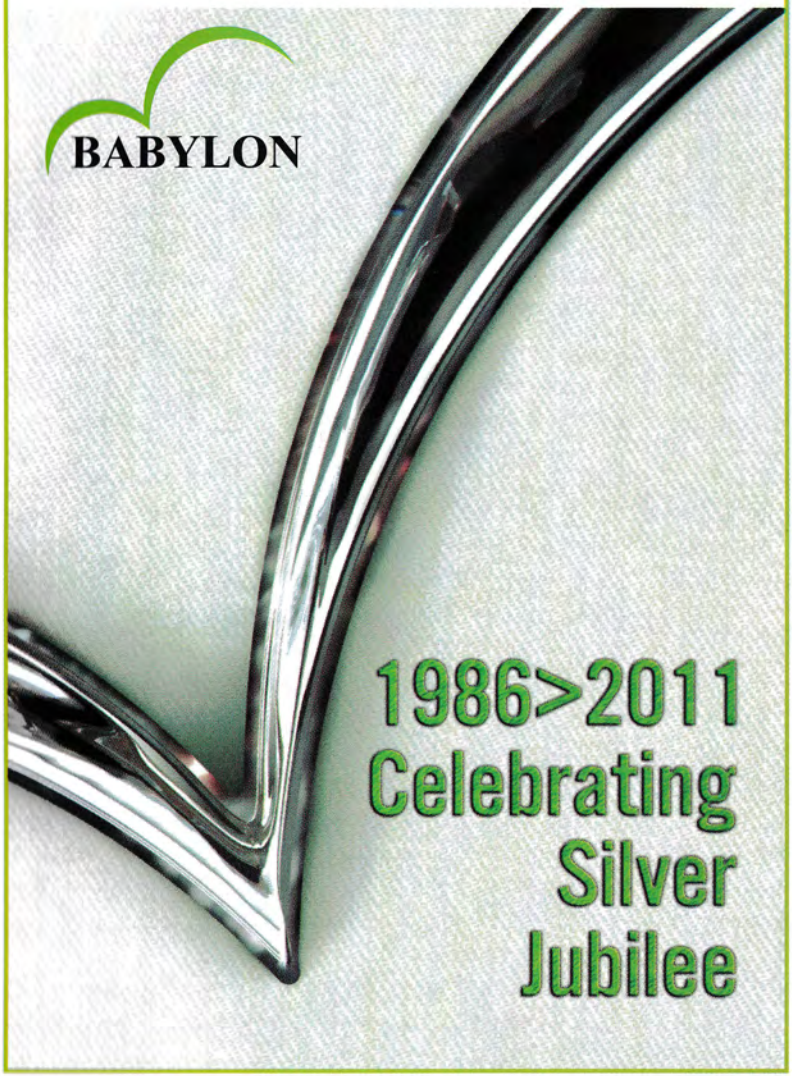

Babylon - A Chronicle of Struggle and Success

S. M. Emdadul Islam
Director

When Babylon Garments Ltd. was created in the year of 1984, I wonder if anyone could anticipate that the sick born baby would survive to celebrate its 25th anniversary.

Babylon Garments Ltd was originally owned by different owners who ran or more precisely speaking, tried to run the factory then housed in an apartment building on Green Road, Dhaka. Unfortunately for them nothing clicked and the factory was destined to a premature death. This was exactly the time when some members of the current Babylon management bought the sick factory to infuse fresh blood into it and make it survive.

Reaching the golden moment when we all prepare for a grand celebration of our silver jubilee it is normal that I look back to reflect on the events of the past 25 years which shaped Babylon Group to give it its present look. I recall with profound gratitude the companies, organizations, the people, the buyers, friends, our families, without whose help we would have ended up in the history long since.

Babylon may not be an exemplary success story amongst many illustrious companies in the industry. Babylon nevertheless is viewed by our friends in the community that it indeed is successful and has done fairly well by maintaining a sustainable growth ever since it was re-founded in 1986 under the current management. Credits and accolades are bestowed upon us by many for our achievements. They do it often and some do it to the extent that I feel like we get praise more than we deserve. We have genuine good friends Indeed!

No other moment is more befitting than this for us to thank and show our gratitude to those people and organizations that had helped us survive and grow. They still do.

The ready-made garment industry tops the list of industries in Bangladesh and is the biggest foreign exchange earner for the country

for quite many years. We Babylon boast to share a small fraction of the total worth of the industry.

I think it will not be out of place to make a mention of the unique role of Desh Garments Ltd and its founder Mr. Noorul Quader Khan in sowing the seed of RMG industry in the fertile soil of Bangladesh in late 70's, which was later to become a mega industry that it is today. Today's Babylon would not have existed if Mr. Noorul Quader had not envisioned and founded Desh Garments at that time, nor would many other companies like ours. Mr. Quader possessed a towering personality and could vision things from the future. One of my partners Mr. Neesar Ahmed and I belong to the class of ex-members of Desh Garments of which we both are very proud.

Desh Garments was an incredibly bold step from Mr. Quader as the industry was a complete stranger in the country during those days, save a few shop like factories like Paris Garments, Reaz Garments etc. which mostly catered to the domestic need of ready-made garments during pre-Desh Garments times. Hundred percent of the workers had to be trained from scratch that time and so was the case with all members of management in the shop floor.

Hundred and twenty-six people including sixteen girls were sent to Daewoo, South Korea for training on RMG manufacturing in early 1979. The six and a half month long training in Daewoo's Pusan factory was made possible for those young trainees under a technical collaboration between Desh Garments and Daewoo Corporation. The RMG industry of the country is deeply indebted to both Desh Garments and Daewoo Corporation. This is an unarguable fact and can't be denied. Unfortunately neither Desh Garments nor Daewoo Corporation is formally credited for its individual pioneering roles in giving birth to- and building the industry in our country.

On this very special day of Babylon's we miss the founding father of this trade in the country Mr. Noorul Quader. Besides Mr. Quader one other very deserving name also remains unmentioned. He is Mr. Abdul Majid Chowdhury, the then executive director of Desh Garments Ltd. The wit and dynamism of this man proved utterly essential whenever a crisis had struck Desh during the early years. We can't help recalling his

invaluable support that he had always extended to Mr. Quader fulfilling his dreams and strengthening and solidifying the base of the RMG industry in the country.

Babylon was virtually born in the entrepreneurial thoughts of Mr. Golam Murshed in 1985. Mr. Murshed the visionary had launched his ideas to a few of his very close friends of setting up of a garment factory and doing more. The friends were Mr. Moinul Ahsan, Mr. Md. Osman, Mr. Motakkel Billah (he became a director in the company only in 1995), Mr. Shah Badrul Anam Farhad (he died in 1994), Mr. Matlubur Rahman (he resides in the UK). At some point I was brought in in the project, which was then nothing more than occasional meetings at Moinul Ahsan's residence on New Elephant Road.

I got acquainted with Golam Murshed a year ago in 1984 while I was serving as production manager in Consumer Products Ltd. Mr. Murshed told me about his dreams and quite aptly persuaded me into his dream venture. For me it was a big decision as I was already having my family behind me to support and was doing a good job. CPL was a very good company to work with and both the owner brothers Mr. Abdur Rahman and Mr. Alamgir Rahman were adorable employers. But only a few could ignore a call from Murshed. His appeals carried a lot of charisma which people found hard to resist.

A company called 'Sundar Consortium' was born. The only financial support that could be gotten for the venture at that time was from the family of Moinul Ahsan. It was not a big money in today's context but was a significant sum those days to buy a few sewing machines from here and there and keep our hope alive. We are ever grateful to the Moinul Ahsan family for their exceptional support and patience with us. Murad Bhai, the eldest brother of Moinul Ahsan, remained our active guardian for some long years while the younger brother was little busy attending some of his other affairs.

Time went by and we realized that the task that lay ahead was uphill. That's when Mr. Neesar Ahmed brought the offer of Babylon Garments Ltd to us, which was happy to be sold to any prospective buyer. We were happier and grateful to Mr. Neesar but he himself, by then, was one of us.

We didn't like the four-story building Babylon was housed in at that time. So we were looking for a suitable factory premises for us. Shortly after the search had began the new address for Babylon Garments Ltd was found. Full credit for this discovery goes to Parag Bhai of then Chalantika Club in Mirpur, Section 7. Mushfiq Bhai the owner of Purabi Super Market and Purabi Cinema will always remain in our highest esteem. Without his brotherly support and sacrifice our early days of struggle could have been unbearable and defeat might have befallen us.

When I reminisce today and try to weigh the fact that apart from Babylon directors and owners themselves who else had contributed most to see the newly founded garment factory stay alive and strive. I will be honest to admit that I find it very difficult and almost impossible to single out one name from another.

Islami Bank Bangladesh Ltd, Rupali Insurance Ltd., Dekko Garments Ltd. Kex International, Melcher and Landau, Mr. Zafar Osman, Mr. Gary Kao, Mr. Suren Sinnadurey, Ki-on Trading, Young International, Mr. Koo, Mr. H Y Lee our Baro Bhai, Fashrobe Garments (today's Impress Group), Evince Garments, Mr. Anwarul Alam Parvez, the list goes endless.

Mirpur was a difficult place to run a factory in in those days. Local mastans (gang leaders) roamed and made lives difficult for the 'outsiders' who were doing businesses in 'their' areas. ParagBhai's very essential help at that time helped us not only run our show fairly smoothly with respect to possible meddling from the mastans but also made most of them our friends.

From 1986 till 1989 were times we had to fight fierce battles everyday for existence. We were unable to settle down on a single product we should produce and specialize upon. We could not afford to be the choosers. Financial problems stayed with us like inseparable shadows. Mr. Abidur Rahman returned from the US and joined us in 1987. That helped us ease on some of our financial constraints and oiled the struggling wheels of Babylon machinery. He has been an active director in the company since then.

Suravee Garments Ltd was another sick factory stocked with second-hand Korean sewing machines to furnish her two production lines in a rented building on New Elephant Road. As if following a pre-destined ordain we bought Suravee Garments Ltd. in 1987 to bring the machinery and furniture to our Mirpur premises. Babylon now had four production lines.

The then chairman of Suravee Garments Limited Hashem Bhai was with us active for quite some years. He was a very kind and soft hearted man. His love for Babylon and us was incomparable. This noble hearted man was killed by a road accident some years ago. We miss him a lot on this very day.

Years since 1988 till 1990 were probably the most challenging and difficult times in the history of Babylon. The devastating flood that plagued the nation in 1988 and the political unrest throughout those years unfolded miseries beyond description before Babylon. Factory remained closed for about 15 days in a row as water stranded workers could not come to duty. Material transportation was also not possible as some kilometers of Mirpur-Dhaka road remained under water for more than a fortnight. Hartals (strikes) were observed by the political parties to topple the then military ruler resulting in more non-working days for the factories. Garment factories did not enjoy exclusion from hartals those days.

I recall with a sense of little pride the days of the big flood when we all at Babylon, taking the available workers with us, went from door to door of the neighborhood to collect roties (home made bread) and provided succour to the stranded people. Our supervisors and male workers had to steer wooden native boats by oars and bamboo poles to reach food and drinking water to them. That was the beginning of our social responsibility engagements.

I can't help remembering some of the Buying Offices and our friends there whose continued support provided the young Babylon with some of the building blocks in those years. May Department Stores and Mr. Quamrul Huda (now a director of Rising Group), Dodwell, which later was taken over by Li & Fung and Mr. Delwar (now one of AKH Group directors), Expo Apparels and Mr. Nazrul Hossain (one of our Desh

colleagues), Stage II and Mr. Anwar Hossain Chowdhury (another star from Desh Garments), Sedi S.A. and Mr. Madhu Sudan Dey (also a colleague from Desh Garments). Without the extraordinary blessings from these people and their companies Babylon might have remained a weakling of a company for years.

SGS Bangladesh showed up in Babylon's horizon. Mr. Momin and his very positive recommendations made David Howard (UK) Shirt Co. find Babylon to make its shirt orders. This very fact heralded a new era for Babylon and changed our fate to transform us from a mediocre shirt maker to a prestigious one. Mr. Momin's appraisal of Babylon as a reliable shirt maker helped David Howard to come with an intention of long-term business relationship with us. That was 1991 and the relationship still continues. I think our very good friends Victor Rawlinson and John Martini (of David Howard) both share this moment of triumph with us with no less enthusiasm than ours.

Mr. Abdus Salam joined Babylon as a partner in 1992 and his hard earned fruits in Switzerland helped Babylon go for increasing capacity. A new factory Lapin Dresses Ltd was born. (This factory doesn't exist anymore). A dedicated and extraordinarily hard working Salam remains a core partner ever.

Babylon is indebted to so many people and buyers for her growth in early 90's that I find it very difficult to talk about them all in this short memoire. Mr. Majedur Rahim of Dada, the South Korean cap giants; Ms Corinne Duparq (now Corinne Dogra) of Oryx; getting direct access to Siplec (Mr. Stephane Grignard was our buyer) and FSK (Mr. Murat Barbut) in France through Mr. Bahar; beginning of relationship with Celio; association with The Savile Row Shirt Company through Mr. Stephen McNulty and getting acquainted with the managing director Mr. Jeffrey Doltis; business with UK buyers J. Tricot; becoming a direct supplier to Brice, France by the help of Mr. Morshed Alam, cousin of Mr. Golam Murshed etc. are some of the most significant developments for Babylon that had followed. The company prospered and we saw further growth.

Mr. Billah, Mr. Rana (younger brother of Farhad Bhai) and his accomplished wife Ms. Mituli came into Babylon's business scenario. A

cap factory named Babtex Ltd. was launched. Mr. Potu and Asif Bhai became partners in Babtex. The cap factory unfortunately was not an instant success. Meanwhile Mr. Golam Murshed was toying with numerous other business possibilities for Babylon that included probably the second privately owned airlines in the country. Royal Bengal Airlines was the name given to the company with a retired air commodore at its helm. The Royal Bengal Airlines never took off of the ground and it found its abode in the deep freezer. It was not until much later that the company was taken over by some expats in the UK.

While Murshed was busy sifting through many projects from his choice ones an ominous black cloud was forming in the horizon of Babylon's azure sky. After long eight and a half years of getting along together Babylon core partners started feeling that something was not going right anymore, and something was being missed. The moral engine of Babylon that had been running smoothly and noiselessly for the past many years was suddenly experiencing lack of steam. The lubricant that was keeping the wheels turning was drying up. Before the whole system could come to a crushing halt Babylon partners and friends sat together, tried to resolve the issues that popped up before them. But the fact of life is that some issues can't be solved the way you prefer as it might hurt the other. So you choose to remain friends and not business partners anymore and embrace the inevitable.

We parted amicably in the year of 1995. The parting had hurt us the way it does to the Siamese twins when the surgeon's knife cut them apart to give them individual living entities so that both can survive and grow separately and independently. We thank 'two surgeons' profoundly till this day who helped us perform that delicate surgery. The chief surgeon was our beloved Reaz Bhai (Mr. Reaz Ahmed of Impress Group) and the assistant surgeon was another friend Dr. Mohiuddin Sikder the Geologist.

We had to start anew with Babylon Garments Ltd, Suravee Garments Ltd and Juniper Embroideries Ltd. with about half the total number of machines.

We were now five musketeers to fight a daunting challenge that lay ahead. Moinul Ahsan, Neesar Ahmed, Abidur Rahman, Abdus Salam

and myself resolved that we were to do it again. This changed circumstances offered us challenges that were not too difficult for us to face as we still had the blessings of the people and buyers and banks and other institutions continuously showering on to us.

Fortunately for us our bank (Islami Bank Bangladesh Ltd was the only bank we have been doing all our businesses through, Prime Bank came later) and all our buyers we were in business relationships with remained with us unswervingly despite this major development at Babylon and continued trusting us. The officials then at IBBL we are ever indebted to are- Mr. Abdus Sadeque Bhuiyan, EVP, Mr. Sayedur Rahman Chowdhury (now deceased), Mr. Mahbub Alam, EVP and Mr. Shamsul Haque. The amount of help and support that these gentlemen had provided us with is matchless. As a result business went on and we managed ourselves to stabilize sooner than we thought was possible. Orders kept on pouring from David Howard, Saville Row, Oryx, Celio, ITC (International Trade Connection, a joint venture buying office between Mr. Zafar Osman and Mr. Alamgir Rahman of Consumer Products Ltd), Walther and Walther (Mr. U K Mennon) and from other buyers.

As we give due credits to our countless buyers/customers/banks etc. we also can't deny the exceptional help and support that we got from almost all our suppliers. Itochu (Mr. Khairul Islam in Dhaka and Mr. Surasak in Thailand), Marubeni (Mr. M. Islam, Dhaka Office), Luckytex, Thailand (Ms. Ping), TTI (Thailand), Liberty Agency Co., Thailand (Mr. Karin), G A Export, Thailand (Mr. Bob), Unilon, Indonesia (mill no more exists), Penfabrics in Malaysia, Arcorp in HK (Mr. Lal and Ms Jessica), Jip Cheong HK, Etacol HK (Mr. Bernard Frey and Mrs. Frey), Khan Accesorries, Dhaka (Mr. Kader and Mr. Siraj, two brothers) are just some of those names.

The mention of great service of the audit firm M/S MJ Abedin that we have been enjoying since long would be very pertinent here. We are ever grateful to this great firm with great people working there. We enjoy their very valuable services till date.

The new Babylon family which included, apart from all five directors, Mr. Kamaluddin Ahmed, Mr. Mahfuzur Rahman Khan, Mr. Saad

Shabbir, Mr. Naimul Haq, Mr. Hasan Mahbub, Mr. Md. Hasan, Mr. Syful Islam (IT), Mr. Ali Asgar, Mr. Anwar Uzzaman, Mr. Khairul Islam, Mr. Abdul Hai, Mr. Md. Khorshed Alam, Mr. Helal Faruk, Mr. Motiur Rahman, Mr. Nayeem Ahmed (Juniper Embroideries), Mr. S K Zaman, Mr. Amjad Hossain Bulbul, Mr. A. Latif, Mr. James Babul Sikder, Mr. Anwar Pervaz, Mr. Keramat Ali, Md. Nashir Uddin, Md. Delwar Hossain, a little later Mr. Proddut Kumar, Mr. Arif (now working with VF Asia) and many others at the office and in the factories, engaged its total intellect, dedication and energy rebuilding Babylon. Some of these persons are no more working with us.

The construction of Babylon head office and factory building at Darussalam Road was completed by the end of 1999, a giant step for Babylon ever since it was born. (Here we thankfully recall the contribution of Mr. Md. Osman, our ex partner, in construction of the building nicely and completing it well within the stipulated time). Babylon Garments Ltd, Suravee Garments Ltd. and Babylon Dresses Ltd. were gradually shifted to the newly built eight-story building between January and August of year 2000. Babylon shirt factories had then 14 production lines in total.

From the beginning Babylon has been dealing mostly with European buyers and that brought many buyers to close contact with us. Many of those buyers frequently visited Bangladesh and a good number of them became like personal friends. Some of those relationships often crossed the line of formal relationship. But none of those transcended beyond a point later to forge a different kind of relationship except for one. I could hardly realize at the time when in 1996 I for the first time met and got introduced to Mr. Henrik Johannesen of Mens Fashion Kolding, a Danish buyer having office in Dhaka, that this introduction was destined in time to culminate into a special one. Initially Henrik was more like a friend than a buyer doing occasional small orders with us.

It was only after some years that I could figure out that Henrik had been weighing us for a big idea of his for quite some time. Probably it was sometime in 1998 when he confided in me that he wanted to set up a composite knit project in Bangladesh and was looking for a local partner. I was intrigued and later took the proposal to my partners. The initial response from them was somewhat lukewarm. My partners were concerned if a foreign partner was at all a feasible idea for us. Slightly

dismayed I went back to Henrik with a crestfallen mood and shared with him what I had got. He matched my mood saying that in that case he was not going to look for any other Bangladeshi partner. If it was not Babylon then he would drop the idea altogether. I returned to my partners and narrated to them in exact words what Henrik had told me. None of my partners possessed a heart made of rock, which many believe was needed to become businessmen. Henrik's resolve melt their heart like a piece of butter on a frying pan and that led to the making of Aboni Textiles Ltd and Aboni Knit Wear Ltd. (The original spelling was 'Knitwear' which was wrongly registered as 'Knit Wear'). This was in year 2001.

We shirt makers had almost no knowledge and experience of making light knit fabrics and garments thereof. But this new ships in Babylon fleet were manoeuvered skillfully by the captains Mr. Peters, Arun Kumar (ATL) and Mr. Milton Chowdhury (AKL), some of our best managers in the past.

None at Babylon will ever forget the extraordinary help, cooperation and guidance that this foreign joint venture project got from a towering personality of the like of Mr. Amarnath Reddy. Mr. Reddy was then with Danish Embassy in Dhaka being in-charge of Danida's PSD Programme. His enthusiasm for facilitating a Danish company entering into a Bangladeshi joint venture allowed us an easy access to the much needed support of Danida into the project. Mr. Reddy and his family remain our great friends ever.

The first decade of the new millennium saw a relatively rapid growth of our businesses. Washing factory, trims and packaging, printing, Trendz (Fashion Retailing with a pair of accomplished managers Mr. Imamuddin Salim and Mr. Mohashin Alam behind the scene), trouser factory, capacity enhancement on the existing ones - all happened during this period.

The list of Babylon's well-wishers who love Babylon unconditionally will never be complete without the mention of our Italian friend Mr. Dr. Alessandro Gamba. Sandro is our brother and friend and a buyer too. Rain or shine he always provides us with an umbrella.

Business relationships with Capital Mercury, Prominent Apparels Ltd, R A International (Radhamoni India), Fortunex (Mr. Gaurav, Mr. Navneet),

TTS (Mr. Chenath, Mr. Mark Gabay, Mr. Mehmet), were very significant and this had tremendous bearing on our constant growth. Mr. Gilbert Lee and his team, Mr. Hishabyashi, Mr. Sadiq, Mr. Sandeep Poddar and his ever-young father Mr. Jagdish Poddar became household names in Babylon. Global Sourcing Ltd, Mr. Neeraj and his Managing Director Mr. Mahendru are friends in need. We are proud to have been knowing and being associated with these great people for a long time.

For the sustenance and growth of a company like ours the help from buyers, customers, financial institutions and other allied organizations are quite visible. But some of the great helps can come silently and in good grace like what we have always got from two major apex business associations of the country- BGMEA and BKMEA. Their help and support for us had surpassed the routine ones always.

The observance of the Silver Jubilee certainly is telltale of Babylon's firm footings and appreciable achievements. The journey that had begun in 1986 is continuing. Cruising along the passage of time for the preceding 25 years has been possible for those I have already talked about. If we shift our eyes from past to the present then I see a host of still young but vastly experienced managers who have been managing and are still managing the affairs of business for Babylon. To name a few of them are Mohammad Hasan, Nurul Kabir Pitu, Saiful Hoque, T.I. Chowdhury, Tazul Islam, Solaiman Ali, Anisur Rahman, Kh Mohiuddin Ahmed Rana, Momtaz Hossain Milton, Syed Azizur Rahman, Abdul Kadir, Monir Hossain (BTL), Tofazzal Hossain, Mr. Nasir (SGL) and so many others.

Now finally before I conclude my gliding through the memory lane let me ink a few lines for my beloved partners.

My friends in the trade and buyers would often refer to our partnership as one of exceptions. If we feel shy of the words of praises that are spoken about us then this is probably a thing we ourselves are very proud of experiencing. The truth is that our partnership was formed following the path of our friendship with one another. People fear that a cordial relationship is put to risk when the same matures into a business partnership. Such examples are galore and in reality this is true more than often. We partners at Babylon have proved this notion wrong. The calmness and conciliatory role of Mr. Neesar at any adversities, uncompromising firmness of Mr. Moinul Ahsan in maintaining the

harmony and order amongst the partners, the natural ability of Mr. Abid and Mr. Salam for finding flaws and smelling potential risks in any new business ventures - all these had proved extremely valuable for the sustenance and growth of our company.

As I muse after all these years behind me in Babylon I can tell you I could not have expected better partners than who my friends have become for me. Throughout the times I have had unflinching support and cooperation from them. This has allowed me to work freely and unaffectedly to play my part in the company all the times. My partners have been always kind and exceedingly patient to endure my misadventures and misdemeanours that had affected the business adversely. My intolerances have always been entertained with brotherly tolerance in return from my partners' sides. And because of this, I think, Babylon is what it is today.

Babylon thanks and expresses heartfelt gratitude to all who had contributed and still do so to build Babylon and keep it afloat. I could manage to mention only just a few of those in this short recount. (I hope this limitation of mine will be forgiven) A lot of them remain untold about but their contributions to Babylon are by no means less than being significant.

On this momentous occasion I passionately look forward to the celebration of Babylon's Golden Jubilee, another 25 years from now. If I myself don't live to witness that then lot of you will. So I, on behalf of Babylon, welcome you all to that super great occasion in advance before it is too late for me.

Long Live Babylon!

Note: Possible incorrect spelling of names of persons and companies is feared and regretted. The above reflections are purely from the author's own experience and perspectives and may vary from that of other observers from inside or outside. – Author.

ব্যাবিলন-ভোরের গল্প

গোলাম মোরশেদ
প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১৯৮৫ সালের এক সাদামাটা সকাল বেলা। নাস্তা সেরে বারান্দায় রোদ লাগাচ্ছি গায়ে। মেইন গেইটে টক্ টক্ শব্দে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, আরিফ এসেছে। আমার স্কুল বন্ধু। ক্লাস ফোর থেকে এক সাথে পড়েছি। কাছাকাছি বাসা থাকার কারণে এক সাথে বড় হয়েছি কলেজ-কাল পর্যন্ত। সেই সময়ে সে লন্ডন চলে গেলো। অনেক বছর পরে দেখা হলেও মনে হতো না, অনেকদিন পর দেখছি।

আরিফ কোন ভূমিকা না রেখেই বললোঃ বন্ধু, তোর কাছে একটা ব্যবসায়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তুই রাজি থাকলে এক সাথে করতে চাই। বললো, বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস রফতানী শুরু হয়েছে ক'বছর ধরে এবং এর ভবিষ্যৎ খুব ভাল। আমি তখন অন্য ক্ষেত্রের একজন নবীন গন্ধমাখা ব্যবসায়ী। সিঙ্গাপুর ও হংকং-এ ছোট ছোট কনসাইনমেন্টে মাছ এক্সপোর্ট করছি। কিন্তু গার্মেন্টস রফতানী বিষয়টা কি জিনিস, আমার কোন ধারনাই ছিল না, সেদিন পর্যন্ত। তবু ওর কথা কিছুটা বুঝে আর কিছুটা না বুঝেই রাজী হয়ে গেলাম।

জানলাম, সিঙ্গাপুরভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান জয়েন্ট-ভেঞ্চারে বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রুপকে বাছাই করে কয়েকটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী করবে এবং উৎপাদিত পোশাক তাদের ব্যবস্থাপনায় বিদেশে রফতানীর ব্যবস্থা করবে। ৮ বছরের 'বাই-ব্যাক' গ্যারান্টি। হাতে আছে মাত্র ১৫ দিন। গেরিলা তৎপরতায় চুপচাপ সকাল-সন্ধ্যা নাক ডুবিয়ে কাজ শেষ করলাম। প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরী এবং নানা সরকারী অফিসের অনুমতি বের করা ইত্যাদি।

সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি আসলেন অবশেষে, ইচ্ছুক প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাইয়ের জন্য। খোলা আলোচনা শুরু হলো। গিয়ে দেখি, অনেক পরিচিত মুখ। আরো বুঝে নিলাম, ওরা প্রায় সবাই গত ৬ মাস ধরে এর পেছনে কাজ করছে। দেখা হয়ে গেল আলমের সাথে। আরিফের মতই আমার স্কুল-বন্ধু। খুব কাছের।

আলোচনার মাঝ পর্যায়ে আমার মনে হতে লাগল, সিঙ্গাপুরী ভদ্রলোকের ভাল ভাল চমকদার কথাবার্তার ভেতরে অন্য ফন্দি আছে! আরো মনোযোগী হয়ে বসলাম। প্রায় শেষ ভাগে আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে কিছু প্রশ্ন করলাম। উনি ব্যাপারটা পছন্দ করলেন না এবং ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উত্তর দিলেন। তাতে আমি আরো শক্ত হয়ে ধীর মাথায় দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, এই প্রজেক্টের ব্যাপারে আমি কোনরকম আস্থা স্থাপন করতে পারছি না এবং তখনই প্রজেক্ট থেকে নিজের নাম কেটে ফেলার ঘোষণা

দিয়ে, আলোচনা থেকে উঠে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে, এক রকম হট্টগোল বেঁধে গেলো আসরে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে গেল। বন্ধু আলম, যে এর মধ্যে অন্যতম আগ্রহী প্রার্থীদের মধ্যে একজন, সে এসে বলল, দোস্ত, আমি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী দিচ্ছি, এই কথাটা বাংলাদেশের দুই একজন মানুষ ছাড়া সবাই জানে। এখন কি হবে? কোন্ সাহসে সিঙ্গাপুরী পার্টির সাথে হাত মেলাবো, আর কিভাবেই বা প্রজেক্ট বাতিল করবো? তুই একটা বুদ্ধি দে! সরাসরি বললাম, আমি এদের সাথে কোনভাবেই যাবো না। আর আলাদা গার্মেন্টস করার মতো অতো টাকা-পয়সা আমার নেই। এভাবেই সেদিনের পালা শেষ, আলমের সাথে। কিন্তু আরিফ এদিকে সিঙ্গাপুরী ভদ্রলোকের গুণমুগ্ধ ভক্তদের দলে রয়ে গেলো।

পরদিন সকালেই আলমের ফোন। দোস্ত, খুব দরকার সামনাসামনি কথা বলার। এক সাথে বসলাম। আলম বলল, আমি আমার বাসার ওপরে নিজ দায়িত্বে ফ্যাক্টরী ফ্লোর করে নেব। তোর আমার মিলে নগদ যা আছে, সাথে আরো কয়েকজনকে নিয়ে ছোট খাট একটা ইউনিট করে ফেলবো। তারপর যেই কথা, সেই কাজ। পরিচিত হলাম দেওয়ান সাহেব, খোকন ভাই, টাইফুন ভাই (ওনারা দুই আপন ভাই, এখন বেঁচে নেই) আর হাসি খুশী মনা ভাইয়ের সাথে। ওসমানের কথা পরে লিখলাম। ওসমান প্রথম থেকেই এই উদ্যোগের পুরোভাগে ছিলো আমার দিক থেকে। ও আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু এবং একটা সময় পর্যন্ত আমাদের পরিবারের একজনের মতই থাকতো আমাদের সাথে। যাই হোক, দাঁড়িয়ে গেল 'দি ইয়ক গার্মেন্টস লিঃ'।

কাকরাইল মসজিদ থেকে সোজা সূতো ধরে জোনাকী সিনেমা হল পর্যন্ত টানলে, তার অর্ধেক দূরত্বে হাতের বাম দিকের গলিতে ঢুকে আবার ডান মোড়ের ডান দিকের বাসাটি তখন পুরোদস্তুর একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী। দিন রাত নিঃশ্বাস ফেলে না-ফেলে কাজ চলছে। টাইম আর ওভারটাইমের ফাঁদে বন্দী হওয়া 'দি ইয়ক'।

এমন এক বিকেল বেলা। দোতলায় পরিচালকদের জন্য বরাদ্দকৃত একটা রুমে গালে হাত দিয়ে, মন খারাপ করে বসে আছি। দোতলায় ঢুকে বাম দিকে গেলেই 'দি ইয়ক' এর সোইং ফ্লোর। সবাই অপেক্ষায়, একটু পরেই বায়ার আসবে সাবকন্ট্রাক্ট কাজের (লেডিজ ব্লাউজ) ইন্সপেকশনের জন্যে। তার জন্য বিস্কিট, চানাচুর, আপেল, চা এবং কোক একসাথে জগাখিচুরী আয়োজন করা হলো।

একটু পরে হুট ক'রে এক সুন্দরী বিদেশিনী সোইং ফ্লোরে ঢুকে পড়লেন তার বাঙালী দুই একজন সহকারী সমেত। সব মিলে মিনিট দশেক থাকলেন উনি। চার-পাঁচটা ব্লাউজ ইন্সপেকশন করেই সেগুলো আকাশে উড়িয়ে দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করলেন এবং নিজ ভাষায় গালাগালি করতে থাকলেন। গায়ে হাত দেয়ার অভ্যেস নেই বলেই হয়তোবা সেটা ছাড়া

সেই মহিলা বাকী সবটুকুই করলেন এবং বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন আমাদের রাস্তায় বসে ঝাল-মুড়ির ব্যবসা পাতলেই ভাল হতো, অন্ততঃ গার্মেন্টস নয়। চা চানাচুর ও কোক বেচারারা ভয়ে বায়ারের চেহারা দেখার সাহস পায়নি। তাদের মতই ভাষাহীন চেহারা আর অপমান মুখে লেপ্টে বসে থাকলাম। একি দূরাবস্থা!

সম্ভবতঃ পরেরদিন, গার্মেন্টসের সাথে জড়িত এক বন্ধু আসলেন, এমনি দেখা করতে। গতকালের ঘটনা খুলে বললাম তাকে। সে হেসে বলল, এতো কিছুই নয়, তার কিছুদিন আগে পরিচিত আরেকটা ফ্যাক্টরীতে অন্য এক বিদেশী মহিলা বায়ার ইন্সপেকশনে এসে পুরোটা প্রডাকশনই বাতিল করে দিলেন। তখন বেচারা পরিচালকদের একজন অসহায়ের মতো তাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন আমরা কি করবো? আর এর সমাধান কি? সাথে সাথে মহিলা স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, "You have to eat them all and then I will think about any further step..." মুহূর্তেই দুঃখ কিছু লাঘব হলেও বিশাল দুশ্চিন্তায় ধরে বসল আমাকে।

ভাবতে থাকলাম। প্রথমে আবিষ্কার করলাম, অল্পদিনের মধ্যেই এই কর্মকান্ডের প্রতি মায়া বেঁধে যাচ্ছে। এতগুলো লোক সকাল-সন্ধ্যা কাজ করছে। ছুটি হচ্ছে। আবার আসছে। মাস গেলে বেতন হাতে হাসি মুখে বাড়ী ফিরছে। ওদের শ্রমে তৈরী জামা-কাপড়গুলো বাক্স-বন্দী হয়ে চিরকালীন বিদেশ সফরে রওনা দিচ্ছে। অন্য রকম ভাল লাগা! আর এর উল্টো পিঠে লিখা বাস্তবতা বড় কঠিন। একটু এদিক সেদিক হলে, আজন্ম অপরিশোধযোগ্য ঋণের বোঝা কাঁধে! ভাবনার চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা জিনিস বের করলাম, এই ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে দুটো জিনিস ভীষন প্রয়োজন - যোগ্য এবং সৎ মানুষের একটা শক্ত টিম এবং টাকা!

'নিউ এলিফ্যান্ট রোড' আমার জীবনে বরাবর স্মৃতিময়। বাসা থেকে গাড়ীতে, রিকশায় অথবা অনেক অনেক সময় পায়ে হেঁটে এলিফ্যান্ট রোড ডিঙ্গিয়ে 'ইউ-ল্যাব' স্কুলে যাওয়া। তারপর তারই পাশ ঘেঁষে ঢাকা কলেজের জীবন। বিশ্ববিদ্যালয় সময়কালে এলিফ্যান্ট রোড ছিল পায়ে হাঁটা পথের একমাত্র ট্রানজিট রুট। বাড়তি বিষয় ছিল, সেখানে আমার স্কুল বন্ধুদের বাসা। কি আনন্দ! স্কুল থেকে ফেরার সময় সেখানে কিছুক্ষণ থেমে-নেমে তারপর বাড়ী। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকটা সময় ছিল সে রকমের।

সেখানে রোড জাংশানে যার বাসা ছিল, স্বল্পভাষী, হাসি খুশী আর ভেতরে ভেতরে কিঞ্চিত বারুদ স্বভাবের সেই বন্ধুটির সাথে মাঝখানে চার-পাঁচ বছর দেখা হয়নি। দেখা যে হয়নি, সে কথা কখনো মনে আসতো না। তাই সে না ছিঁড়ে যাওয়া সূতোর টানে ১৯৮৫ সালে হঠাৎ করে আবার তার বাসায় কাকতালীয়ভাবে যাওয়া শুরু। জায়গার চেহারা বদল হয়েছে

এর মধ্যে। পেছনে তাদের মূল বাড়ীর সাথে লাগোয়া তাদেরই জায়গাতে মেইন রোড পর্যন্ত টেনে নিয়ে করা একটি জুতার মার্কেট হয়ে গেছে তাদের তখন। "জাহানারা ভবন"। তার চারতলায় বন্ধুটি থাকে। একা। স্কুল কলেজ সব বিদ্যাপীঠ পেরিয়ে সে তখন একজন পোক্ত ব্যবসায়ী।

আবার জমে গেলাম দুজনে। কাজ শেষে, বিকেল শেষে অজান্তে সিড়ি ভেঙ্গে চার তলায় হাজির। তারপর চমৎকার সময়, মন ভাসিয়ে দেয়ার আনন্দ। প্রতিদিন।

বন্ধুটির নাম নান্নু। মইনুল আহসান পুরো নাম। কথায় কথায় কর্মক্ষেত্রের কথা আসলো। ওর ব্যবসা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা আর আমার গার্মেন্টস নিয়ে নিজস্ব ভাবনাগুলো টেবিলের উপর উঠলো। তার আগ্রহ দেখে গার্মেন্টস বিষয়ে আরো বিস্তারিত ঘনঘটায় গেলাম দু'জনে। সে জেনে নিলো, মোটামুটি অর্থের যোগান হলে বাকীটা গোছানোর ব্যাপারে চিন্তা করা যাবে।

দ্বিতীয় বৈঠকেই ও একটা পরিমান টাকার নিশ্চয়তা দিলো। সে সময়ে প্রয়োজনের পুরোটা সেটা নয়, তবে সেটাও অনেক পরিমান অর্থ যোগানের আশ্বাস। এর উপর ভর করে আমি দৌঁড়ালাম ফরহাদ ভাইয়ের কাছে। ফরহাদ ভাই আমার বন্ধু রানার পিঠাপিঠি বড় ভাই এবং আমার বড় ভাই-কাম-বন্ধু। আমার সাথে কথা বলার পর উনি লন্ডনে থাকা ওনার ভায়রা সাদিক ভাইয়ের সাথে কথা বললেন। দেখতে পেলাম, ফরহাদ ভাই অন্তর খুলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। অর্থ যোগানের চেহারা ভারী হতে থাকলো। আমার সামান্য কিছু, ওসমানের কিছু, সাথে যোগ দিলো সেই যোগানের বাক্সতে।

নান্নুর বাসায় আবার আসা যাওয়া শুরুর কয়েকমাস আগের কথা। ভাবনা ঘুরছে গার্মেন্টসকে নিয়ে। 'দি ইয়ক' তখন শান্তিনগরের একটি পরিপাটি ফ্যাক্টরীর সাবকন্ট্রাক্ট করছে, আলমের সাথে ঐ ফ্যাক্টরীর মালিকপক্ষের পরিচয়ের সুবাদে। গার্মেন্টসের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত অনেকের সাথে দেখা হচ্ছে প্রতিদিন। সকাল বিকেল। সেভাবেই শান্তিনগরের সেই ফ্যাক্টরীর একজনের সাথে পরিচয়। জানতে পেলাম, উনি প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ডের মূখ্য ব্যক্তি। আলমের সাথেই কথা হচ্ছে সাবকন্ট্রাক্ট বিষয়ে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। লম্বাটে, চোখে চশমা, গোছানো চেহারার মানুষ। তার চেয়ে আরো বেশী গুছিয়ে, শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলছেন উনি, আলমের সাথে।

ফিরে আসলাম কাকরাইলে। ওনার সাথে আবার দেখা হলো কয়েকবার কাজের সুবাদে, কাকরাইল-শান্তিনগর দুই জায়গাতেই। একটু একটু করে আমার সাথেও কথা হচ্ছে। সে সময় হঠাৎ করে 'ইয়ক' এর প্রডাকশানে কিছু লোক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিলো।

আমি এবং আলম ওনাকে অনুরোধ করলাম, ইন্টারভিউ সেশানে থাকার জন্য। উনি আসলেন এবং অনেক সময় ধরে কাজটা সারলেন। ওনার সম্পর্কে আমার ধারনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। জানলাম, গার্মেন্টস প্রডাকশন সম্বন্ধে এ দেশে হাতে গোনা জানা লোকদের একজন উনি। এছাড়া বুঝে নিলাম, উনি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একজন ভাল মানুষ। চশমাধারী লোকটা ঘিরে ভাল লাগা তৈরী হওয়া, বেড়ে ওঠা চলছেই!

এর মধ্যে আমার আশঙ্কার পথ ধরে অর্থ সংকটের কারণে 'দি ইয়ক' এর ভবিষ্যৎ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকলো এবং ধারাবাহিকতায় নিজেদের মধ্যে মতভেদ তৈরী হওয়া শুরু হলো। এক সময়ে 'দি ইয়ক' একটি বড় গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি হয়ে গেল। ইয়ক মালিকদের বেশীর ভাগ বেরিয়ে আসলেন। শুধু আলম ও মনা ভাই তাদের শেয়ার নিয়ে ইয়ক-এ থেকে গেলো সেই বড় গ্রুপের সাথে। এখন মনে হয়, সেই সময়ের জন্য সেটাই ছিলো হয়তো বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত।

এলিফ্যান্ট রোডে ফিরে আসি। নান্নুর সাথে তখন সার্বক্ষণিক দিনপাত। ইয়ক-এর পরেও ওসমান আছে আমার সাথে। নান্নুকে লম্বাটে, চশমাধারী মানুষটার কথা বললাম। আমার সাথে একশত ভাগ সায় দিলো ও। এর মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম, মানুষটির সাথে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই। তার খোঁজ নেয়া হলো। জানতে পেলাম, উনি আর শান্তিনগরে নেই। কাকতালীয়ভাবে 'জাহানারা ভবন' থেকে হেঁটে যাওয়া দূরত্বের একটি ফ্যাক্টরীর প্রডাকশনের দায়িত্বে সেই মুহূর্তে। সরাসরি চলে গেলাম। তখন একবারও নিজে নিজে যাচাই করে দেখিনি, যে ভাবনার ওপর ভিত্তি করে ওনার সাথে কথা বলব, সেটা বলার মতো প্রাসঙ্গিক অবস্থা আছে কিনা অথবা উনি আদৌ এ ধরনের প্রস্তাবকে কিভাবে দেখবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক। তার সাথে দেখা হলো। ঝড়ের আবেগে আমার কথাগুলো তাকে বললাম। বললাম, আর্থিক যোগানের এইরকম ব্যবস্থায় একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী করতে চাই - একটা সুন্দর পরিবারের ছক এঁকে নিয়ে। সেখানে আমরা ক'জন মিলে হবে তার শুরু। ভালভাবে কথাগুলো শুনে উনি বিনয়ের সাথে দুদিন সময় চাইলেন। দু'দিন পর আসলেন উনি এলিফ্যান্ট রোডের চারতলায়। অবাক করে দিয়েই সহজ এবং দৃঢ় ভঙ্গিতে জানালেন, হ্যাঁ, আমি আছি আপনাদের সাথে। সেই চশমাধারী মানুষটির নাম এমদাদুল ইসলাম। এমদাদ ভাই।

সেদিনের কথাবার্তার মধ্যে এমদাদ ভাই একটা প্রস্তাব রাখলেন। ওনার একজন বিশেষ সহকর্মী বন্ধুকে (যিনি তখন এমদাদ ভাইয়ের সাথে একই প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন) এই নতুন পরিবারে পরিবারভুক্ত করা যায় কিনা। রাজী হয়ে গেলাম। পরদিনই ওনার সাথে

দেখা। মাথাভরা কোকড়া চুলের ছোট খাট মানুষ। মহা শান্ত চেহারা! নেসার ভাই ছাড়া আর কে হবেন উনি। নেসার আহমেদ। দুচারদিন যাওয়ার পর মনে হলো, ওনার নাম প্রথম থেকেই লিখা হয়েছিল পরিবারটির খাতায়। নতুনভাবে অন্তর্ভূক্ত মানুষের কোন গন্ধই পাওয়া গেলনা, ওনার উপস্থিতি থেকে। পরবর্তীতে কাজের বেলায় এবং অবেলার মুহূর্তগুলোতে নেসার ভাইয়ের সাথে আমার সময় কেটেছে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

দেখতে দেখতে দলটি বড় হয়ে গেল। নান্নু, এমদাদ ভাই, নেসার ভাই (ওনার নামের সঠিক উচ্চারণ নিসার, তবে আমি নেসার ভাই-ই ডাকতাম), ওসমান, ফরহাদ ভাই, সাদিক ভাই। একই সময়ে একই নামে আরেকজন এলেন দলে। ওসমান ভাই। জাফর ওসমান। এক কথায় তার পরিচয় ছিল, সাদা মনের মানুষ।

এক পা দুপা করে দলটি এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম যাত্রায় এমদাদ ভাইয়ের আয়োজনে প্লেইন ও ওভারলক মিলে বাজার থেকে আটটি নতুন মেশিন কেনা হলো। পরপরই নেসার ভাইয়ের উদ্যোগে গ্রীন রোডের একটি দুই লাইনের ফ্যাক্টরী কেনার ব্যবস্থা (যে ফ্যাক্টরীটির প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন প্রয়াত বাবু ভাই) এবং ইসলামী ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের সাথে মালিকানা বদলের ফায়সালা বিষয়ে নিস্পত্তি আর মিরপুর সাড়ে এগারোতে ফ্যাক্টরীটির জন্য নতুন জায়গা চূড়ান্ত করা ইত্যাদি, সব যেন ছক বেঁধে এগুচ্ছে। নান্নু তাদের মার্কেটের দোতলায় ছোট একটা রুমে একটা টেবিল, দুইটা চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিল। সেটাই সেই পরিবারের প্রথম অফিস।

এমদাদ ভাই, নেসার ভাই দিন রাত ব্যস্ত, পুরবী মার্কেটের ৪র্থ তলায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। একদিন মেশিন আর আসবাবপত্র আর অনেকগুলো মানুষসহ বাতি জ্বললো সেই ঘরটিতে। উদ্বোধনের মিলাদ শেষে মিষ্টিমুখ। কাজে উড়াল দেয়ার অপেক্ষায় সম্পূর্ন সাজে সজ্জিত একটি রফতানীমূখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী। নাম 'ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ'!

এলিফ্যান্ট রোডে অফিসের উল্টোদিকের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী। কোনদিন নজরে আসেনি। ঠিক ছয়মাস যেতে না যেতে সেই ফ্যাক্টরীটি হেঁটে হেঁটে মিরপুর আসলো। একই ছাদের নীচে এই পরিবারের মালিকানায় ব্যাবিলনের পাশে এসে জায়গা নিলো সুরভী গার্মেন্টস লিঃ। ব্যাবিলন-সুরভীর চাকা ঘুরতে শুরু করল একই ছাদের নীচে। পাশাপাশি। সে সময়ের কিছু পরে আবিদ আসলো আমেরিকা থেকে। আবিদ আমাদের ইউ-ল্যাবের ছাত্র এবং আমার ছোট ভাইয়ের কাছের বন্ধু। সে যেন আসলো এই পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত দ্বিতীয় ট্রেনে চড়ে। "ইয়েস কার্ড" হাতে নিয়ে। আবিদের সরল কথা বার্তা এবং পুরোনো পরিচয়ের সুবাদে সবার কাছে ছোট ভাই-কাম-পার্টনার হিসেবে আদরের জায়গা হয়ে গেল তার, দলে।

এর বেশ কিছুদিন পরে। ল্যাপিন ড্রেসেস লিঃ আলোর মুখ দেখলো। তৃতীয় ট্রেনে চেপে আসলেন সালাম ভাই। সুইজারল্যান্ড থেকে। ওনার ধার্মিক এবং কর্মঠ ব্যক্তিত্ব ওনাকে পরিবারে শক্ত অবস্থানে জায়গা করে দিলো।

শেষের মানুষ নয়, তবু সবশেষে প্রথম ট্রেনের একজন নীরব যাত্রীর কথা বলছি। উনি হচ্ছেন মুরাদ ভাই। নান্নুর সবচেয়ে বড় ভাই। অনেকটা সময় ধরে বৃহত্তর প্রয়োজনে মুরাদ ভাই এ দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

তবে একথা সত্যি, প্রথম ট্রেন থেকে শুরু করে শেষ ট্রেন থেকে নামা শেষের যাত্রীর পরিবারে অন্তর্ভূক্তির পর মনে হয়েছে, একটা দল পুরো করার জন্য সেই সময়ে সবাইকেই দরকার ছিল। পুরোদল নিয়ে মাঠে নামার মতই সেটা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এরপর এই দলটিকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আলোতে, বৃষ্টিতে, জ্বরাতে-খরাতে, প্লাবনে-ভাঙ্গনে থামাতে হয়নি এর এগিয়ে চলা।

অন্য-অনন্যঃ এক

হঠাৎ ক'রে তাল উঠলো, নেপাল যাবো। ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এমদাদ ভাই, নেসার ভাই, আবিদ আর আমি। কাঠমুন্ডু নেমে ট্যাক্সি ক'রে পোখারা যাত্রা। নেপাল ভ্রমনের সনাতনী কায়দা এ রকম। ট্যাক্সি ছুটছে। কিছুক্ষণ পরেই মনে হলোঃ দুনিয়ার এক ভিন্ন এবং অবাক করা সৌন্দর্যের ভেতর ঢুকছি আর ঢুকছি। পাহাড় কেটে সাপের মতো রাস্তা। দুপাশে হাজার হাজার ফুট নীচে বড় বড় সাদা পাথর, নদী, ঝরনা আর পাহাড়ী সবুজ। গাড়ী উঠছে, উড়ে উড়ে যাচ্ছে কোনমতে চাকাগুলো রাস্তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এক বাঁকে, ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে সবাইকে নামতে বলল। নেমে দেখলাম, সামনে পেছনে, উপরে এবং নীচে পুরোটাই আকাশ। যেন আকাশের বুক বরাবর উচ্চতায় আমরা দাঁড়িয়ে। দেখতে পেলাম, মেঘগুলো হেঁটে হেঁটে এসে আমাদের শার্টের, প্যান্টের পকেটগুলোতে ঢুকে যাচ্ছে। বুকের ভেতরের অদৃশ্য ফুটো দিয়ে মেঘগুলো ঢুকে আমাদের সারা বুক ভরিয়ে দিলো। ভিজিয়ে দিলো। একি আনন্দ যেন অচীন সুখে বোকা হয়ে যাওয়া!

ঠিক হলো, এক রাত চিতন পার্কে থাকবো। পার্ক নয় গভীর জঙ্গল। সেখানে বাঘ কুমীরের মাঝখানে রাত্রি যাপন। নেসার ভাই আর আমি এক তাঁবুতে। এমদাদ ভাই আর আবিদ অন্য তাঁবুতে। ভয়ানক অন্ধকারে তাঁবুর বাইরে হারিকেন জ্বলছে টিম্ টিম্ করে। দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষ খেকোদের অস্পষ্ট, ছেঁড়া ছেঁড়া আওয়াজ। সারারাত ঘুম হয়নি কারো। মনে হচ্ছিল, যে কোন সময় বাঘ অথবা কুমীর আমাদের পা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলে যাবে।

দিনের বেলা ট্যাক্সি করে ঘুরছি এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। ভেতরে অদ্ভুত মায়াবী মূর্ছনায় গান চলছে 'এ্যাল ষ্টুয়ার্টের'। এমদাদ ভাই ক্যাসেটটা নিয়ে এসেছিলেন। শিল্পীর গলা ও গীটার সারা ভ্রমন জুড়ে আমাদের কাত্ করে রেখেছিলঃ On the Border, Year of the Cat, Broadway Hotel, Infinity.... বারে বারে সবাই আনমনা। তবে কারণে অকারণে আবিদ একটু বেশী আনমনা হয়ে যাওয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং সবার সেটা চোখে পড়ার পর, আবিদ কেবল প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছিল। একটিবারও সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি তার কাছে।

অন্য-অনন্যঃ দুই

সকাল-সন্ধ্যা মিরপুর ফ্যাক্টরীতেই আটকে থাকতেন এমদাদ ভাই। আর এদিকে, অফিস ধানমন্ডিতে সরে যাবার আগ পর্যন্ত, নেসার ভাই আর আমি সারাক্ষণ এক সাথে। কাজে অকাজে শত জায়গায় কতো-শত মানুষের কাছে যাওয়া দু'জন মিলে। সেই স্মৃতির ভীড়ে এই মুহূর্তে যাকে সবচাইতে বেশী Miss করছি, সে হচ্ছে একটি ৭০ সিঃ সিঃ হোন্ডা মটর বাইক। মালিক ও ড্রাইভার একজনই। নেসার ভাই। পেছনে প্যাসেঞ্জার আমি। ঢাকার ভেতরে এমন জায়গা নেই, যেখানে যাওয়া হয়নি সেই বাইকে চড়ে।

সেই 'বাইকটা' এখনও বেঁচে আছে কিনা, রোদে বৃষ্টিতে রাস্তায় রাস্তায় দু'চাকাতে ধূলো কাদা মাখে কিনা, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ তার নামে এখনো ফিটনেস সার্টিফিকেট বরাদ্দ করে কিনা- জানি না। তবে ও ছিলো আমাদের আপন হিতৈষীর একজন!

অন্য-অনন্যঃ তিন

এতো মানুষ থাকতে 'মুক্তার' কথা মনে পড়ছে কেন জানি না! আমার সাথে তার আলাদা করে খাতিরও ছিল না কখনো। নেসার ভাইদের গ্রীন রোড পাড়ার পড়শী ছিল ও । আর দায়িত্বে ছিল ফ্যাক্টরীর ষ্টোর। ওর সাথে দেখা হলেই মনের মধ্যে শীতল-পাটি বিছিয়ে কথা বলতো। বোঝাতে চেষ্টা করতো সবাইকে, এই ফ্যাক্টরীর রক্ষণাবেক্ষণ, ভাল-মন্দের পুরো দায়িত্বতো তারই হাতে! কি বিশাল চিন্তা। কোম্পানীতে তার অপরিহার্য্যতার কথা প্রকাশের সরলতা, আমার মনের ভেতর একজন অপরিহার্য্য মানুষ করে রেখেছে তাকে - আজও।

অন্য-অনন্যঃ চার

ফরহাদ ভাই। আমাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কের গন্ডীর বাইরে ছিল তার আসল পরিচয়। উনি ছিলেন আমাদের সবার দরদী বড় ভাই। আবার সময় বিশেষে, লজ্জা শরমের গোষ্ঠী উদ্ধার করা ব্যক্তিত্বে জ্বলজ্বল একজন পরান-বন্ধু।

এক সময় সাংসারিক সিদ্ধান্তে স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ লন্ডন পাড়ি দিলেন ফরহাদ ভাই। সেখানে

থাকতে লাগলেন। তবু দূর থেকে আমাদের সবার জন্য ভালবাসার খবরদারী ছিল সবার চেয়ে বেশী।

২রা মে, ১৯৯৪ সাল। খুব ভোরে লন্ডন থেকে ফোন আসলো। ফরহাদ ভাই বেঁচে নেই। আগের দিন বিকেলে বাচ্চাদের সাথে মাঠে সময় কাটানোর সময় ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। বহু চেষ্টা করে ফেরানো যায়নি তাকে।

দু'দিন পর, উপরে কাঁচের ঢাকনা বসানো কফিনে, নিঝুম ঘুম দিয়ে পরিষ্কার শান্ত চেহারায় ফরহাদ ভাই ঢাকায় ফিরলেন। মিরপুর ফ্যাক্টরী পাড়া থেকে শুরু ক'রে গ্রীন রোড, ধানমন্ডি এবং তার আশ-পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত সবার জন্য ফরহাদ ভাইয়ের নিজ হাতে বিছানো ভালবাসার অদৃশ্য চাটাইয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চিৎকার ক'রে কাঁদলাম আমরা সবাই!!

অনেকদিন থামেনি সে কান্না! কান্নায় ভেজা সে অদৃশ্য চাটাই কেউ যদি আজও খুঁজে দেখে, ছুঁয়ে দেখে, নিশ্চয়ই জানবে, সেই চাটাই এখনো শুকায়নি।

আরও জানি, এরকম অদৃশ্য ভেজা চাটাই আরও একটা আছে, কোথাও না কোথাও। সেখানে নাম লিখা আছে-সানজিয়ার!

অন্য-অনন্যঃ পাঁচ

এক কাবুলীওয়ালার কথা দিয়ে শেষ করি। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। খবর এলো, রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা কলকাতা থেকে এসেছে ঢাকার সিনেমা পর্দায়। আর কথা নেই। সোজা গিয়ে হলে ঢুকলাম। নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের সেই কাবুলীওয়ালা।

মিনির জন্য বুকে লালন করা ভালবাসার কথা, মিনিকে অনেক বছর পর বোঝাতে না পারার সেকি যন্ত্রণা! বুক ভারী করে হল থেকে বেরুলাম।
এই পরিবারে আমার দু'জন বন্ধু ছিলো। ঠিক ছোট্ট মিনির মতো বয়সে ওদের আমার সাথে হয়েছিলো বন্ধুত্ব। আজ এতো বছর পর, ওদের কথা ভাবলেই আমার কাবুলীওয়ালার কথা মনে হয়। রবীঠাকুরের সেই কাবুলীওয়ালার বাস্তবতা জ্ঞান ছিল না। তাই সেধে সেধে কষ্ট নিয়েছিল, মিনির সাথে দেখা করতে গিয়ে।

আমি সেই বোকামী কখনো করিনি। তবে মনের ভেতর নিজে এক কাবুলীওয়ালাকে সাজিয়ে বুঝতে পারি, মিনির মতো করেই এখনও আমার কাছে জীবন্ত, ঐ দুটি ছোট্ট বন্ধু - জোড়া!!

আকাশেরও মৌজা ম্যাপ, দাগ নম্বর, খতিয়ান থাকতে পারে। তবে আমার জানা নেই। থাকলেও এটা আমার কাছে আজ বড় নয়-এর বায়া দলিল, আজকের দলিল, আরএস রেকর্ডে কি লিখা আছে। আমি জানি, যাকে নিয়ে লিখলাম এতক্ষণ, সেই 'ব্যাবিলন' এখন সেই আকাশের আলো ছড়ানো এক তারা। আলো ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

এর সাথে মানুষগুলোর কেউ কেউ এখনও একসাথে, কেউ কেউ চলে গেছে, জীবনের সব হিসেব খাতার বাইরে-নিঝুম পাড়ায়। কেউ কেউ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভিন্ন বৃত্তে - সময়ের যোগ বিয়োগের ফলাফলে সেটাই সঠিক হিসেব। আর সেখানে দাঁড়িয়েই লিখতে ইচ্ছে হলো এই সব স্মৃতির ঝাপসা জলের উপর নৌকা চালিয়ে। সেখানে বারে বার জাল ফেলে, যা যা জালে উঠে আসলো, তাই-ই তুলে নিলাম।

হয়তোবা সম্পূর্ণতা নিয়ে, নিঁখুত হিসেব কষে, খুব গুছিয়ে জানি তা দিয়ে পুরো ছবিটা আঁকা যাবে না, তবু যতটুকু চেষ্টা করেছি, তার শিরোনাম দেয়া যেতে পারে "ব্যাবিলন-ভোরের গল্প"।

ব্যাবিলন ও আমি

আব্দুস সালাম
পরিচালক

ব্যাবিলন গ্রুপের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা লেখা দেবার জন্য পিআর ম্যানেজার শামীম বারবারই অনুরোধ করছিল। কিন্তু এ ধরণের লেখা জীবনে কখনো লিখিনি। প্রত্যেকে মানুষের ভেতরেই কিছু ভাবনা বা কিছু অনুভূতি থাকে। তবে সবার পক্ষে তা লিখে বের করা দূরুহ একটা কাজ। তাও আমি চেষ্টা করব স্মৃতি থেকে ব্যাবিলনকে নিয়ে কিছু লেখার।

প্রাক্তন ব্যাবিলনের সাথে যোগাযোগ - সেটা ১৯৮৫ সনের দিকের কথা। আমি গোলাপ শাহ মাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম সন্ধ্যার পর। হঠাৎ শুনতে পেলাম কেউ একজন বলছে-এই রিকশা নারিন্দা যাবে? দ্বিতীয়বারও কথাটি বলল কেউ। কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। এটা যে আমার অতি পরিচিত এক বন্ধুর গলার আওয়াজ। খুঁজে পেলাম তাকে। হ্যাঁ সে আমার ছোটবেলার বন্ধু রবিন। সে আমাকে দেখে খুবই অবাক। অনেকদিন পরে দেখা। আমি জানতাম সে দেশ গার্মেন্টসে কর্মরত। তখন তার কাছ থেকে জানলাম সে Astras গার্মেন্টসে কাজ করছে। ঠিকানা দিল।

পরের দিন Astras গার্মেন্টসে গেলাম। উদ্দেশ্য তার সাথে সাক্ষাৎ ও ব্যবসায়িক আলাপ। কারণ তখন আমি সিংগাপুর থেকে গোল্ডলীফ নামক একটা ব্র্যান্ড-এর শার্ট আনতাম। সেটা ঢাকায় বানানো যায় কিনা। সেখানে যেয়ে পরিচয় হলো নিসার ভাইয়ের সাথে। উনি আমাকে নিয়ে গেলেন তৎকালীন ব্যাবিলন গার্মেন্টস দেখাতে। সেটা তখন গ্রীনরোডে ছিল। প্রসঙ্গতঃ সেই রবিনই এমদাদ সাহেব। সে এবং আমি একই দিনে একই রঙ্গের স্কুল ব্যাগ নিয়ে প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম।

বর্তমান ব্যাবিলনের সাথে যোগাযোগ - এর বেশ কিছুদিন পর আমি একদিন বায়তুল মোকাররমে ব্যবসা উপলক্ষে এক দোকানে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ এমদাদ সাহেবের ছোট ভাই শহিদুল ইসলামের সাথে দেখা। সে তখন বলল এমদাদ সাহেব ও অন্যান্য সহকর্মীরা মিলে নতুন করে ব্যাবিলন গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করেছে। সে কিছুতেই ছাড়ল না। আমাকে মিরপুর ব্লক - সি/৩৫, সেকশন-৭-এ ব্যাবিলনে নিয়ে এলো। ব্যাবিলনে এসে দেখলাম এমদাদ সাহেব ফ্লোরে একটা প্লাটফর্মের ওপর একটা টেবিল ও চেয়ার নিয়ে বসে কাজ করছেন।

এর কিছুদিন পর আমি সুইজারল্যান্ড চলে যাই। ১৯৯০ সালে সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে

আমি একটা কার্গো জাহাজ তৈরি করি এবং জাহাজ ব্যবসায় নিজেকে যুক্ত রাখি।

১৯৯১ সালের দিকে আমি আবার একবার এমদাদ সাহেবের সাথে দেখা করি। দেখতে পাই সুরভী গার্মেন্টস কিনে ততদিনে ব্যাবিলন চার লাইনের একটা ফ্যাক্টরি। এমদাদ সাহেব তখনো ঐ প্লাটফর্মে চেয়ার টেবিলে কাজ করতেন।

ব্যাবিলনে যোগদান - ১৯৯১ সালের ২ আগষ্ট আমার বিয়ে উপলক্ষে সুইজারল্যান্ড থেকে আমার কিছু বন্ধুরা বাংলাদেশে আসলে তাদেরকে নিয়ে একদিন ব্যাবিলন পরিদর্শনে গেলাম। ব্যাবিলন ভিজিট করে তারা অভিভূত হলেন। পরে তাদেরকে আমার জাহাজ দেখাতে নিয়ে গেলাম। জাহাজ দেখে তারা প্রশ্ন করে জাহাজ বানাতে কত টাকা লেগেছে। আমি জানালাম। তারা প্রশ্ন করল ব্যাবিলনের মতো একটা ফ্যাক্টরি করতে কত টাকা লাগে। আমি বললাম-একই রকম টাকা। আমার সুইস বন্ধুরা তখন বলল - তুই এত স্বার্থপর কেন? তোর দেশে এত মানুষ বেকার আর তুই এত টাকা খরচ করে মাত্র ১২ জন লোকের কর্মসংস্থান করেছিস! আর তোর বন্ধুরা সমপরিমান টাকা ব্যয় করে ৪০০ লোকের চাকরি যুগিয়েছে। কথাটি শুনে খুব ধাক্কা খেলাম। ব্যাপারটাতো ঠিক এভাবে কখনো চিন্তা করিনি।

এরপর একদিন ব্যাবিলন অফিসে গেলাম। পরিচয় হল আবিদ ভাই ও গোলাম মোরশেদ ভাই-এর সাথে।

মাঝে মাঝে এমদাদ সাহেবের সাথে দেখা হয়। একদিন তার কাছ থেকেই জানলাম যদি আমি তাদের সাথে যোগ দেই তবে দুই লাইনের একটি নতুন ফ্যাক্টরি করা হবে। আমি আনন্দের সাথে সম্মতি দিলাম।

এমদাদ সাহেব ১৯৯১ সালের শেষ দিকে ব্যাবিলন গার্মেন্টসে আমাকে সব সুপারভাইজার তথা আলি আজগর, খাইরুল ইসলাম, আনোয়ারুজ্জামান, বুলবুল সাহেব, হেলাল সাহেব ও সোলাইমান সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বলে দিলেন আমার বন্ধু এখন ব্যাবিলন গার্মেন্টসে কাজ করবে। তখন কোন ম্যানেজার ছিল না, আর কেউ জানতও না যে আমি ব্যাবিলনে একজন পরিচালক হিসেবে যোগদান করতে যাচ্ছি। তৎকালীন ব্যাবিলন গার্মেন্টসের সকলেই প্রচুর সহযোগিতা করেছেন আমাকে কাজ শেখার ব্যাপারে। এভাবে ৬ মাস চলল। অত্যন্ত সুন্দর সময় ছিল সেটা আমার। এখনো মনে আছে সবাই হাত ধরে আমাকে কিভাবে কাজ শিখিয়েছে। মেশিন চালনা, মার্কিং করা, প্যাটার্ন করা, সুইং লাইন লে-আউট সবই।

৬ মাস পর ২২শে জুলাই ১৯৯২ সালে 'ল্যাপিন ড্রেসেস' নামে ব্যাবিলন-এর নতুন

ফ্যাক্টরিতে পরিচালক হিসেবে যোগ দিলাম। ৩০০ পিস প্রোডাকশন দিয়ে ল্যাপিন ড্রেসেস-এর যাত্রা শুরু। যদিও ল্যাপিন ড্রেসেস নামটি আর নেই। এরপর ধীরে ধীরে আমাদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠল। আজ ব্যাবিলন গ্রুপ একটি সুশৃঙ্খল গ্রুপ। মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই তিনি আমার রিযিক ও তকদিরকে ব্যাবিলনের সাথে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহকর্মীবৃন্দকে (পরিচালকবৃন্দ) যারা আমাকে ব্যাবিলনে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় ব্যাবিলনের ভাল করার চেষ্টাই করেছি-ভবিষ্যতেও করব। আমি জানি আমার সাথে কাজ করা খুবই কঠিন। তবু আপনারা যারা আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

আল্লাহর রহমত থাকলে আমরা চিন্তা করব ভবিষ্যতে ব্যাবিলনের গতানুগতিক ব্যবসার বাইরেও কিছু করার।

পরিশেষে আমি দোয়া করছি ব্যাবিলন গ্রুপের সকল কর্মকর্তা ও কর্মী ভাইবোনদের সুস্বাস্থ্যের জন্য, আর যাতে আপনাদের হাতে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে ভবিষ্যতে আরো সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী ব্যাবিলন বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারেন তার জন্য।

ব্যাবিলন উদ্যানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যত দেখছিলাম

কামাল লোহানী
সাংবাদিক ও সাবেক মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমি
ব্যাবিলন কথকতা তৃতীয় সংখ্যার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

'ব্যা'বিলন' একটি উদ্যান। এ উদ্যান অসংখ্য ফলবতী বৃক্ষ স্নিগ্ধ আর মর্য্যাদাসম্পন্ন ফসলের অমূল্য ভান্ডার। কাল পরিক্রমায় সে নিজে সমৃদ্ধ হলো যেমন, তেমনি ঋদ্ধ করছে সংশ্লিষ্টজনদের। এদের মধ্যে আছেন অগণিত মেহনতি মানুষ, যাঁদের বুকের দরদ ঐ মেসিনের চাকার সাথে বাঁধা। সুস্থ এবং তুষ্ট শ্রমিক শ্রেণীই এঁদের অহংকার। মালিক-শ্রমিক দুটি শব্দ এখানে যেন লীন হয়ে গেছে। তাই মজদুরের শ্রম মালিকের সম্পদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, মালিকের সাথে শ্রমিকের তাহলে সম্পর্ক কেমন? যথার্থ জবাব দিতে পারবেন যাঁরা কাজ করেন কলে-কারখানায় সেই পরিশ্রমী সেবক-শ্রমজীবীরাই।

কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই যে উপলব্ধি ধারন করেছিলাম, তারই যদি বর্ণনা দি তবে উপরের মন্তব্যগুলোর যথাযোগ্যতা হয়তো সমন্বিত হবে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে দু'জন কর্মকর্তা ব্যাবিলন-এর হয়ে আমার কাছে এলেন তাঁদের প্রতিষ্ঠানে যাবার অনুরোধ নিয়ে। আমিতো প্রথমে শুনেই রীতিমত অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেতেই জিজ্ঞেস করলামঃ গার্মেন্টস কারখানায় গিয়ে আমি কি করবো। আর তাছাড়া ঐ সব মেসিনে যে সব কাপড় তৈরি হয়, তা দিয়ে ওরা বানান শার্ট, ট্রাউজার (প্যান্ট), টি-শার্ট, গেঞ্জী, জ্যাকেট ইত্যাকার পন্য। বেশীর ভাগই বিদেশে রফতানীর জন্যে, তবে ছিটেফোঁটা যে নিজ দেশে রাখেন না, তা নয়। সেও বিপননের ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা, নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র খুলে। যার নাম রেখেছেন TRENDZ।

আর এই ব্যাবিলন-এ গিয়ে আমিই বা কি করবো? এটাও একটা ভাবনা ছিল, আবার ভাবছিলাম, ওঁরা কেন আমায় ডাকছেন? আমি সাদামাটা একজন সাংবাদিক। তবে সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্তও দীর্ঘদিন। সাংবাদিকতা কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের তো কোন যোগসূত্র নেই ব্যাবিলনের। আবার আমার নিজের পরিধেয়ও ভিন্নধরনের। আমি পায়জামা-পাঞ্জাবী ছাড়া কিছুই পরি না, তাও একেবারে সাদাকাপড়ের। তাহলে কেন ওঁরা আমায় ডাকছেন?

আমি সুদীর্ঘকাল দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত এবং অর্ধশতাব্দী ধরে সাংবাদিকতা করছি। আমার চলার, বলার এবং বিশ্বাসের একটি নির্ধারিত নৈতিকতা আছে, তা জেনেও আমায় কি ওঁরা ডাকছেন? আমিতো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বিদেশ যাবার

সময় নিজের পোষাক পরিবর্তন করে স্যুট পরতে রাজি হইনি বলে সরকারি প্রতিনিধিদলে সেবার যাওয়াই হয়নি। এ আমার গোয়ার্তুমি কিংবা প্রচলিতধারাকে অস্বীকার করা ছিল না। ছিল নিজস্বতা, যা বাঙালি হিসেবে সগৌরবে ধারন করেছি, তাকে সংরক্ষন করা। ...ভাবলাম, এগুলো কি এঁরা জানেন? নাকি এই সফেদ পায়জামা পাঞ্জাবী পরা একটি মানুষকে তাঁরা ডাকছেন অন্য কোন কারনে।

নাহ। অন্য কোন কারনই ছিলনা। ওঁরা আমাকে ডেকেছিলেন গার্মেন্টস কিংবা কল-কারখানাজনিত কারনে নয়। কারনটা এই জগতের সাথে সহসা সম্পৃক্ত হয়না বোধ হয়। সেহলো, কারখানা শ্রমিক আর তাঁদের তদারকি কর্মকর্তাদের সাহিত্য চর্চা এবং এমনই প্রতিভা স্ফুরণের এক চমৎকার মনমুগ্ধকর আয়োজনে। সেখানে ব্যাবিলনের অফিস কর্মী থেকে কর্মকর্তা আর শ্রমিক থেকে মালিকের অবাধ উপস্থিতি, মত বিনিময় এবং মেধা স্ফূরণের প্রতিযোগিতায় জয়ী সাহিত্যামোদী সদস্যদের পুরস্কৃত করাই ছিল উদ্দেশ্য। রুচিস্নিগ্ধ এক অনন্য প্রকাশনা 'ব্যাবিলন কথকতা' দেখলাম, পড়লাম। উপলব্ধি করলাম এ কারখানা কেবল শ্রমের বিনিময়ে শুধুমাত্র বিক্রয়পন্য উৎপাদনই করে না, করে মননের বিকাশ, প্রতিভার ঘটায় স্ফুরণ। আমোদিত হয়েছিলাম, অপরিমিত আনন্দে ও উৎফুল্ল হয়েছিলাম পোষাক কারখানায় এমন কান্ডকরাখানা দেখে। অভূতপূর্ব কর্তা ও কর্মী সমাবেশ। সুশৃংখল। সেখানে আমি ছিলাম আমন্ত্রিত। উপস্থিত সদস্যদের মুখোমুখি। কিন্তু মনে হচ্ছিল আমি যেন তাঁদেরই একজন। ঐ কারখানাতেই চলাফেরা করি। হাসি, কাঁদি, উল্লাস করি সকলে মিলে। মেসিনে হাত চালাই, সুইচটা অফ কোরে উচ্ছন্নে যাওয়া সূতোটাকে শাসন করি। সুন্দর সৃষ্টির জন্য আনন্দিত হই। পুলকিত প্রাণে সবাই মিলে জয়গান গাই। প্রবল প্রাণবন্যা তাইতো প্লাবিত করে কারখানা আর গোটা প্রাঙ্গনটাকে। হেসে উঠে ইস্পাত আর লোহায় গড়া যন্ত্রগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী ফসল ফলাতে পেরে। সম্প্রীতিতে সমৃদ্ধ কারখানা প্রাঙ্গনে উচ্ছলতার ঢেউ উঠে। সবাই নির্মল নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাণখোলা নিঃশ্বাস নেন।

দারিদ্র যেখানে সামনে এগুবার পথ আগলে দাঁড়ায়, সেখানে মেধা আর সুপ্ত প্রতিভা সবার অজান্তেই হয়তবা বাধা পেয়ে অদৃশ্যের কাছে মাথা কুটে মরে। কত সে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় প্রাণ নীরবেই ঝরে যায়, আমরা তার কতটা জানি কিংবা খবর রাখি? কিন্তু 'ব্যাবিলন' পন্য উৎপাদনে শত ব্যস্ত থাকলেও মনে হচ্ছে মেধা যেন উপেক্ষিত না থাকে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করেছে এবং সেলক্ষ্যে 'শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প' দাঁড় করিয়েছে 'দারিদ্র নয় মেধার জয়'। এই যে সহমর্মীতা আর সহযোগিতা সমাজের উপেক্ষিত তরুন প্রাণকে জ্ঞান আহরনে করছে উৎসাহিত। পাচ্ছে তারা সাহস। আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠছে ব্যাবিলনের খোলাচোখের উদারদৃষ্টিতে। ক'জনা করেছে এমন, কেইবা লাভের লোভ ত্যাগ করে মানুষকে মানুষের সম্মান দিয়েছে? মেধা আর প্রতিভাকে যথার্থ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাবিলন সে অনন্য

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তরুন-তরুনীদের মর্মে এমন এক সাহসী হবার প্রত্যয় সৃষ্টি কোরে, যা জাতিগঠনে গতিপথকে আরো স্বচ্ছন্দ করে দেবে।

আমি যখন বেশ ক'বছর আগে হেমায়েতপুর এলাকায় ব্যাবিলন উদ্যানে গিয়েছিলাম ওদের কীর্তি দেখতে, তখন ওদের বেশকটা কারখানা ইউনিট ঘুরে ঘুরে দেখে এলাম প্রধান সড়কের উপরে কারখানা ফটকের পাশেই একটি আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র। একটি ফ্যাক্টরীর কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সেবা দেয়ার উপযোগী হলেই ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষের কাজ বা দায়িত্ব শেষ হোয়ে যেত, কিন্তু দেখলাম, না, তার চেয়েও প্রয়োজনীয় করে সাজান হয়েছে ক্লিনিক। নারী শ্রমিকদের প্রয়োজনে প্রসূতিসেবা দেয়ার চমৎকার ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছেতো বটেই, এ ছাড়াও কর্মরত শ্রমজীবী মানুষগুলোর হঠাৎ কোন বিপদ-বিপন্নতাকে রুখে দিতে কিংবা প্রতিহত করতে অস্ত্রোপচারের সুব্যবস্থা রয়েছে। যখন প্রয়োজন তক্ষুনি স্বাস্থ্যসেবা দেবার এক চমৎকার আয়োজন, ছোট্ট হলেও অপরিহার্য কোন কিছুরই ঘাটতি নেই। শুনলাম, যা ছিল প্রয়োজনীয় শ্রমজীবীদের পাশাপাশি সেবার প্রয়োজনে, এবারে নাকি সেই বহরে যোগ হয়েছে আধুনিক আলট্রাসনোগ্রাম আর ইসিজি মেসিন। একটা 'চিকিৎসা সদন' যেখানে উপস্থিত, সেখানে মানুষেরও প্রত্যাশা গন্ডি ছাড়িয়ে যায়। তাই স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব নিয়ে 'চিকিৎসা সদন'টি ক্রমশঃ স্বয়ংসম্পূর্ন হয়ে উঠবে, এ কামনা আমার এবং ব্যাবিলনের প্রতি এ বিশ্বাস আমার আছে কারন বাস্তব ঘুরে দেখে আমি সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

'ব্যাবিলন কথকতার' সম্পাদকীয় পড়তে গিয়ে দেখলাম এক অনন্য সংবাদ। এই সাময়িকী ব্যাবিলনই প্রকাশ করে থাকে নিয়মিত। আবার এতে যারা লেখেন তাঁরা ব্যাবিলন পরিবারেরই একেকজন। বড় অনুষ্ঠান হয়, অতিথি কোন বরেন্যজন আসেন, তিনি পরামর্শ দেন আর কর্তৃপক্ষীয় পুরস্কার তুলে দেন। কিন্তু ২০১০ সালে এক অনন্য অনুকরনীয় কান্ড ঘটিয়েছে ব্যাবিলন। সে হলো, ওদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সেবার এসেছিলেন এদেশের মহান গুনী সাহিত্যিক-কবি নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক এবং তাঁর পরামর্শে লেখকদের একটি কর্মশিবির হয়েছিল। সৈয়দ হক লেখালেখির ধরনধারন, চরিত্র, অবয়ব, ভাষা, ছন্দ এ বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন। বড়ো ভালো লাগল, সূতো বুনন থেকে পরিচ্ছদ তৈরির কারখানার ভেতর এক অপরূপ সাহিত্যের ছোট্ট একটি কল বসিয়েছিল ব্যাবিলন, যার কারিগর ছিলেন হক ভাই। ব্যাবিলনকেতো অবশ্যই ধন্যবাদ কিন্তু হক ভাইকে অভিনন্দন তাঁর স্বতোপ্রণোদিত অভূতপূর্ব ইচ্ছাপ্রকাশে। এই কাজটি নিশ্চয়ই কারখানা চত্বরে কর্মরত মেহনতি মানুষের জ্ঞানচর্চার ব্যাপ্তি ঘটাবে এবং সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির সুমিত বন্ধনে জড়াবে সকলকে।

অনেকদিন আগের কথা, সে কারনে মনেও নেই বহুত কিছু। কিন্তু যেগুলো আজও ভাস্বর

আমার স্মৃতিপটে, তারই বয়ান এই লেখা। কিন্তু আরো কিছু রয়ে গেল না বলা, মনে নেই বলে লিখতে পারলাম না। অবশ্যই ব্যাবিলনের হেমায়েতপুর-মীরপুরের অঙ্গনগুলোতে ঘুরে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম ঔদার্য, মমত্ব এবং ন্যায়নীতির অনুসরন হয়তো এরা করে। অন্যান্য গার্মেন্ট কারখানায় তার পরিসর, পরিচালন ব্যবস্থা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বিষয়ে মাঝে মধ্যেই যে অরাজক পরিস্থিতি ঘটায়, ব্যাবিলনে হয়তো তা ঘটেনি। এমন বিপদ বিপন্নতাকে বোধহয় কাটিয়ে সুন্দরপথে রুচিসম্মত পরিবেশে ব্যাবিলন কাজ করে যাচ্ছে, এটা উল্লেখযোগ্য। এটাই ওদের সম্পদ।

ব্যাবিলনের নন্দিত শ্রমিক সম্প্রদায় আপনাদের জানাই রক্তিম অভিবাদন। ব্যাবিলন কথকতার লেখক-লেখিকাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। কর্তৃপক্ষীয় মহলকে জানাই সাধুবাদ। তবে সতর্ক করে দি, উৎপাদক শক্তিকে শ্রদ্ধা করছেন বলেই কিন্তু আপনারাও সুখমুখ দেখছেন। শ্রমশক্তিকে উপেক্ষা করবেন না, যা আপনারা করেন না; অবহেলায় উৎপাদন ব্যাহত হয়, মনে রাখবেন।

সকলকে আবারো শুভেচ্ছা।

বাস্তবতা

মোঃ আনোয়ার হোসাইন
কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড

জীবনে এমন কিছু ক্ষণ আছে
যা কখনো ভোলা যায় না,
এমন কিছু কথা আছে
যা কখনো বলা যায় না।

জীবনে এমন কিছু স্বপ্ন আছে
যা কোন দিন প্রকাশ হয় না,
এমন কিছু আশা আছে
যা কোন দিন পূর্ণ হয় না।

জীবনে এমন কিছু সুখ আছে
যা কোন দিন পাওয়া হয় না,
এমন কিছু দুঃখ আছে
যা কোন দিন দূর হয় না।

জীবনে এমন কিছু সাধ আছে
যা কোন দিন মেটানো যায় না
এমন কিছু স্মৃতি আছে
যা কোন দিন মোছা যায় না।

"সুন্দর চোখে দেখো পৃথিবী কত সুন্দর"
"সুন্দর মন দিয়ে অনুভব কর ব্যাবিলন কত সুন্দর"।

মা

মোঃ আব্দুল মমিন শেখ
সিনিয়র অপারেটর
ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড

মা হয় শুনেছি এই পৃথিবীতে
সব চেয়ে বড় আপন
সব কিছু ভাঙ্গলেও কখনো ভাঙ্গে না
সে শুধু মায়ের বাধন।

এমনই এক অভাগা আমি
পৃথিবীতে যে মা সব চেয়ে দামি
মা থেকেও সে মায়ের আদর আমি পাইনি
তবুও আমি মাকে বড় ভালবাসি।

ইচ্ছে হয় থাকতে মায়ের পাশা-পাশি
মায়ের মুখে দেখি ঐ মধুমাখা হাসি।

দরজির ঘুম

আরিফুল ইসলাম (আরিফ)
বাংলাদেশ ম্যানেজার
ডেভিড হাওয়ার্ড, ঢাকা অফিস
সাবেক কর্মকর্তা, ব্যাবিলন গ্রুপ

শোন ভাই শোন এক মজার খবর
শোন এক দরজির ঘুমের বহর
ঘুমাত সে দিনভর কাজ কাম ফেলে
পারিতনা তাকাইতে দুই চক্ষু মেলে।

আমাদের বাজারে তার ছোট্ট দোকান
শত শত বিড়ি তিনি সহজে ফুকান
প্রতিদিন সকালবেলা ঠিক দশটায়
হেঁটে হেঁটে দোকানেতে উপস্থিত হয়।

মেশিনটা ঘাড়ে করে বাজারেতে আসে
বিড়ি মুখে মাঝে মাঝে খুক খুক কাশে
দোকানটারে খুলে সে খাটের উপর বসে
বসার আগেই চোখে মুখে ঘুম চলে আসে।

শোন তার একদিন কি যে দশা হলো
বিড়ি ফুকিতে ফুকিতে ঘুমাইয়া গেল
ঘুমের ঘোরে বিড়ির আগুন ভেঙ্গে পড়ে যায়
আগুন পড়ল গিয়ে কাপড়ের গায়।

কে যেন জোরে এক চিৎকার দেয়
এই বার দরজির ঘুম ভেঙ্গে যায়
কেউ করে থাবা থাবি কেউ ঢালে পানি
পুড়ে ঠিকই গেল তার নতুন লুঙ্গি খানি।

আরও শোন একদিন কি যে দশা হলো
বাম হাতের আঙ্গুলে সূঁচ ফুটে গেল
সেলাই সে করছিল চোখে ঘুম নিয়ে
জ্ঞানহারা হয়ে গেল চিৎকার দিয়ে।

তাড়াতাড়ি লোকজন ছুটে ছুটে এল
ভাগ্য তার ভাল অতি ডাক্তার ছিল
ডাক্তার সূঁচ খোলে কেউ ঢালে পানি
কেউ খাওয়ায় গরম দুধ তাড়াতাড়ি আনি।

দরজিটা বেঁচে গেল সে বারের মত
ঘুম তার দূর হল চোখে ছিল যত
কাজ কাম করে ঠিক ঘুম নেই আর
সবাই চেনে জালাল দরজি নামটি তাহার।

ফিরে আসা

মোছাঃ সখিনা বেগম
কিউসি, জুনিয়র সুপারভাইজার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

ব্যাবিলনে বাজছে মাইক,
ছেলে মেয়েরা গাইছে গান।
ব্যাবিলনের ওয়ার্কারদের,
চলছে বিশেষ অনুষ্ঠান।

নাচে গানে আনন্দ আর,
সেরাদের দেই পুরস্কার।
অনুষ্ঠানের এটাই রীতি,
এটাই মোদের আবিস্কার।

তোমরা যারা লক্ষ্মী সোনা,
লটারীতে হও প্রথম।
অনেক জনে পাইনা কিছু,
মানতে হবে এই নিয়ম।

নতুন নিয়োগ নিচ্ছে যারা
তাদের জন্য শুভেচ্ছা।
ক'দিন বাদেই যাচ্ছে চলে
তাই বলে কাজ চলছে না?

অনেক জনই আসেন ফিরে
ব্যাবিলনের টানেতে
মন ভাল হয়, স্বস্তি ফেরে
ঘরে ফেরার আনন্দে।

হরতালের ঐ দিনে

মোঃ আরেফিন সাঈদ
নিটিং অপারেটর
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

ভ্যাপসা রোদেলা দুপুরেই
নিঃসাড়-নিস্তেজ হলো
আমাদের গাড়িটি।
চারিদিকে শুরু হলো
শহরের এমনি রুদ্ধ কোলাহল।
অথচ কিনা
একটু আগেই শান্ত ছিল
শহরের ঐ যানমুক্ত কালো রাজপথ
কিন্তু! পথের ঘুম ভাঙ্গলো যেন
কেমোন এক শোরগোলে!
সম্মুখে এগুচ্ছি আমি
শত সহস্র জনতার ভীড় ঠেলে।
বৃদ্ধ রিক্সা চালকটি
পড়ে আছে রিক্সার ধারে
দু'হাতে আঁকড়ে তার পুটলিটারে।
অদূরেই তার ছোট খুকির চোখ টলমলে
অশ্রুতে সিক্ত হচ্ছে চৈত্রের ধুলো।
একটি একটি করে চাউল
কুড়িয়ে তোলে সে ধুলো থেকে
যা কি না এভাবেই
পিষে যায়
কত উঁচু নীচু জুতোর তলায়!
অবশেষে আমি
হেঁটে হেঁটেই চলে এলাম
হরতালের ঐ দিনে।

কথা দাও

মোঃ আবু সুফিয়ান
নিটিং অপারেটর
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

পৃথিবীর সব সৌন্দর্য আমি এনে দেব
তোমার হাতের মুঠোয়
কথা দাও তুমি নেবে।

আকাশের লাজ রাঙ্গা আবির দিয়ে
তোমাকে সাজাব আপন হাতে
কথা দাও তুমি সাজবে।

দিগন্তের মায়াবী শশীর ন্যায়
স্নিগ্ধ মনোরম আলো আমি ছাড়িয়ে দেব
কথা দাও তুমি ছড়াতে দেবে।

হৃদয়ের সব উষ্ণতা দিয়ে ভালোবাসবো তোমাকে
নীরবে নিভৃতে একান্ত নিজের করে
কথা দাও তুমিও ভালবাসবে।

পৃথিবীর বুকে আসা উল্কাপিন্ডের ন্যায়
দূর বহু দূর হতে ছুটে আসব আমি তোমার বুকে
কথা দাও তুমি জড়িয়ে রাখবে।

আজ হতে এক হাজার বছর পরে হলেও
আমি তোমারই রব
কথা দাও তুমি আঁচল বিছিয়ে রাখবে।

যেখানেই থাকি আমি ছুটে আসব তোমার কাছে
তুমি আমায় গ্রহণ করবে
কথা দাও তুমি আমার কথা রাখবে।

সবার আমি

মোছাঃ জেসমিন আক্তার
সহকারী কাটার
জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিমিটেড

আমিতো আছি সবারি লাগি
সবার সুখে হাসি
সবার দুখে কান্না আমার
সবারেই ভালবাসি।

সবাই আমার আপন জনা
পৃথিবী বিদ্যালয়
দেয় যদি কেউ দুঃখ অঢেল
পাইনা তাহাতে ভয়।

সুখ দুখেরি জীবন আমার
কান্না ভেজা চোখ
এই জীবনে কিসের আবার
সুখ বিলাসী ভোগ।

তাইতো আজি ঠোঁট জোড়া মোর
সবার সুখে হাসে
সবার দুখে দুচোখ আমার
জলের মাঝে ভাসে।

আমি অধম ছোট্ট অতি
মনিব সবাই মোর
এরই মাঝে দিবা রাত্রি
হাসিয়া ওঠে ভোর।

Best Wishes and Heartiest

Congratulations on

Babylon Group's Silver Jubilee

Reach further — be innovative

AVITERA™ SE and ERIOPON® LT—A revolution in exhaust dyeing!

Save 50% or more water and energy and preserve the environment.

SwissColours Bangladesh Ltd.
Ahmed Tower (3rd Floor), House# 54/1
Road# 4/A (New), Dhanmondi R/A
Dhaka-1209, Tel: 8618428

HUNTSMAN
Enriching lives through innovation

BEST WISHES AND HEARTIEST
CONGRATULATIONS ON
Babylon Group's Silver Jubilee
We Care For
Colours Incompareable,
Like Nature
TeXco tech
House No. 311 (1st Floor), Road No. 21, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206, Bangladesh.
Tel : +88-02-8713590-2, 8859706, Fax : +88-02-8859707

HARRIS & MENUK
Textile Auxiliaries, Specialty Chemicals
Colourants and Enzymes
www.harrisandmenuk.com

Best Wishes and Heartiest
Congratulations on
Babylon Group's Silver Jubilee

FIBER OPTIC
BROADBAND
INTERNET SERVICE

BOL™
www.bol-online.com

- Dedicated Internet Access
- International Private Leased Circuit (IPLC)
- Nationwide Data Communication
- Video Conferencing Solution
- Web Development Services
- Network Security Solution
- IP Telephony

grow your business
through the power of
internet

BEXIMCO

Bangladesh Export Import Co. Ltd.
Bangladesh Online Division
Plot # 19, Road # 35, Gulshan, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 8815559, Ext. 170-173, E-mail : sales@bol-online.com

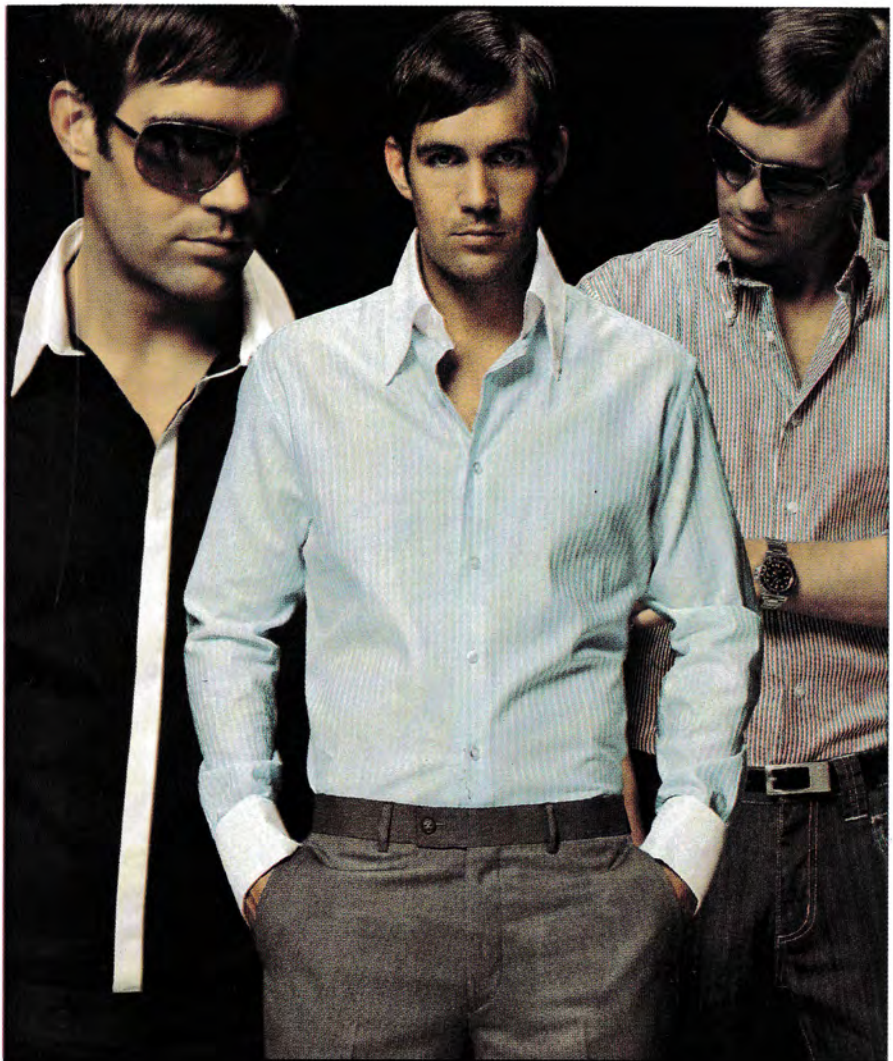

Wendler

www.wendler-interlining.com

Contact Deatails :
WENDLER BANGLADESG
Shanta Western Tower (Lavel-7)
186,Tejgaon Industrial Area,
Tejgaon,Dhaka 1208.
Mobile : 880 2 1713008125
e-mail : tawfiq@wendlerbd.com

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

শরীয়াহ্ ভিত্তিক বীমার জগতে এক অনন্য নাম

অগ্নি, নৌ, মোটর, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিবিধ বীমার
সর্বোত্তম সেবা প্রদানে সারা বাংলাদেশে রয়েছে

আমাদের **৩৮**টি শাখা।

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড
ISLAMI INSURANCE BANGLADESH LIMITED

ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

(সহযোগিতা ও কল্যাণের প্রতীক)

প্রধান কার্যালয়

বিআইডব্লিউটিএ ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৭০৮১৯, পিএবিএক্স: ৯৫৫৪৮১৯, ৯৫৭১৮৬৭, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬৭৬২৯
ওয়েব : www.islamiinsurance.com ই-মেইল: info@islamiinsurance.com

ZABER & ZUBAIR FABRICS LTD.

LARGEST VERTICALLY INTEGRATED ONE STOP TEXTILE & APPAREL SOLUTION

Spinning
400,000 Spindles.
We spin yarn from 6s to 100s

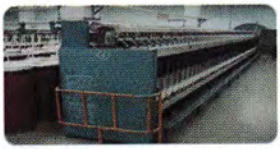

Weaving
We produce daily 550,000 meters fabrics per day.
(Plain & Design Fabrics for both Solid & Yarn Dye for tops & bottom)

Dyeing
We Produce Daily135000 meters
Will produce 300000 meters by 2012

Printing
We Produce Daily 180,000 meters
(Reactive & Pigment Print for tops & bottom)

Embroidery
9 color & 20 Head Facilities
We Produce daily 85000000 Stitches

Garments Unit
(Saad saan Apparels Ltd)
Total Lines - Tops - 5 Bottoms - 13

Marketing Office :
House # 39, Appt # A,
Road # 35/A, Gulshan - 2,
Dhaka - 1212,
Web: www.znzfashionfab.com

Contact:
Md. Ehsanul Haque (DGM Marketing).
Cell: 01713-017148
Phone: +88 02 8853555, 8816141, 8852906
Fax : 8853550

A Concern of Noman Group.

VTS

VARIETY TRIM SOURCE

Our Well Starting, learning, walking at present and future with Babylon Group. congratulation to Babylon Group on the occasion of Silver jubilee

Group

PRODUCT & SERVICE

GUM TAPE

ELASTIC

METALLIC THREAD

ELASTIC THREAD

CARE LABEL

TWILL TAPE

HANG TAG

OFFICE : House-06, Avenue-05, Block-C, Section-06, Mirpur, Dhaka-1221 Phone : 88-02-9006419 CELL : 01711-354788
Fax : 88-02-9006419, E-Mail : mona@vts-bd.com, alam_vts@yahoo.com, web: www. vts.com
Factory : House-3/C, Sugatnagar, Pallabi, Mirpur-12, Dhaka.

QUALITY IS OUR PRIORITY

শীত চাদরের রূপকথা

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআরডি

২০০৯-২০১০ সালের শীতকালটা কিছুদিনের জন্য ভয়ংকর তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। বেশ কয়েকটা দিন তো প্রায় পুরোটা সময় মোটা সোয়েটারে শরীর ঢুকিয়ে উলের মোজা আবৃত পা জোড়াকে কেডসের মধ্যে পুরে দিয়ে, মাথায় টুপির আবরণে আবদ্ধ হয়ে অফিস করতে হয়েছে। সমস্ত দিন ধরে সূর্য ওঠেনি। রাতে জোরালো হয়েছে প্রকোপ। বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে ঢাকার মতো অপরিকল্পিত বৃক্ষশূণ্য নগরীতে শীতের তীব্রতা এখন আর আগের মতো নেই। তবে শৈত্য প্রবাহ বলে কথা। চির বরফে আবৃত হিমালয় তাঁর শীতল সৌন্দর্য উত্তরের বাতাসে যদি কিছুটা ছড়িয়ে না দেয়, তা হলে তার মহত্ব থাকে কোথায়?

এমনই হিমকাতর রোমান্টিক দিনে হেড অফিসের একটা ই-মেইল নোটিশ পেলাম। উত্তরের মানুষদের উষ্ণতা বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে শীতবস্ত্র সংগ্রহের আহ্বান জানানো হয়েছে নোটিশে। আমার মধ্যে এক ধরণের সুখানুভূতি দোল খেলে গেল। দেরি না করে বাংলায় একটা নোটিশ লিখে ফ্যাক্টরিতে টানিয়ে দিলাম। পিএ সিস্টেমেও ঘোষণা করা হলো। শিরোনামটা ছিলো "বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ান! শীতার্ত মানুষ বাঁচান!" অনেকটা এই রকমের। গ্রুপের সিএসআর ফান্ড-এর আর্থিক সহযোগিতায় কেনা হবে সিংহভাগ শীতবস্ত্র এবং এর সাথে গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বতস্ফুর্ত বস্ত্রের যোগান যোগ করে নিয়ে যাওয়া হবে বিপন্ন মানুষের জন্যে।

আমরা যারা ঢাকার বাসিন্দা শীত তাদের কাছে যথেষ্ট রোমান্টিক হওয়ার যুৎসই কারণ থাকতে পারে। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের শীতকালটা ঐ জনপদের মানুষদের জীবনের উপর যে কতটা মৃত্যুশীতল বিপন্ন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে তা এর আগে অস্থিতে-মজ্জায় আমি টের পেয়েছি বেশ কয়েকবার। এইচআরডি পেশায় কাজ শুরুর আগে একটা কন্ট্রাক্টচুয়াল প্রজেক্টে বেশ কিছুদিন কাজ করেছি জয়পুরহাটে। রংপুরেও যেতে হতো মাঝে মধ্যে। এটা অবশ্য ২০০৩ সালের দিকে। পেটে ক্ষিধে আর শরীরে শীত নিয়ে নাকি ঘুমানো যায় না। আঁটোসাঁটো দালানের কক্ষে মোটা কম্বলের আচ্ছাদনের ভিতরেও যদি শীত তার শীতল কামড় বসায় আর তাতে যদি আপনার রাতের ঘুম হারাম হয়, তা হলে দ্বিতীয় প্রবাদটাকে সত্য বলে মানতে কারোরই কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। আমি তো বাস্তব স্বাক্ষী। মঙ্গাপীড়িত মানুষের জীর্ণ বেড়ার ফাঁক গলে, অপ্রতুল লেপ কাঁথার আচ্ছাদনে ঠান্ডা বাতাস যে কতটা অস্বস্তি আর জীবনের জন্য হুমকি বয়ে আনতে পারে অনুমান করাটা খুব কঠিন কিছু নয়।

ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর কার্যক্রমের বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্য আমাকে বিস্মিত করছে প্রতিনিয়ত। এই বৈচিত্রের ব্যতিক্রমী উপাদানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে এখানে যোগদানের আগেই। 'ব্যাবিলন কথকতা'র কথা বলছি। আমি ভীষণভাবে আন্দোলিত হই। একটা শিল্প উদ্যোগী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর পরম যত্নের সাথে বের করছে একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা আর তাতে চিরন্তন শিল্প স্বত্বার স্বাক্ষর রেখে চলেছে গ্রুপের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকেরা। অপূর্ব উদ্যোগ। আমি ব্যাবিলনে যোগদানের পূর্বেই ৩য় সংখ্যার একটা কপি পেয়েছিলাম কোন একটি মাধ্যমে। লেখালেখির অভ্যেস আমার কোন কালেই ছিল না। তবে লেখালেখির অপচেষ্টার একটা প্রবনতা ছিলো বরাবরই। এই অপচেষ্টার একটা সম্ভাব্য সুযোগের কথা ভেবে আমি দারুণভাবে শিহরিত হয়েছিলাম।

বলছিলাম শীত বস্ত্র বিতরণের কথা। ভালো নেতৃত্বের গুণগুলো খুব দ্রুত মানুষকে ছুঁয়ে যায়। ব্যাবিলনের এই মহতী উদ্যোগগুলোর সাথে তাঁর ১২০০০ মানুষের পরিবার যে স্বত:স্ফূর্তভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তার নিশ্চিত প্রমাণ পেলাম। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যে আহ্বান করা হয়েছিলো তার প্রাণোচ্ছল সাড়া দেখে অভিভূত হই। ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার এবং ব্যাবিলন প্রিন্টার্স থেকে বড় আকারের ১৫ কার্টন শীতবস্ত্র জমা পড়ে। সিংহভাগই নতুন কাপড়। স্বতঃপ্রণোদিত দানের টাকায় সেকশনভিত্তিক কেনা হয়েছে এগুলো। দানের একটা সেকশনাল প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করলাম। যা কিছু ভালো তার জন্য এই প্রতিযোগিতাটা সবক্ষেত্রে অব্যাহত থাকলে মঙ্গল অনিবার্য।

শীতবস্ত্র বিতরণের এই নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই এ সম্পর্কিত সমস্ত কাজগুলোতে আমার বেশ পুলক অনুভব হচ্ছিলো। উত্তরের শীতকাতর মানুষগুলো ব্যাবিলনের দেয়া এক টুকরো উষ্ণতা গায়ে জড়িয়ে মাথার সিঁথির মতো মেঠো পথ ধরে বাড়ী ফিরে যেতে যেতে ঘন কুয়াশার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের চোখে অনাবিল আনন্দ, হৃদয়ে অপার চমক। এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবার একটা প্রবল ইচ্ছা আমার ভিতরে দোল খেলে যাচ্ছিলো প্রথম থেকেই। যতই দিন যেতে থাকে ততই শীতবস্ত্রের কালেক্টর থেকে বস্ত্র বিতরণকারী দলের সদস্য হওয়ার বাসনাটা তীব্র হতে থাকে। 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে?' শামীম স্যার এই ত্রাণ বিতরণ দলের প্রধান সঞ্চালক। তাকে অবশ্য আমার ইচ্ছার কথাটা জানিয়ে রেখেছিলাম প্রথম দিকে। তালিকাভুক্ত কোন সদস্যের মধ্যে কোন কারণে কেউ অপারগ হলে আমার জন্য একটা বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি।

একদিন সকালে শামীম স্যার ফোন করলেন। বললেন, 'মাহমুদ আপনি তৈরি তো?' আমি বললাম - 'জি স্যার, কাপড়গুলো সব প্যাকেট হয়ে গেছে। বিকেলেই ওগুলো আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।' 'আরে সে তো অবশ্যই পাঠাবেন। আমি বলছিলাম আপনাকেও যেতে হবে আমাদের সাথে। দু'তিন দিনের মধ্যে কোন অডিট টডিট নেই তো? কাজ

টাজগুলো অন্য কাউকে বুঝিয়ে দেন।' ও পাশ থেকে যতি চিহ্নগুলো বাদ দিয়ে প্রায় এক বাক্যে বলে গেলেন শামীম স্যার। আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না। হঠাৎ আমার ঘরের চাবি ভেঙ্গে গিয়ে সমস্ত সত্তা প্রবল আনন্দে প্লাবিত হলো। আমার ইচ্ছেটা পূর্ণ হলো অন্য একজনের ইচ্ছা ভঙ্গের মধ্য দিয়ে। ত্রাণ বিতরণ দলের সদস্যদের মধ্যে একজন শক্তিশালী সদস্যের অনাহুত কিছু জরুরী কাজ এবং কাজের প্রতি তার দায়িত্বশীলতার কারণে। তার এই অবাঞ্চিত ইচ্ছা ভঙ্গের কারণটাকে ধন্যবাদ। না হলে আমার জায়গাটা হতো না এই সফরে। সুযোগ হতো না ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর কর্মসূচির প্রত্যক্ষ অংশীদার হবার।

আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম ২০ জানুয়ারি সকালে । চার সদস্যের এই যাত্রীদলের একজন আসাদুজ্জামান-আইটি অফিসার, একজন শাহ আলম স্যার-এইচআরডি ম্যানেজার, আরেকজন শামীম স্যার-পাবলিক রিলেশন্স ম্যানেজার, অন্যজন আমি নিজেই। আমাদের আরেকজন সদস্যের পরিচয় দেয়া হয়নি। ড্রাইভার আজিজ। গাড়ির সামনের সিটে বসে নিপুন গাড়ি চালনায় সুখ্যাতি আছে ওর। আজকের সকালটা অবশ্য রোদ ঝলমলে। শীতের এই সোনালী রোদ একটা মিষ্টি উষ্ণ অনুভূতির জন্ম দেয়। অব্যাহত শৈত্য প্রবাহের প্রভাবে গত কয়েকদিন আকাশ-প্রকৃতি কুয়াশায় ঢেকে ছিলো। আমাদের গাড়ি নবীনগর থেকে ডাইনে ঢোকার মুহূর্তে বাম দিকে থামে। সকালের নাশতাটা কারোরই করা হয়নি। নাশতাটা সেরে ফেলার সাথে সাথে শামীম স্যারকে দেখলাম এ ধরণের দীর্ঘ পথ যাত্রার খুব প্রয়োজনীয় রসদগুলো সংগ্রহ করে নিলেন। অতঃপর আমরা যাত্রা শুরু করলাম উত্তরের দিকে। নবীনগর থেকে কালিয়াকৈর পার হতে হতে শীতবস্ত্র বিতরণের পুরো পরিকল্পনাটার একটা সার সংক্ষেপ শামীম স্যার বলে গেলেন আমাদেরকে। ভাওয়াল আর মধুপুর গড়ের লাল মাটির সীমানাটা এতক্ষণে পার হয়ে টাঙ্গাইলের সমতলে প্রবেশ করেছি আমরা। অসংখ্য নদী আর নদীর পলল বিধৌত এ অঞ্চলটা বরাবরই বেশ উর্বর ছিলো কৃষি ফলনের জন্য। মানুষের অনাচারের খাড়ায় পড়ে নদীগুলো এখন মৃতপ্রায় হলেও তাঁর শারীরিক অবয়বের চিহ্নগুলো অতীত সমৃদ্ধিরই পরিচয় বহন করে। মহাসড়কের দুই দিকের দৃষ্টি সীমায় হলুদ আর সবুজের কম্পোজিশন। একটার পর একটা পটভূমি। তার বৈচিত্রে চোখ আর অন্তর জুড়ে প্রশান্তির ঢেউ খেলে যায়।

আমাদের এই দীর্ঘ যাত্রাটাকে খুবই অফিসিয়াল রূপ দেয়া যেতে পারে। সরকারি আমলা-কর্মকর্তাদের একটা সফরের মতো হতে পারে এটা। খুব গুরুগম্ভীর, খুব সাবধানী অফিসিয়াল-কুটনৈতিক হিসেব-নিকেশে ভরা। আমি অবশ্য শীতবস্ত্র বিতরণের সময়টাতে যথাযথ গাম্ভীর্য বজায় রেখে বাকি সময়টাতে বেশ মজা টজা করে সফরটাকে একই সাথে আনন্দদায়ক করার পক্ষপাত নিয়ে অপেক্ষা করছি যুৎসই একটা উপলক্ষ তৈরির জন্যে। একদিকে গুরুগম্ভীর শাহ আলম স্যার - বেশ কড়া এইচআরডি ম্যানেজার (যদিও ওনার প্রখর রসবোধের সাথে আমার পরিচিতি আছে), অন্য দিকে শামীম স্যার - এই প্রকল্পের

পুরো কার্যক্রম মাথায় নিয়ে আছেন। আর আসাদ সাহেবের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা না থাকায় এক ধরণের সংশয়ের মধ্যে দিয়ে সময় কাটছিলো। দুই পাশের গ্রামীণ পটভূমি দেখতে দেখতে অলক্ষ্যে স্বভাবসুলভ গুনগুনানী শুরু হলো আমার। "আলোর বুকে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি/আলোর খেলায় উঠলো মেতে মল্লিকা মালতি।" খুব নীচু স্বরের সংগীতের সুর সংক্রমিত হলো আসাদ সাহেবের কণ্ঠে। কি আশ্চর্য, মুহূর্তে শামীম স্যারও অর্কেস্ট্রায় শরীক হলেন। শাহ আলম স্যার নখের টোকা দিতে শুরু করলেন প্লাস্টিকের পানির বোতলে। আজিজের ঠোঁটে একটা মুচকি হাসির রেখা। স্বতস্ফূর্ত অর্কেস্ট্রার সুর ধীরে ধীরে যুথবদ্ধ হতে শুরু করলো। আর আমি নিশ্চিত হলাম এই যাত্রার অনাগত উচ্ছ্বাস আর স্বাভাবিকতার ব্যাপারে।

শাহ আলম স্যার কিছুক্ষণ পর পর যমুনা ব্রীজের খবর নিচ্ছিলেন। ব্রীজে পৌঁছতে আর কত সময় লাগবে? যমুনা ব্রীজটা এখনো দেখা হয়নি বলেই এতো ঔৎসুক্য শাহ আলম স্যারের। ততক্ষণে আমরা ব্রীজের খুব কাছে চলে এসেছি। আর মাত্র একটা বাক পেরুলেই ব্রীজের সীমানা শুরু। আসাদ সাহেব বললেন স্যার আপনি তৈরি হয়ে যান। চোখ খোলা রাখেন। শাহ আলম স্যার খানিকটা নড়ে চড়ে বসলেন। আমরা এখন ব্রীজের সীমানায়। টোল পরিশোধের জন্য গাড়িটা খানিকক্ষণ থেমে বিশাল সেতুর উপর দিয়ে চলতে শুরু করলো। নীচে যমুনা নদী। তাজমহলের পাশ দিয়েও প্রবাহিত হয়েছে এক যমুনা। সে যাগ্‌গে- শামীম স্যার বললেন-"আজিজ গাড়িটা একটু আস্তে চালান। শাহ আলম স্যারকে একটু ভালোভাবে দেখার সুযোগ. . . ."। শাহ আলম স্যার দু'চোখ ভরে নদীর বিশালতা আর সেতুর বিরাটত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। যদিও শীতের যমুনা বর্ষার ডাকাবুকো যমুনার মত নয় তবু তার চোখে মুখে বিস্ময়। আমরা তখন সেতুর অর্ধেকটা পার হয়েছি। হঠাৎ শামীম স্যার তার সামনে থাকা পত্রিকাটাকে গোল করে মাইক্রোফোনের আকৃতি বানিয়ে শাহ আলম স্যারের মুখের সামনে ধরলেন। "স্যার আপনি তো এই প্রথম যমুনা সেতুতে উঠলেন, তা স্যার আপনার সেতু দর্শনের অনুভূতিটা আমাদের ব্যাবিলনের দর্শকদেরকে যদি একটু বলতেন-------'। শাহ আলম স্যার একটু নড়ে চড়ে বসে, শার্টের কাফের প্রান্ত দুটোকে হালকা টান দিয়ে, গলাটাকে একটু কেশে নিয়ে বেশ গুরুগম্ভীর আওয়াজে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে আসাদ সাহেব তার ক্যামেরাটাকে স্যারের দিকে তাক করে ভিডিওগ্রাফী শুরু করেছেন। সাক্ষাৎকারটাকে একটু বহুজাতিক করার লক্ষ্যে আমি আমার দখলে থাকা ছুটির দিনের মিনি ম্যাগাজিনটাকে গোল করে পাকিয়ে শাহ আলম স্যারের মুখের সামনে ধরলাম- "স্যার, আপনি কি হার্ডিঞ্জ ব্রীজ দেখেছেন?" "না, তবে শুনেছি ওটা নাকি পুরোটাই লোহা দিয়ে তৈরি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম "স্যার আপনি বলেন তো - হার্ডিঞ্জ ব্রীজ বানাতে কয় মন নোয়া (লোহা) নাগছে (লাগছে)?" প্রচন্ড অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো সবাই। হাসির রেশ না থামতেই আসাদ সাহেব প্রশ্ন করলেন- "মাহমুদ ভাই আপনি কি জানেন- যমুনা ব্রীজ বানাতে কত কেজি সিমেন্ট লেগেছে?"

আবার হাসির রোল উঠলো। আমরা তখন যমুনা ব্রীজের শেষ প্রান্তে। আমি বহুবার এই ব্রীজের উপর দিয়ে যাতায়াত করেছি। প্রতিবারই এই নদী আর সেতুর বিশালতায় মুগ্ধ হই।

ব্রীজ পার হয়ে ৪৫ মিনিটের পথ পেরিয়ে দুপুরের খাবারের জন্য আমরা ফুড ভিলেজে গাড়ি থামালাম। ফুড ভিলেজের বাহ্যিক সৌন্দর্য আপনাকে খাবারের জন্য প্রলুব্ধ করবে এ কথা হলফ করে বলা যায়। তবে খাবারের পরে আপনি দারুণভাবে হতাশ হবেন। আমরা বার বার হতাশ হয়েও কি কারণে যেন এখানেই থামি বার বার।

লাঞ্চ শেষ করে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। উত্তরের চিরচেনা রুক্ষতার মধ্যেও বিস্তৃত আলু ক্ষেত আর মাঝে মধ্যে ব্যাপক ভুট্টা ক্ষেতের সতেজ সবুজ আমাদের চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিলো। বগুড়া শহর অতিক্রম করার কিছুক্ষণ পরেই যখন গাইবান্ধা সড়ক ধরে গাড়ি ছুটলো ঠিক তখনই সন্ধ্যা নামলো। দিনের বেলাতে শীতের তীব্রতা খুব বোঝা না গেলেও রাতের শুরুতেই তার আঁচ পাওয়া গেল। পলাশবাড়ী অতিক্রম করার পর আমি আমার জমকালো মাঙ্কি টুপি আর উলের দস্তানা জোড়া পরতে বাধ্য হলাম। শুক্লা তিথির পঞ্চমীর চাঁদ পুবের আকাশ ধরে আমাদের সাথে সাথে চলছে। আলোতে উদ্ভাসিত চারদিক। শীতকালের জ্যোৎস্নার একটা মোহনীয় রূপ আছে। কুয়াশার সাথে জোৎস্নার আলো আটকে থেকে একটা মায়াময় আলো-আঁধারির সৃষ্টি হয়। আমরা কুয়াশাচ্ছন্ন সেই রূপোলী জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। গাছপালাবেষ্টিত অধিকতর অন্ধকার বাড়িগুলো সরে সরে যাচ্ছে আমাদের চোখের উপর দিয়ে। আবার বিস্তারিত মাঠ। সরস আলাপচারিতা আর লাগাতার সংগীতের উত্তাপে গাড়ির ভিতরটাতে অনুভূতির উষ্ণতায় সতেজ। কখনো কোরাস, কখনো একক, কখনো দ্বৈত - লালন-নজরুল-রবীন্দ্র-দ্বিজেন, মাহমুদুন্নবী-সুবীর নন্দী-হেমন্ত-অনুপ থেকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস - বলতে গেলে কেউই বাদ পড়েনি আমাদের অপচেষ্টা থেকে।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে রংপুরে পৌঁছলাম। আসাদ সাহেবের শহরে পৌঁছবার বেশ আগে থেকেই তার মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ্য করছিলাম। স্মৃতির শহর বলে কথা। বার বার প্রচেষ্টা চলছিলো আমরা যাতে তার বাসায় ডিনারটা সেরে পঞ্চগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। শেষে ব্যর্থ হয়ে মেডিক্যাল মোড়ের বিখ্যাত মিষ্টি পরাটা আর চায়ের হোষ্ট হয়ে আপাত শান্ত হলেন আসাদ সাহেব। ইতিমধ্যে মিনিট বিশেকের মতো রংপুরে অবস্থান করেই আমরা বুঝতে পেরেছি - সখী শীত কারে কয়/সেকি কেবলি যাতনাময়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আসাদ সাহেবের স্মৃতির শহরের বর্ণনা শুনতে শুনতে আমরা এগিয়ে চলছি ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে। শামীম স্যারও বেশ সরব ভঙ্গিতে যোগ দিচ্ছিলেন আসাদ সাহেবের সাথে। রংপুর শহরের গলি-ঘুপচিগুলো তারও বেশ চেনা মনে হলো। বোঝা যাচ্ছিলো রাজনীতির কল্যাণে পুরো বাংলাদেশটাকেই এক অর্থে পকেটে পুরে বসে আছেন তিনি। রাস্তায় কুয়াশার জট গাঢ়

থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। কোথাও ফগ লাইটও খুব সুবিধা করতে পারছে না। প্রায় জন এবং যানশূন্য রাস্তায় আমরা ০৫ জন ব্যাবিলনের উষ্ণতা শীতার্ত মানুষের মধ্যে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রারত।

রাত নয়টার দিকে আমরা বীরগঞ্জ পৌছলাম। দিনাজপুরের শেষ উপজেলা বীরগঞ্জ। শামীম স্যার গাড়ি থামাতে বললেন। পরিচিত ভঙ্গিতে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন একটা মিষ্টির দোকানে। গুড়ের রসগোল্লা দিতে বললেন। তীব্র কৌতুহলে গোটা চারেক সাবাড় করলাম আমি। মনের আর চোখের তৃপ্তি তখনো মেটেনি। এই বীরগঞ্জের বুকের উপর দিয়ে ইতোপুর্বে বারকয়েক গমণাগমন করেছি। কুমিল্লার রসমালাই আর পোড়াবাড়ীর চমচমের মতো এই জনপদেও যে অমৃত মিষ্টান্নসুধা বর্তমান তা এর আগে জানা হয়নি। হে প্রচার বঞ্চিত বীরগঞ্জ, আজ থেকে তোমার মহিমা প্রচারের দায়িত্ব নিলাম। তোমাকে অতিক্রম করার সময় নিজেকে আর বঞ্চিত করবোনা কোনদিন, যতদিন তোমার গুড়ের রসগোল্লা জীবিত থাকবে ।

আমরা যখন ঠাকুরগাঁওয়ে পৌছাই তখন রাত প্রায় দশটা। শীতের প্রকোপে শহরটা প্রায় জনশূণ্য। দুই একটা দোকান খোলা থাকলেও ক্রেতা নেই বললেই চলে। শহর থেকে মিনিট দশেকের পথ পাড়ি দিয়ে টাঙ্গন সেতু পার হয়ে আমাদের গাড়ি গিয়ে থামলো একটা বাংলোর সামনে। অন্ধকারেও বাংলোর আধুনিকতা আর প্রাণময়তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। যাই হোক এই আধুনিক বাংলোর গ্যারেজে গাড়ি পার্ক করে আমরা আমাদের ব্যাগ বাক্স নিয়ে বাংলোর ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঠাকুরগাঁও এখন কুয়াশা আর শীতের নগরী। গাড়ি থেকে নেমে বাংলোতে ঢোকার সময়টাতেই শীত তার ক্ষমতা বুঝিয়ে দিয়েছে হাড়ে হাড়ে। আমরা যে বাংলোয় উঠেছি তা ইকো সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে ইএসডিও'র নিজস্ব বাংলো। পরে বুঝেছি উত্তরাঞ্চলের বড় মাপের আর বৈচিত্রপূর্ণ এনজিও সংস্থা ইএসডিও। বাংলো মূলতঃ ব্যবহৃত হয় দেশ-বিদেশ থেকে ইএসডিওতে বিভিন্ন কাজে আসা অতিথিদের রাত্রি যাপনের জন্য। এই বিশাল সংগঠনের যিনি কর্তাব্যক্তি তিনি শামীর স্যারের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু, রাজনৈতিক সহকর্মীও বটে। প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও উপকূলীয় এলাকা জুড়ে ইএসডিও'র ৫/৬ হাজার কর্মী সুনাম ও বীরত্বের সাথে তার বহুবিচিত্র কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পাঁচজনের জন্য তিনটি রুম দেয়া হলো। আমি আর আসাদ সাহেব যে রুমের মেট হলাম তার নাম সেনুয়া। শামীম স্যার এবং শাহ আলম স্যার বরাদ্দ পেলেন টাঙ্গন, আর আজিজ একাই পেলেন ডাহুক। কুলিক, নাগর, টাঙ্গন, সেনুয়া, কাঞ্চন, ডাহুক এবং শূক এই শ্রুতি সুন্দর নামগুলো এ অঞ্চলের নদীদের। নদীগুলোর নামেই নামকরণ করা হয়েছে রুমগুলোর। যা এক ধরণের কাব্যিক অনুভূতির জন্ম দেয়। নদীগুলোর নাম তার রূপের সৌন্দর্যের স্বাক্ষর বহন করে। এটা সম্ভবত শুধু বাংলাদেশেই নয়। সারা দুনিয়াতেই অসাধারণ সব নামের অধিকারী নদীগুলো।

দানিয়ুব, ভলগা, আমাজন, ইরাবতী, সতদ্রু, বিপাসা, সিন্ধু, রাইন, নীল, কর্ণফুলী. . . . নদীগুলো তাদের নামের মতোই সৌন্দর্য নিয়ে প্রবহমান। যাই হোক, সেনুয়ায় ব্যাগটা রেখে বাথরুমে ঢুকলাম। সাধু! সাধু! বাথরুমে গরম পানির ব্যবস্থা! সারাদিন পর শীতাতপ পানির পরশে একটু সতেজ হয়ে মাত্র টেলিভিশনের রিমোটটা হাতে নিয়েছি, এমন সময় ঠক্ ঠক শব্দে দরজা খুলতেই শামীম স্যার তাড়া করলেন- "এই চলেন চলেন নীচে গিয়ে একবার প্রস্তুতিটা দেখে আসি। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে একবারে রুমে এসে আরাম করবেন।" আমি আর আসাদ সাহেব একটুও দেরি না করে নীচে নেমে গেলাম।

বাংলোর নীচের বেশ বড় একটা রুমে সাজিয়ে রাখা আছে আমাদের পাঠানো শীতবস্ত্রের কার্টনগুলো। কাপড়ের ধরণ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হয়েছে এগুলোকে। ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার এবং ব্যাবিলন প্রিন্টার্স-এর কার্টনগুলো অক্ষত অবস্থায় দেখে বেশ ভালো লাগলো। বস্ত্রগুলোকে যারা রেশিও অনুযায়ী সর্টিং করছিলেন তারা সবাই ইএসডিওর কর্মী। তাদের সবার সাথে আমাদের পরিচয় হলো। শীতবস্ত্র দেয়া হবে পঞ্চগড়ের আটোয়ারী থানার দুটি ইউনিয়নে এবং ঠাকুরগাঁও সদরের শীতার্তদের জন্য। সেই অনুযায়ী আলাদা করা হচ্ছে কার্টনগুলোকে। কার্টনগুলো এলাকাভিত্তিক সাজানো শেষ হলে আমাদের ডাক পড়লো ডাইনিং হলে যাবার জন্য। বাংলো থেকে ডাইনিং হলের দূরত্ব ৫০ গজের মতো। ঠান্ডা বাতাসে এই সামান্য দূরত্ব পেরোনোটাও বেশ দুঃসহ মনে হলো। বাংলোর পারিবারিক ঘরানায় রান্না করা গরম খাবারগুলো অমৃতের স্বাদে গলাধ:করণ করে খুব দ্রুত বাংলোতে ফিরে আসলাম চারজন। আজিজের ভালো বিশ্রাম দরকার বলে শামীম স্যার আজিজকে আগেই খেয়ে ঘুমুতে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

রুমে ঢোকার আগে ইএসডিওর কর্মীদের সাথে মিনিট দশেকের একটা বৈঠক সেরে নিলাম আমরা। পরের দিনের কার্যক্রমের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। আলোচনা শেষে আমরা চারজন টাঙ্গনে মিলিত হলাম। আমরা যখন নিচে ছিলাম তখন রুমে চা-চিনি, ফ্লাস্কে গরম পানি দেয়া হয়েছে। গরম চায়ের সাথে মৃদু আড্ডা জমে উঠেছে। আড্ডাটা পূর্ণতা পেল শাহ আলম স্যারের একটা স্বত:স্ফুর্ত রবীন্দ্র সংগীতের সুরে। পানির বোতলে আলতো টোকায় বেশ হৃদম তুললেন আসাদ সাহেব। পানির বোতলের এই তালের শিল্পী কিন্তু রংপুর বেতারের এক সময়ের নিয়মিত বাদক। তার এই শিল্পীস্বত্বার পরিচয়টা আমাদের অজানাই ছিলো। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকেই আমাদের দায়িত্বগুলো ভাগ করে দেয়া হলো। বিতরণ কাজের সম্ভাব্য ঝক্কি ঝামেলা এবং সেগুলো এড়ানোর রণকৌশলগুলোও বাদ গেলো না আলোচনা থেকে। কথার ফাঁকেই ভিডিও ক্যামেরা এবং স্টিল ক্যামেরায় চার্জ দেয়ার কাজটা সেরে নিলেন আসাদ সাহেব। আড্ডার সমাপ্তি হলো ১টার দিকে। খুব ভোরে উঠতে হবে। আমি আর আসাদ সাহেব ফিরে গেলাম আমাদের সেনুয়ায়। শীতের তীব্রতা এখন প্রচন্ড। জিন্সের প্যান্ট, সোয়েটার আর কানটুপি এবং দুটো কম্বলে শরীর মাথা ঢেকে কোন

রকমে চোখ দু'টো বের করে টেলিভিশনের চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে আর ক্লান্ত স্বরে টুকিটাকি আলাপ করতে করতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙলো আসাদ সাহেবের ডাকে। দেরি না করে উঠে পড়লাম। দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেনুয়ার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ কক্ষ থেকে। আরো ঘন্টা খানেক আগেই প্রস্তুত আমাদের উপরওয়ালারা। আটোয়ারীর উদ্দেশ্যে শীতবস্ত্রের ট্রাক ছেড়ে দিয়ে তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন ডাইনিং হলে। গরম পরাটা, ডিমের অমলেট আর ফুলকপির ভাজির সাথে গরম চা - চরম নাশতা হলো। ইএসডিওর আতিথেয়তাকে আবারো ধন্যবাদ। নাশতা সেরে বাংলোয় প্রবেশ রাস্তার ধার ঘেসে কিছুটা সামনের দিকে এসে আজিজের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় কুয়াশার মশারী ভেদ করে বলিষ্ঠ পায়ে হেঁটে আসা একজন মানুষকে দেখে শামীম স্যার বলে উঠলেন- "তিনি আসছেন।" জামান ভাই, ইএসডিওর কর্ণধার। তার সম্ভাষণের ধরণটা এই তীব্র শীতের ভোরেও এক ধরণের উত্তাপ সৃষ্টি করলো। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তার অফিস কক্ষে। পরিচয় আলাপচারিতা শেষে আমাদের চার সদস্যকে ইএসডিওর একটা করে ডায়রি উপহার দিলেন। দুঃখ প্রকাশ করলেন ব্যস্ততার কারণে আমাদেরকে যথাযথ খোঁজ খবর নিতে না পারার জন্যে। তার হৃদয়ের উত্তাপ আরেকবার আমাদের অনুভূতিকে ছুঁয়ে গেল।

আজিজ ততক্ষণে গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত। আমরা চারজন এবং ইএসডিওর সমন্বয়ক ও দৈনিক প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধি মুজিব ভাই আটোয়ারীর পথে রওয়ানা হলাম। আটোয়ারী পঞ্চগড় জেলার একটি উপজেলা। প্রচন্ড কুয়াশা, বৃষ্টির মতো শিশির গাড়ির গতিবেগ কখনো পনেরো কখনো পাঁচ কিলোতে নামিয়ে আনছে। গাড়ির গ্লাসে শিশিরের আস্তরণ বাইরের জীবন প্রকৃতিকে রহস্যময় করে তুলছে। এই কুয়াশার রহস্যে রোমাঞ্চিত হতে হতে আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি ইএসডিও'র স্থানীয় কার্যালয়ে পৌছাই। আমাদের গাড়ি থামার সাথে সাথে ছয় সাত বছরের একটা মেয়ে এগিয়ে আসে। সে গাড়ি দেখতে এসেছে। গায়ে ছেড়া একটা কামিজ, মায়াময় মুখে শীতের বেদনা। আমরা যেখানে গায়ে পাঁচটা কাপড় জড়িয়ে, কানটুপিতে মাথা ঢেকে গাড়ির ভেতরে কুঁচকে আছি সেখানে এই মেয়েটি ছেড়া কামিজে, কনকনে বাতাসে একটা গাড়ি দেখে আনন্দ খুঁজছে। আমাদের গাড়িতে ১০টা খোলা চাদর ছিল। শামীম স্যার বললেন, বস্ত্র বিতরণ এখান থেকেই শুরু। আমরা শীত মেয়েটির গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দিই। শীত থেকে নিস্কৃতি মেলায় আর হঠাৎ পাওয়ায় মেয়েটির চোখে মুখে আনন্দ শিহরণ। সে আনন্দময় মুখ আমাদেরকে সুখ দেয়, না দুঃখ দেয় আমরা বুঝতে পারিনা। দেখি শামীম স্যারের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌছে যাই। আটোয়ারীর পানবাড়া উচ্চ

বিদ্যালয় মাঠে ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছে অসংখ্য শীতার্ত মানুষ। পাশের প্রাইমারি স্কুলের সামনে শিশুদের শারীরিক কসরত চলছে। শ' তিনেক শিশুর ৬০০ কোমল হাত একবার প্রসারিত হয়ে, একবার মুষ্টিবদ্ধ হয়ে 'তারা নেভে, তারা জ্বলে' প্রতীকি সৌন্দর্যের দৃশ্য তৈরি করছে। শামীম স্যারের পরামর্শে আসাদ সাহেব ক্যামেরাবন্দী করলেন এই তারার সৌন্দর্য। পরে শীতবস্ত্র বিতরণের উপর সংক্ষিপ্ত ভিডিও ডকুমেন্টারিতে এই দৃশ্যের ব্যবহার প্রামাণ্য চিত্রটিকে রিয়েলিটি প্রদান করেছে। পানবাড়া স্কুলের সামনে যে ছোট মঞ্চের মতো করা হয়েছে সেখানে ইতিমধ্যে উপস্থিত আটোয়ারী উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান। এলাকার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণও আসীন হয়েছেন। নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত পুলিশ ভাইদেরও বেশ তৎপর মনে হলো। আসাদ সাহেব ভিডিওগ্রাফী শুরু করে দিয়েছেন। আমি দু' একটা যুৎসই ছবি তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ইউএনও সাহেবের কাঠখোট্টা কূটনৈতিক বক্তব্য, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের সরল ও প্রাণোচ্ছল বক্তৃতা, ব্যাবিলন গ্রুপের সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর শামীম স্যারের সাবলিল উপস্থাপনা এবং শাহ আলম স্যারের ব্যাবিলন বন্দনা শেষে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধিত হলো। পানবাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে তখন অগণিত শীতার্ত মানুষ। সূর্যটা উকি ঝুঁকি দিতে দিতে সত্যিই পৃথিবীর মাটিতে খানিকটা আলো ফেলতে পেরেছে। স্কুলের দুরন্ত কিশোর কিশোরীরা বেশ হল্লা করে মাঠের পূর্ব দিকে গোল হয়ে বইপত্তর নিয়ে বসে পড়লো।

শীতের চাদর ভেদ করে সূর্যটা কোন রকমে চোখ তুলতে পারলেও শীতল বাতাস আর ঘন কুয়াশার কারণে এখনো চোঁখ মেলে ধরতে পারেনি। পানবাড়া স্কুলের আশে পাশের যে গ্রামগুলো তা এখনো কুয়াশায় ঢাকা। বিভিন্ন দিক থেকে তিন চারটি মেঠো পথ স্কুল মাঠের সংগে এসে মিশেছে। এই মেঠো পথ ধরে মানুষ আসছে। আঁধারের ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে জড়ো হচ্ছে স্কুল মাঠে। গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে ইএসডিওর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আর আমাদের নজরদারীতে সুশৃংখলভাবে বস্ত্র বিতরণ চলছে পানবাড়া স্কুল মাঠে। অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের শিশুও সারিবদ্ধভাবে গরম কাপড় সংগ্রহ করছে। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি দু'একটা ভালো ছবি নেয়ার। শীতকাতর অসহায় চোখ আমার কাম্য নয়। ব্যাবিলনের উষ্ণতায় উদ্ভাসিত চোখই আমার লক্ষ্য। শীতকাতর বিপন্ন মানুষগুলো ব্যাবিলনের দেয়া এক টুকরো উষ্ণতা গায়ে জড়িয়ে মাথার সিঁথির মতো মেঠো পথ ধরে বাড়ি ফিরে যেতে যেতে ঘন কুয়াশার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের চোখে অনাবিল আনন্দ, হৃদয়ে অপার চমক, এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবার জন্য যে সুপ্ত ইচ্ছা বাসা বেধেছিলো অন্তরে তা আজ চরম বাস্তবতা পেয়েছে। জয়তু ব্যাবিলন!

পানবাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বিতরণ শেষ বেলা তিনটার দিকে। ত্রাণ বিতরণের সফল সমাপ্তির ব্যাপারে আমার ভেতরে একটা জোরালো সংশয় কাজ করছিলো পূর্ব থেকেই। আমি যে সব

রিলিফ ওয়ার্কের অংশীদার হয়েছি ইতোপূর্বে তার কোনটাই বিপত্তিহীন ছিলো না। চট্টগ্রামের ২৯ শে এপ্রিলের ভয়াল ঘূর্ণিঝড় থেকে '৯৮-এর বন্যার সময় বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সবগুলো প্রয়াসে হয় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, অথবা স্থানীয় মাস্তানদের উৎপাত, নয়তো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল সামগ্রীর কারণে বিপন্ন মানুষের রোষানলে পড়ার মতো তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলোই এই সংশয়ের কারণ ছিলো। পানবাড়ার রিলিফ ওয়ার্ক অবশ্য ভীষণভাবে ব্যতিক্রম। আর এই ব্যতিক্রমটা মূলত: সম্ভব হয় ইএসডিওর সাংগঠনিক পরিব্যপ্তি, প্রভাব এবং ব্যাবিলন গ্রুপের উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবার প্রচেষ্টায়। এর জন্য অবশ্য একটা ভালো পরিকল্পনার প্রয়োগকেও অস্বীকার করা যায় না। আটোয়ারী থানার দুইটি ইউনিয়নের সত্যিকারের দুঃস্থ মানুষদের হাতে স্লিপ পৌঁছে দেয়া হয় আগের দিনই। আমরা যখন পানবাড়া স্কুলের মাঠে পৌঁছাই তখন রিলিফের জন্য অপেক্ষমান মানুষদের প্রত্যেকের হাতেই একটা করে স্লিপ দেখতে পেলাম।

আমরা ফিরে যাচ্ছি ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে। এই স্বল্প সময়টুকুতে স্কুল মাঠের অচেনা মানুষদের সাথে যতটুকু চেনা জানা হয়ে যায় বিদায়ের সময় তার একটা সূক্ষ্ম ঝংকার উঠে মনের মধ্যে। একজন বৃদ্ধার বেদনাক্লিষ্ট অসহায় চোখ বার বার ফিরে আসতে থাকে আমার চোখের পাতায়। মহাকালের খাড়ায় জীবনের প্রায় সবকিছু হারানো এই বৃদ্ধার করুণ আর্তি প্রথম নজরে আসে আসাদ সাহেবের। শীতবস্ত্রের জন্য অপেক্ষমান মানুষের ভিডিওগ্রাফীর সময় তার ক্যামেরা আটকে যায় এই বৃদ্ধার অসহায় চোখে। হাতে শীতবস্ত্রের স্লিপ নেই বলে লাইন থেকে বিতাড়িত এই বৃদ্ধ মহিলা এক প্রস্থ কাপড় শরীরে জড়িয়ে লাইনের বাইরে জুবুথুবু হয়ে বসে আছেন। তার নিষ্পলক চোখে জলের স্রোত। তার অস্ফুট স্বরের শ্রুতি উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তবে তার কম্পিত হাতের ঈশারায় যতটুকু বোঝা গেল তা হলো তার বেঁচে থাকার জন্য একটা কম্বল প্রয়োজন। আমরা তাকে একটা কম্বল দিতে পেরেছিলাম। পরে শুনেছি তালিকাভুক্ত দুটো ইউনিয়নের বাইরের অন্য একটা ইউনিয়ন থেকে মানুষের মুখে শুনে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন এই বৃদ্ধা। নিয়মের যাতাকলে তার ভাগ্যে স্লিপ জোটেনি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, জীবনের প্রয়োজনে নিয়ম ভাঙ্গার দরকার হয়, নিয়ম পালনের প্রয়োজন পড়ে না। আমি আসাদ সাহেবের চোখের কোনে জল দেখতে পেয়েছিলাম।

রেষ্ট হাউজে পৌঁছে ঘন্টা খানেকের একটা ছোট্ট বিশ্রাম শেষে আমরা আবার বেড়িয়ে পড়ি। বস্ত্র বিতরণের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এবারের লোকেশন ঠাকুরগাঁও সদর। উপজেলা পরিষদের অডিটরিয়ামে পৌঁছলে আমাদেরকে সযত্ন অভ্যর্থনা জানান নম্র চৌধুরী। সুলতানুল ফেরদৌস নম্র চৌধুরী সদর উপজেলার জনপ্রিয় চেয়ারম্যান। নম্র চৌধুরী সাবেক সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী রেজওয়ানুল হক চৌধুরীর (ইদু চৌধুরী) পুত্র। শামীম স্যারকে দেখলাম তুই তুকারি সম্বোধনে হাসি ঠাট্টা আর মৃদু

খুনশুটিতে মেতে উঠেছেন এই লোকটার সাথে। আমরা সবাই বেশ আশ্চর্য হলাম। পরে জানলাম নম্র চৌধুরীও শামীম স্যারের বহুকালের বন্ধু।

অডিটরিয়ামের বাইরে তখন দীর্ঘ লাইন। শীতকাতর অসহায় মানুষগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে শীতবস্ত্রের অপেক্ষায়। অসংখ্য মানুষের ভীড় ঠেলে আমরা অডিটরিয়ামের ভেতরে ঢুকলাম। অডিটরিয়ামের স্টেজের সামনে বেশ কয়েকটা টেবিল বসিয়ে ব্যাবিলনের শীতবস্ত্রগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নম্র চৌধুরীর উদ্বোধনের মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হলো। নম্র চৌধুরী, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আমরা চার ব্যাবিলনিয়ান ২ ভাগে ভাগ হয়ে শীতবস্ত্রগুলো তুলে দিচ্ছিলাম দুঃস্থদের হাতে। সোয়েটার এবং কম্বলগুলো হাতে পাওয়ার পর দুস্থ মানুষগুলোর চোখ আর মুখে এক ধরণের আনন্দ ফুটে উঠছিলো। একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। শীতবস্ত্র নিতে আসা প্রত্যেকটা মানুষই নম্র চৌধুরীর পরিচিত। এমন কি তাদের নাম পর্যন্ত। ক্ষ্যাপাটে এই চেয়ারম্যান প্রায় সকলকেই তুই তুকারি সম্বোধনে এক ধরণের আহলাদ মেশানো অধিকারের প্রমাণ দিচ্ছেন। কখনো কখনো পরিবারের কুশলাদি জেনে নিচ্ছেন। তৃণমূলের মানুষের সাথে এই চেয়ারম্যানের যোগাযোগটা যে ব্যতিক্রমী তা বোঝা গেল স্পষ্টভাবে। সাড়ে তিন ঘন্টার বিতরণ শেষে আমাদের এবারের কার্যক্রম শেষ হলো। নম্র চৌধুরীর অফিসে আতিথ্য গ্রহণ করে আমরা ফিরে এলাম বাংলোয়। গরম পানিতে জম্পেস একটা গোসল সেরে নিলাম। রাতের খাবার শেষে ছোট্ট একটা আড্ডা জমলো। সারাদিনের টুকটাক স্মৃতিচারণ হলো।

পরের দিন সকালের নাশতা সেরে আমরা রওনা হলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। ঢাকার পথে ঠাকুরগাঁওয়ের আরো একটি ইউনিয়নে বস্ত্র বিতরন শেষে ইএসডিওর কর্মীগণ আমাদের বিদায় দিলেন। তাঁদের ভালোবাসা আর আতিথেয়তার আবেশ আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম এই ভালোবাসার। কুয়াশার আস্তরণে জমাট বাধা প্রকৃতি। ইতিমধ্যে আমাদের মনের উপরেও তার সাময়িক প্রভাব বিস্তার ঘটেছে। শীতকাতর শত শত মানুষের মলিন মুখ একখন্ড উষ্ণতার পরশে উদ্ভাসিত হয়েছে তাদের মুখগুলো বার বার দৃশ্যমান হচ্ছিলো।

যাওয়ার পথে আসাদ সাহেবের আবেদন খারিজ করা গেলেও ফেরার সময় এই নাছোড় বান্দার আবদার অগ্রাহ্য করার কোন উপায় রইলো না আমাদের। আর আমরাও চাইছিলাম না আসাদ সাহেবকে তার মাতৃদর্শন থেকে বঞ্চিত করতে। জননী বলে কথা। জননীর কোন আলাদা রূপ নেই আরেকবার প্রমাণ হয়ে গেল। তাঁর হাতের পঞ্চব্যঞ্জন এবং মাতৃসুলভ পরিবেশনে আমাদের প্রাপ্তির ষোলআনা পূর্ণ হলো।

এবার সত্যিই ফেরার পালা। রংপুরের আকাশ তখনো রোদহীন। গত দুইদিনের নিশ্ছিদ্র

ব্যস্ততা আমাদের শরীরকে কিছুটা ক্লান্ত করলেও এক ধরণের আত্মতৃপ্তি আমাদের প্রায় সবাইকে অন্যরকম আনন্দ দিচ্ছে। গত দুই দিনের সতেজ স্মৃতিচারণ, বিক্ষিপ্ত আলোচনা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে করতে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি আমরা।

আটানব্বইয়ের বন্যার সময় সর্বশেষ ত্রাণ বিতরণে অংশ নিয়েছিলাম আমি। তার পর এই দীর্ঘ সময়ে এ ধরণের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি সাড়া দেয়ার সুযোগ ঘটেনি আর। ২০০৩ সাল থেকে শুধু চাকরিই করছি। ব্যাবিলনে এসে গতানুগতিক চাকরির বাইরেও কিছু চির আকাঙ্খিত কাজের সুযোগ ঘটে গেল আমার। প্রচলিত শিল্পধারণার বাইরে ব্যাবিলনের পঞ্চপান্ডব (পাঁচ পরিচালক) এক কথায় ব্যতিক্রম। উত্তরের শীতকাতর মানুষকে বস্ত্র দিতে পেরে আমার ভেতর-বাহিরে যে আনন্দের জোয়ার খেলে যাচ্ছে সেই আনন্দের উৎসভুমি কিন্তু আমাদের পরিচালক স্যারগণ। দিনে দিনে বিস্তারমান সিএসআর কর্মসূচিগুলোর সযত্ন লালনে স্যারদের যে দ্বিধাহীন আন্তরিকতা তাকে শ্রদ্ধা জানানোর একটা ছোট্ট সুযোগ আমি নিতেই পারি।

ঠিক সন্ধ্যার একটু আগে যমুনা ব্রীজে পৌছে গেছি আমরা। যমুনা ব্রীজের মাঝখানটাতে এসে দিনের শেষ সূর্য আর পশ্চিম তীরের গাঢ় বনানীর সৌন্দর্য দর্শনের উদ্দেশ্যে ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনের দিকে তাকালাম। বনের উপর দিয়ে গোধূলির লাল সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। আসাদ সাহেবের মোবাইলে সুমনের একটা গান বেজে উঠলো - সন্ধ্যে হবার একটু আগে/পশ্চিমে নয় পূবের দিকে/মুখ ফিরিয়ে ভাবছি আমি/কোন দেশে রাত হচ্ছে ফিকে ......।

Best Compliments for

Babylon Group

on their

Silver Jubliee

etasia®

Interlinings

ETASIA INTERLININGS LTD.

Dhaka Office:
House # 80 (3rd Floor), APT # A-3, Road # 7, Block # H, Banani
Dhaka, Bangladesh, Phone: 88-02-9870465, 88-02-9870485, Fax: 88-02-9870565

Chittagong Office:
K. H. Plaza (3rd Floor), Agrabad Access Road, (Opposite of Police Line)
Chittagong, Phone: 088-031-2513991, Fax: 088-031-2513992

Factory:
Plot # 50, Comilla Export Processing Zone, Comilla, Bangladesh
Phone: 088-081-62785, Fax: 088-081-62786

www.etasiainterlinings.com

My Early Days at Babylon

Mohammad Hasan
Deputy General Manager

On 15 June 1995 I had the opportunity of becoming a member of the winning team of Babylon. Having passed a written test I appeared for viva voce on the day before my joining. I did not get any hint whether I was selected or rejected but the board did ask for my telephone number. I certainly had no cell phone of my own in those days.

When I reached home at night spending my evening hours with friends at Shahbag, my niece told me that I was asked to join in Babylon the next day. I heard from her that someone had called home at 12:30 pm to give the news. The time of the call thrilled me as it was just after my departure from the interview room. It was very interesting and I smelt something pleasantly unusual about the company. They had made a sweet joke out of me. I enjoyed that brainteaser.

I did not know about Babylon. It was one of my favorite teachers, Professor Dr. Akhter Hossain of Dhaka University, who took me to them. In his classes Akhter Sir always encourages his students to take up a challenging profession to enjoy the life on honest earnings and to take part in nation building rather than going for traditional government services. Akhter Sir asked me to meet him at RDRS (a large NGO) office, Dhanmondi, where he had been working as a consultant. He told me if I wanted to join RDRS, I would get cent percent possibility of being posted outside of Dhaka but if I preferred an export import company then I would be permanently based in Dhaka. I responded for the later one that is to be a permanent citizen of Dhaka.

One day he took me to that export import company very near to RDRS office. There was no signboard in front of the gate. It was a duplex red bricked house named – Peacock, House # 77, Road 11A. Keeping me waiting at the reception Akhter Sir entered the Managing Directors' room. Soon after one gentleman came to me with some white sheets of papers and asked me to follow him. He seated me in a very small room and handed over a question paper, which was titled- Babylon Group and

dated - 27th Feb 95, Time -1 hour. There were 2 questions. Q1: Write an essay in English in minimum 200 words on " Importance of good communication system for economic development of our country". Q2: Write an essay in Bangla in minimum 200 words on " Importance of industrial fair in expansion of business & trade". Before getting the question paper I did not know even the name of the company. That was mid June but the question paper was dated 27th February. I asked the gentleman whether he had given me a wrong question paper or not. He introduced himself as a manager of the company and his name was Kamal Ahmed. He said, " Oh no! The question paper is OK. It's a long story and also a bitter experience for us. But you don't need to know all that now".

When the time was up, the manager came again and took away my answer scripts. Within a short while someone asked me to enter the Managing Director's room which was adjacent to the reception. I noticed the name plate at the top of the door which read- Golam Murshed. I found him alone in the room. Later I knew that Akhter Sir had left the office while I was answering the questions. Without asking me any questions the managing director himself started talking about Babylon and her different activities and asked me if I was ready to accept that challenging job as my career. As I nodded positively, he asked me some questions mostly on international business, development & developing world.

The early months of my career at Babylon did not go easy for me. I was assigned to the export department where only one person had been working. In the second month of my joining my only colleague in export department Mr. Mojumder got sick from jaundice and was advised to take bed-rest for more than two months. I was puzzled. But it was also an opportunity for me to learn a lot of things practically within a very short period of time. Later I was surprised to learn that Mr. Mojumder was paid in full by the company though he was not in the office for almost 2 months.

Before joining the job I had a routine to follow as any other student from the universities would do who had just passed. Late to leave the bed in the morning, very late breakfast, afternoon buzz with friends etc had

marked my days. From that life style I choose a career where I had to work for not less than 12 hours a day including most of the weekends.

Thanks God! I was not alone. We were total four of almost the same age and same year of passing from the university. Shabbir and I were from Dhaka University, Naim from JahangirNagar and Mahbub (Mahbub and I joined Babylon on the same day) from Chittagong University. We used to share most of our sorrows & happiness with each other to pass time together. We joked and asked the others about what was the colour of the sun as we hardly could leave office before the sun was set.

Once, I forgot to handover an export document to Mr. Mojumder to submit in the bank. I realized my mistake only after he had left the office. I informed our manager Kamal Sir of the mistake. I also informed him that Faruk, our office attendant, was going to that way to collect a Bill of Lading and if I could hand over the document to him. He thought for a while and then ordered me to go and do it myself. I thought that out of kindness he had allowed me to go out during the day so that I could see some sunlight on that day. I was little delighted. I went out and met some of my friends doing their jobs at Motijheel. Later when we four musketeers were having lunch together which was a practice, I told them about my good fortune. Mahbub raised his voice, "That was your punishment, not an opportunity you fool! The manager had punished you as you forgot to do your job properly." I felt like I was defeated. He again uttered, "Our manager, having an army background for himself is not an easy guy. So beware of him." A management student as I was had on that day my first practical lesson on how to punish someone in a not-so-usual way.

The inclusion of a fresh team of 6 university graduates in Babylon within a period of three months was the demand of time. The year 1995/96 was 'take off' time for Babylon Group.

Every one of us had to keep a keen eye on the computer since it was only one set for all the six new Babylonians. We had our sitting arrangements in the 1st floor but the computer was in the ground floor. Ahir Aalm (later on he worked for NTV as a producer and died by a road accident) used to keep the computer busy most of the time. Export

volume was going upwards rapidly in those days. Pressure was mounting on preparing export documents. We had to depend on a manual typewriter and only one typist Mr. Ruhul Amin. He was our only hope to prepare all the documents typing them in a single hand. So, typing errors in export documents were not very unusual.

We had a cap factory named Babtex Ltd. One day, the then Finance Director called me and placed an invoice of Babtex in front of me. I saw there was a typing error in a word of a sentence which read- "totam (it should be 'total') value USD Fifteen thousand and thirty five cents only." He asked for an explanation and informed me that owing to that mistake the payment was held by the buyer's bank. I remained silent and came back to my desk tensed. At that time I was a little bit easy with Emdad Sir, Neesar Sir and Abid Sir. I can't recall whether I saw Nannu Sir at that time or not. I shared the fact of the invoice with Abid Sir and Neesar Sir. They suggested me some ways and means to come round the problem. In the evening when Mojumder returned from bank after completing his regular duties, he showed me a bank telex message on that particular invoice. The Telex message showed that because of fund crisis at the buyer's end our payment was deferred. I made a copy of the telex and kept the original message on the table of FD Sir.

That time I was residing alone in a single room at Mohammadpur. One day Mahbub visited my room and was surprised to see that there was no TV in my room. He told me that Ahir had an extra colour TV set in his house. "The market price of the Royal brand TV is Tk. 20,000 but I can manage Ahir to give you at a subsidized price of Tk. 5000 only", Mahbub advertised. Next day we went to Ahir's residence in Uttara and returned to my small flat with a colour TV. I was excited all the way back from Uttara to Mohammadpur. No sooner had I entered my room than I connected the TV set with the power line and tried to switch it on. But the Royal brand TV never came into life. Honestly speaking, I was never able to watch that television. Finally, I gave it to my housekeeper.

It was our un-authorized but routine task to take tea from a roadside stall near our office building at 11:00 am. We choose the time as most of the days no directors were available in the office before 11 in the morning. They were in the factory first half of any working day.

One day as we had returned from our tea (which was more to refresh ourselves than having tea) and were passing by the reception, Shabuj the then receptionist told me that Salam Sir had called me and asked to call him back urgently. I heard that there was one more director in the factory to look after production but I never met him till that time. Sabuz connected the line and at the very first approach I got nervous and very poorly replied all of his questions.

Later I told Emdad Sir about this phone call when he came back from the factory. He listened to me attentively and advised me to ask for an appointment from Salam Sir so that I could go and meet him in person. As being advised I rang up Salam Sir again and asked for an appointment. He agreed and asked me to visit him the following day before noon at Lapin Dresses Ltd. (Lapin Dresses was one of Babylon's early shirt factories) on Milk Vita road at Mirpur 7.

Hearing the news of this appointment the members of my team specially Shabbir started educating me about how to face Salam Sir. Shabbir used to claim that he knew Salam Sir the most. Mahbub advised me not to leave office before talking to him. Naim was smiling to watch how Shabbir & Mahbub were coaching me. Mahfuz Bhai very calm & quiet and senior one, summoned me and gave me some advice also. Actually I was not sure what's going to happen tomorrow. Too many lessons made me somehow unsure and confused. Finally I went to visit him in the factory.

That was also my first visit to the production floor of any garment factory. Before meeting Salam Sir I visited all the sections from cutting to finishing and got a total idea of the processes there. Mr. Latif the then Finishing/Quality In-charge, guided me through the tour. I talked with him many times over phone but it was the first time I met him in person.

Finally I entered the director's room and saw some biscuits in a plate and a glass of water on the table. I greeted Salam Sir who was sitting on his chair. In reply he said "To save time I have arranged biscuits & water before asking you. I think you would have some, since it is arranged." Then he enquired impatiently "Tell me what do you want to say. I have so much work to do."

I saw people were marching into the room taking decisions from Salam Sir and going out. I managed to mumble some words out and admitted to him that he really was a very busy man. With a valiant step I requested Sir to allow an exclusive 10 minutes for me. He agreed and asked someone out side not to allow anyone into the room for some time.

I introduced myself and gave my educational background to him. It was a time when career in garment industry was not so attractive for the university graduates.

He did not have patience to listen to me any more. He cut me short and started talking himself without any break. I had requested for 10 minutes but we talked about 1.30 hours. Salam Sir was saying- he had spent years in abroad and he came back to Bangladesh with a handsome amount of money. He had many doors open for him to invest like in water transport, cold storage, grocery, trading, etc. But he chose this very sector not only for profit making but also for his commitments to social responsibilities. Bangladesh is a country with highest density of population in the world. Generating employment should have been the prime responsibility & most important task for anyone who had the opportunity. As a labour intensive industry ready-made garment factories could be one of the best examples for doing so.
"I am trying to fulfill that responsibility. I come to the factory early in the morning and leave it last of all. I work with the workers as one of them, as a supervisor, as a manager, as it is needed. I never pose myself before them as an owner."
I was listening to him intently as Salam Sir had continued. "Normal mode of conversation and low voice don't reach the average workers. So I speak loud to them. It is a habit I was not born with but now necessity has taught me to shout. This is now my way of speaking in the factory, at home, everywhere."
Then he added one other point to note, "I get angry and I forget. I can't recall today what I told you yesterday."

The session with Salam Sir ended and I left his room thanking him for his time. While I was returning to the office something kept on jingling in my mind "It's a responsibility towards the society." So it was not a

mere job that I was doing. I felt myself a part of the society to execute that noble responsibility. (To speak the truth, it was Salam Sir, whose advice motivated me to become a Babylonian.)

With all these experiences I passed my early days in Babylon. Then after the successful completion of my probation period, my service was confirmed in Babylon.

Now I'm a permanent Babylonian, a contented and proud Babylonian.

Best Wishes and Heartiest
Congratulations on
Babylon Group's Silver Jubilee

MAINETTI™
SHAPING FASHION

Mainetti (Bangladesh) Pvt. Ltd.
Plot # 129-131, D.E.P.Z., Savar, Dhaka, Bangladesh.
Tel: +880(2)7790026-7, +880(2)7790677-8, Fax: +880(2)7790020

উন্নত দেশ, দেশ, ও নীরব দেশপ্রেমিক

আনোয়ার হোসেন (পারভেজ)
সাবেক কর্মকর্তা, কোয়ালিটি কন্ট্রোল

জাপানের পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার একটি গ্রাম 'আকাউশি'। সুনামি ও ভূমিকম্পে যার মানচিত্রই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোজি হাগা সে গ্রামেরই একজন বাসিন্দা। সুনামি তাকে ও তার পরিবারকে গ্রামের আর সবার মতোই একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে পানি সরে যাওয়ার পরই হাগা ও তার প্রতিবেশীরা পরিস্কার পরিছন্নতা এবং পুনর্নির্মাণের কাজে লেগে গেছেন। তার মুখে কোন কষ্ট নেই, নেই সব হারিয়ে ফেলার দুঃখবোধ। উল্টো আছে প্রত্যয়। তার বক্তব্য গ্রামের সবাই মিলে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে খুব শিগগিরই নতুন জীবন শুরু করব আমরা। প্রকৃতির সঙ্গে জাপানের মানুষের নিরন্তর লড়াইয়ের প্রেরণা আসে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতির সঙ্গে বৈরিতা জাপানের মানুষকে নিয়ত আত্মবিশ্বাসী মানুষে পরিণত করেছে। নতুন সৃষ্টি, নতুন কাজের প্রেরণা প্রকৃতির কাছ থেকেই পায় জাপানিরা।

জাপানের বাণিজ্যিক টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ রেখে অবিরাম প্রচার করে যাচ্ছে দুর্যোগসংক্রান্ত খবর। ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি শীতল করার কাজে ১৮০ জন পুলিশ সদস্যের আত্মঘাতী স্কোয়াড কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজ করতে গিয়ে যখন তখন প্রাণ দিতে হবে তাঁদের। প্রাণের মায়া না করে কাজ করে যাচ্ছেন সেই বীররা। নিজের কথা না ভেবে দেশ ও জাতির কথা ভাবেন। দেশের ক্রান্তিকালে এ রকম মানুষজনই শেখান ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র। জাপানি জনগণ এ দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে, জাপান জাপানই। তাদের চারদিকে শুধুই জয় জয়কার। মানুষ কাজ করবে, ভালবাসবে, স্বপ্ন দেখবে। বিধ্বস্ত শহর গ্রাম জনপদ আবার হয়ে উঠবে ছবির মতো।

উন্নত দেশের এমপি, মন্ত্রী, উপদেষ্টারা একা একা রাস্তায় হাঁটেন, নিজে বাজার সওদা করেন, প্রোগ্রামে একাই যান। পুলিশি নিরাপত্তার অহেতুক জরুরত দেখা দেয়না। জনসাধারণের কাজ কর্ম ও সময়ের অপচয় করে বিশাল শোভাযাত্রা দেখা যায়না। তৈল মর্দনের প্রয়োজন হয় না। জনগণ, নেতা, পাতি নেতারা লিডারের দরবার হতে অবৈধভাবে ফায়দা হাসিলের চিন্তা করেনা। তাই বাংলাদেশের সমসাময়িক দেশ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ অনেকগুলি দেশ আজ উন্নতির শিখরে উন্নীত হতে পারলেও আমাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় উল্টোটি। আমরা খাদের কিনারা থেকে উঠার চেষ্টা করলে খাদ আমাদেরকে আরও নীচ দিকে টানে।

আজকের বাস্তবতা এই যে, পরম ক্ষমতাশালী মোবারক ও তার পুত্র এখন ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছেন। তিউনিসিয়ার তরুণ সবজি ফেরিওয়ালা তারেক এল-তাইয়্যিব মোহাম্মাদ বেন বুআজিজি তিউনিসের রাজপথের ঘুষ প্রত্যাশী পুলিশ আর মিউনিসিপ্যালিটির মহিলা কর্মীর অন্যায় আচরণ সহ্য না করতে পেরে প্রতিবাদে নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহনন করেন। আজ গোটা আরব বিশ্বে পরিবর্তনের দাবানল জ্বলছে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীব্যাপী এ এক মহাজাগরণ। দেশে দেশে আজ সবাই উন্নত জীবন চায়।

উন্নত জীবন যাপনের প্রত্যাশায় উন্নত দেশগুলোতে অবস্থানরত আমাদের আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধবরা দেশে আসেন ক্ষণিকের জন্য। এই ক'বছর পূর্বেও তারা সেখানে যেতেন ক্ষণিকের জন্য। শেকড় থাকত স্বদেশে। এখন শেকড় গাড়েন বিদেশে। স্বদেশ হয়ে যায় মেহমানখানা। সিংহভাগ প্রবাসীকেই দেশে বিনিয়োগ না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে গড়গড় করে এর কারণগুলো বলতে থাকেন। আর তাদের অন্তরের গভীর থেকে বের হয়ে আসতে থাকে ক্ষোভ হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস। স্বাধীনতার চার দশকে ব্যক্তি পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রভাবিত করেছে সমাজকে। সমাজের সব স্তরের মানুষ যেমন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, কৃষক, যুবক, নারী এবং দরিদ্র সবার মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তামুলক মনোভাব গড়ে উঠেছে। সরকারি ব্যবস্থার ত্রুটি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং সমাজের এলিট শ্রেণীরাও সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার এ উদ্যোক্তামুলক নতুন রূপ থেকে দূরে সরাতে পারেনি।

আমাদের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির পেছনে যে ক'টি মুল চালিকাশক্তি রয়েছে, তার মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প খাত সুপরিচিত। বাংলাদেশের রপ্তানিজাত পোশাক শিল্প বর্তমানে সবচেয়ে ভালোসময় অতিক্রম করছে। বাংলাদেশের প্রতি ক্রেতাদের এতই আগ্রহ যে, যদি দেশটি পারে তবে এখনই ৩০ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করতে পারে শুধু ইউরোপে। বিশ্বের বড়বড় ক্রেতাদের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশে।

সাম্প্রতিক সময়ে চীনে জীবনযাত্রা ও শ্রমব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বিদেশি অনেক ক্রেতা এখন বাংলাদেশমুখী। এ ছাড়া মিসর, লিবিয়া, লেবানন ও জর্ডানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় অস্থিরতার কারণে সেখানকার ক্রেতাদের একটি অংশের বাংলাদেশের দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আশা করা যায়, এ বছর পোশাক রপ্তানি আয় ১৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে। আর বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে আগামী তিন বছরের মধ্যে এ আয় বর্তমানের দ্বিগুণ করা সম্ভব হবে।

পোশাক শিল্প তথা বস্ত্র খাতে বাংলাদেশের বেকারের কর্মসংস্থান বাস্তবায়ন সম্ভব। বর্তমানে

এই খাতে সরাসরি প্রায় ৪০ লক্ষ লোক কর্মরত। আর পরোক্ষভাবে প্রায় ৪ কোটি লোক এ শিল্পের উপর নির্ভরশীল। এ রপ্তানি খাত পারে আগামী দু'এক বছরের মধ্যেই কমপক্ষে ২০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান করতে। আরবের মরুতে মিসকিন গাল খেয়ে অমানবিক পরিশ্রম করে ১০ হাজার টাকার কম বেতন পাওয়ার চেয়ে নিজ দেশে থেকে মেড-ইন বাংলাদেশ পণ্য উৎপাদন করে যদি একটু কম বেতনও পায় তবুও সুখে থাকবে শ্রমিকরা। এ খাতে বর্তমানে এ সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এটা কাজে লাগাতে পারলে গোটা বাংলাদেশের ভাগ্য বদলে যাবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বয়ম্ভরতা অর্জনে প্রয়োজন সরকার ও পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাদের সমন্বিত উদ্যোগ তথা সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

বর্তমানে যে কারখানায় ১০০ শ্রমিক দরকার, সেখানে শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে ৭৫ জন। বাকি ২৫ জন শ্রমিকের ঘাটতি। পোশাক শিল্পে শ্রমিক ঘাটতি সমস্যার সমাধান করতে সরকার ও পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাদের সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শ্রমিকদের জন্য সহায়ক সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। শ্রমিকদের রেশনিংয়ের আওতায় আনতে হবে। তাদের বসবাসের জন্য ডরমেটরির ব্যবস্থা করতে হবে। যে সম্ভাবনাময় নতুন বাজার পাওয়া গেছে, তা অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। শ্রমিকরাও বাঁচুক এবং শিল্পও বাঁচুক। বাংলাদেশের সামনে এখন বিপুল সম্ভাবনা। বলা যায়, সম্ভাবনা নিজেই হাজির হয়েছে বাংলাদেশের দুয়ারে। এখন এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে কিনা সেটিই বড় প্রশ্ন বাংলাদেশের জন্য।

'সাধারণ' মানুষরা হন নিকট-দৃষ্টিসম্পন্ন, 'অসাধারণ' মানুষরা হন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। প্রকৃতি সব মানুষকে একই আদলে এই ধরণীতে নিয়ে আসে। মানুষ তার নিজ পারিপার্শ্বিক বা অন্যান্য গুণ বা অ-গুণের কারণে অসাধারণ বা সাধারণ হন। অসাধারণ মানুষেরা সাধারণ মানুষের থেকে চিন্তা-চেতনা, বোধ-বুদ্ধি, মনন-মানসে কিছুটা ভিন্ন রকম হন এবং এই কারণেই তাঁরা অসাধারণ। পার্থক্য নিহিত থাকে 'দৃষ্টিভঙ্গি' বা 'দেখা'র গভীরতার ভেতর। অসাধারণ মানুষেরা সাধারণ মানুষের চেয়ে কয়েক ধাপ বা বেশকিছু ধাপ এগিয়ে চিন্তা করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষেরা করেন না বা করার স্পৃহা জাগে না। এরকম অসাধারণ মানুষদের একজন 'জনাব এমদাদুল ইসলাম'। যিনি বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের আদর্শ, নের্তৃত্বস্থানীয়, ও শ্রমিকবান্ধব সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'ব্যাবিলন গ্রুপ'-এর স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার ও সংগঠক।*

দশ সহস্রাধিক মানুষের জীবন যুদ্ধ স্বপ্ন ও সাধ পূরণের সহযোগিতায় ব্যপ্ত ব্যাবিলন গ্রুপের কর্ম পরিচালন দৃষ্টিভঙ্গি হল ন্যায়, সততা ও আন্তরিকতা। 'শ্রমিক বাঁচলে প্রতিষ্ঠান বাঁচবে'– এ বিশ্বাস থেকে শ্রমিকদের জন্য সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধার বাস্তব আয়োজনের মাধ্যমে ব্যাবিলন প্রমাণ করে শ্রমিকের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়ন। শ্রমিকদের কাজের মধ্যে তাঁদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা প্রথিত

হওয়ায় কাজের গুণগত মান হয় ভাল এবং তা ক্রেতাদের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ব্যাবিলনের প্রতি ক্রেতাদের আস্থা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাবিলনের কর্মপরিধি বেড়েই চলেছে। মানব ও দেশের উন্নয়নে ব্যাবিলনের এ সফল কর্মযজ্ঞের অধিনায়ক জনাব এমদাদুল ইসলাম। এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসার আমার প্রথম সুযোগ ঘটে আশির দশকের শেষের ভাগে ব্যাবিলনে কাজ শুরু দিয়ে। মানবের প্রতি তাঁর মমতা ও শিক্ষিত মানবশক্তি তৈরিতে তাঁর একনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা অতুলনীয়। এ নীরব দেশপ্রেমিক বিশ্বাস করেন আলোকিত মানুষরাই পারে দেশকে সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিতে। মানবশক্তি বিকাশে দলপ্রধানদের জন্য নিয়ত তিনি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছেন। নিজ হাতে শিখিয়েছেন সবাইকে কি করে সঠিক কাজটি করতে হয়। শ্রান্তিহীন তাঁর এ নিবিড় প্রচেষ্টা শুধু নিঃস্বার্থ আলো ছড়ানোর জন্যই। আমার বেড়ে উঠা, আমার জীবন তাঁকে অনুসরণ করেই। তিনিই আমার জীবনের আদর্শ। চিরকৃতজ্ঞ আমি তাঁর কাছে। তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা তিনি দীর্ঘজীবী হউন। সফল হোক তাঁর সুন্দর বাংলাদেশ দেখার স্বপ্ন। ব্যাবিলনের আরও উন্নয়ন সেই সাথে দেশের উন্নয়ন কামনা করছি।

*মন্তব্যটি লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং কিছুটা আবেগপ্রসূত যা কিনা আসল বাস্তব নয়।
-এস, এম, এমদাদুল ইসলাম, পরিচালক, ব্যাবিলন গ্রুপ।

হায়রে নিঠুর হরতাল

মুহাম্মদ সাইফুল হক
সিনিয়র ম্যানেজার, মার্চেন্ডাইজিং এ্যান্ড মার্কেটিং

পরিচালকবৃন্দের চারজনই রয়েছেন সৌদি আরবে হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে। অবশিষ্ট পরিচালক যাবেন মালয়েশিয়ায় দু'এক দিনের মধ্যেই। এরকম একটি সময়ে ডিজিএম সাহেব জানালেন সম্ভাব্য একটি ভিজিটের কথা যা কিনা বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। ঈদের ঠিক আগে আগে হওয়ায় প্রচন্ড কাজের চাপে এ বিষয়ে বাড়তি উৎসাহ দেখানোর সুযোগ ছিল না। ব্যস্ত রইলাম নানা ঝামেলার মাঝে। তারপরও জানলাম এর মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য দফায় দফায় বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারা ক্রমাগত মিটিং করে চলেছেন মাননীয় পরিচালক ও ডিজিএম সাহেবের সাথে। নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে আশ্বস্ত হওয়ায় কর্মকর্তারা বিদেশি অতিথির পরিদর্শন চূড়ান্ত করেছেন সেদিনই তথা ১২ নভেম্বর, ২০১০। জানতে পারলাম তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস এমিন এর্ডোগান ১৩ নভেম্বর দু'দিনের সফরে ঢাকায় আসবেন। ১৪ নভেম্বর মিসেস এর্ডোগান আড়ং হয়ে আসবেন ব্যাবিলন ভিজিটে।

১২ নভেম্বর গ্রুপের অবশিষ্ট পরিচালকও বিদেশে যাওয়ায় মালিকদের পক্ষ থেকে কেউই মাননীয় অতিথিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত থাকতে পারলেন না। কাজেই ডিজিএম সাহেবের উপর চাপটা বেশিই পড়ল। বেশ বুঝতে পারছিলাম তিনি গুরুত্বপূর্ণ এই ভিজিটটি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন রয়েছেন। দফায় দফায় মিটিং করে চলেছেন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে ভিজিটটি নির্বিঘ্ন ও সফল করার জন্য। ওদিকে সরকারি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে যোগাযোগ তো রয়েছেই। ১৩ ও ১৪ তারিখ ডিজিএম সাহেবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কেবল ভিজিট নিয়ে ভাবতে থাকলেন। ১৩ তারিখ সকাল থেকেই ১৪ তারিখের সমস্ত ঘটনা ভিজ্যুয়ালাইজ করে চলতে থাকলো মহড়া ও নানা রকমের প্রস্তুতি। দফায় দফায় চলতে থাকল হেড অফিস ও ফ্যাক্টরির কর্মকর্তাদের সাথে মিটিং ও ভিজিটকে সর্বাত্মক সফল করার নানা উদ্যোগ আলোচনা। ট্রেন্ডজ-এর পুরো টিমের দিনভর ব্যস্ততা চলতে থাকল ফুল সাজসজ্জা ও খাবারের আয়োজন করতে। সেই সাথে চলল নানা জনের বিভিন্ন পরামর্শ ও সেগুলোর উপর আলোচনা ইত্যাদি। ঈদের আগে প্রচুর শিপমেন্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টগুলোর টেনশন যেন আটকে গেল ভিজিটের আবর্তে। ফ্যাক্টরিতে কার্টনের গাদাগাদি অবস্থা দূরীভূত করা হল ডিরেক্টরস রুমগুলোকে কার্টনের গুদাম ঘর বানিয়ে। হোয়াইট ওয়াশ, পেইন্ট ইত্যাদি চলতে থাকল দেয়ালগুলোতে। সে এক বিশাল অবস্থা। নিজেকে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের একটি অংশ ভেবে বেশ গর্ববোধ হচ্ছিল। ১৩ তারিখ দুপুরে অনেকদিন আগে নির্ধারণ করা একটি মিটিং ছিল PVH-এর সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের সাথে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখে যখন ওনারা সন্তোষ ও

উচ্ছাস প্রকাশ করলেন, তখন পরদিন ইমপর্টেন্ট ভিজিট-এর কথা আর চেপে রাখতে পারলাম না। মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন চিফ অপারেটিং অফিসার, বয়স্ক অভিজাত ভদ্র মহিলা উচ্চ পর্যায়ের এই ভিজিট-এর কথা শুনে খুব খুশি ও অবাকও হলেন। এত সুখ্যাত একটি ফ্যাক্টরির সাথে কেন তাদের এখনও কাজ শুরু হয়নি তা তাদের কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলেন। ঘটল আরও কিছু সুখকর ঘটনা যাক সে বৃত্তান্ত।

ফেরার পথে মহাখালিতে পেলাম প্রচুর ট্রাফিক জ্যাম। গাড়িতে বসে রেডিওর খবরে শুনলাম বিরোধী দল আগামী দিন হরতাল ডেকেছে। ইস্যু বেগম খালেদা জিয়ার বাড়ি। মনটা ধক্ করে উঠল। আমাদের আগামী দিনের ভিজিট হবে তো? আবার ভাবলাম এটা তো সরকারি ভিজিট হবে নিশ্চয়।

অফিসে ফিরতে অনেক রাত হলো - ফিরেই গেলাম ডিজিএম সাহেবের রুমে। তখনও চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। জিজ্ঞেস করলাম, "শুনলাম বিরোধী দল হরতাল ডেকেছে, আমাদের অতিথি আসবেন তো?" ডিজিএম সাহেব বললেন, "কিছুক্ষণ আগেও এসএসএফ-এর এক কর্মকর্তার সাথে কথা হলো। তিনি বললেন, অতিথি পরিদর্শনে আসবেন।" আশ্বস্ত হলাম এবং স্ত্রীকে ফোন করে বললাম তিনি যেন আমার পোশাকগুলো রেডি রাখেন পরদিন পরে আসার জন্য। মহামান্য অতিথি আসবেন, যেনতেনভাবে তো আর আসতে পারি না।

পরদিন সকালবেলা বেরিয়েছি বেশ সুবেশে। কিন্তু হরতালের কারণে গাড়ি আসেনি। কাজেই রিকশাই একমাত্র ভরসা। ল্যাপটপটা সাথে নিয়েই চেপে বসলাম রিকশায়। অফিসে ঢোকার পথেই বুঝলাম আজকের দিনটা সত্যিই উপভোগ্য ও স্মরণীয়।

চারদিকে পুলিশ, র‍্যাব ও এসএসএফ-এর সদস্যরা গোটা এলাকাই যেন অতি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। গাড়ির পরিবর্তে রিকশায় আসার যে অভিমানটুকু হয়েছিল তা পুষিয়ে দিলো আমাদের নিরাপত্তা কর্মী। তবে তাদের দেয়া সম্মান সরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের এতটুকু প্রভাবিত করতে পারেনি। তারা যেভাবে সব কিছু পরীক্ষা করছিল তা দেখে আমার সিনিয়র সহকর্মীরা একটু খুনসুটি ও হাসাহাসি করলেও কেমন যেন গর্ব হচ্ছিলো, ভাল লাগছিল।

অফিসে ঢুকে আর কাজে মন বসছিল না। বারবার কেবল মনে হচ্ছিলো কখন আসবেন আজকের অতিথি। এসএসএফ ও নিরাপত্তা কর্মীরা কে কি করছে তার দিকেও কৌতুহলী দৃষ্টি থাকায় উপর নীচ করছিলাম এবং খুব ভালও লাগছিল। এর মধ্যে ডিজিএম সাহেব বললেন তিনি যা বলবেন তা একটু রিহার্সেল করে নিতে চান। আমরা সকলেই আগ্রহভরে তাতে শরীক হলাম। বুঝলাম তিনি প্রতিটি মুহূর্ত টেনশন ও উত্তেজনার আনন্দে কাটাচ্ছেন।

ভাল লাগল রিহার্সেলের পরেই এলেন বিজিএমইএ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত রুচিশীল ও ব্যক্তিত্বময় একজন ব্যবসায়ী জনাব ফারুক হাসান। তিনি আমাদের সকল প্রস্তুতি ঘুরে ফিরে দেখলেন। বুঝলাম তিনি খুশি হয়েছেন। হয়তোবা পরিচালকবৃন্দের অনুপস্থিতির কারণে যা ভেবে এসেছিলেন, প্রস্তুতি তার থেকে অনেক ভাল দেখে কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। কারণ এই ভিজিটটি কেবল ব্যাবিলনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তা বিজিএমইএ ও বাংলাদেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কাজ করেন প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক তাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের।

পোশাক শিল্পের অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশাল হলেও এর ভাবমূর্তিটা এখনও অতটা ভালো নয়। মিডিয়াগুলো এই শিল্পের পজিটিভ দিকগুলো এখনও তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি বলেই অনেকের ধারণা। শুনেছি এর মধ্যে টেলিভিশনের কয়েকটি চ্যানেলের সাংবাদিকরা এসে পড়েছেন অনুষ্ঠানের মিডিয়া কাভারেজ দিতে। ভাবছি আমাদের ছবি টবিও দেখা যাবে টেলিভিশনের লোভনীয় পর্দায়। এই ভাবতে ভাবতে ডিজিএম সাহেবের রুমে ঢুকলাম বিজিএমইএ-এর ভাইস প্রেসিডেন্টকে নিয়ে।

পরক্ষণেই একটু অপ্রস্তুত হয়েই যেন ঢুকলেন এসএসএফ-এর দুই জন মেজর। একটু ইতস্ততঃ করলেন, সমস্ত বিব্রতভাব নিয়ে শেষে বলেই ফেললেন, "স্যরি, ভিজিটটা ক্যানসেল হচ্ছে। আসলে হরতালের এই দিনে কোন কারণে যদি একটি ইটের কনাও অতিথির গাড়ির বহরে পড়ে তাহলে তো সেটা দেশের জন্য খুব অসম্মানজনক ও বিব্রতকর হবে। স্যরি আমি আমার ফোর্স নিয়ে চলে যাচ্ছি। আপনাদের ধন্যবাদ সমস্ত প্রস্তুতির জন্য।" আমি তাকিয়ে দেখলাম ডিজিএম সাহেবের দিকে, আমার মনে হলো তার দীর্ঘ ক্যারিয়ার-এ এর থেকে বিমর্ষ ও হতাশ আমি তাকে কখনও দেখিনি। মনে মনে আক্ষেপ করে বললাম-

হায়রে নিঠুর হর-তাল!
আর-কতকাল?
তুই মানুষের
মন ভাঙ্গবি।

বাংলাদেশে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও পথকলি চৈতীর সংসার

প্রদীপ কুমার দত্ত
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, ফ্যাক্টরি

শুক্কুর আলীর মা, সবাই শুক্কুইজ্যার মা ডাকে। এছাড়াও যে শুক্কুর আলীর মায়ের আরেকটা নাম আছে, সেটা তেমন কেউ জানেনা। এমনকি শুক্কুইজ্যার মা নিজেও জানেনা। নামটা তহুরা বানু। নাম নিয়ে তার কোন দুশ্চিন্তা নেই। আক্ষেপও নেই। বিগত জাতীয় নির্বাচনের সময় পাড়ার ছেলেরা এসে শিখিয়ে দিয়ে গেছে এটা তার নাম এবং এ নামে তাকে ভোট দিতে হবে। তার আইডি কার্ডে নাকি তার নিজের ছবিসহ এ নাম রয়েছে। নিজের নাম নিজেই মনে মনে বিড় বিড় করে আওড়ায়। আর মুখস্ত করে।

শুক্কুজ্যার মার বয়স ষাটোর্ধ। এর আগেও অনেকবার নানান কিছিমের ভোটে ভোট দিয়েছে। এমনও হয়েছে, বারে বারে ৭/৮টা ভোটও দিয়েছে। একটা ভোট দিয়েছে তো শুধু শাড়ী পরে তহুরা নামে। আরেকটা দিয়েছে বেওয়ার মা নামে বোরকা পরে। তারপরের ভোটটা দিয়েছে বেগুনি রং এর বোরকা পরে। নাম দিয়েছে সুফিয়া বেগম। পাড়ার ছেলেরা যে যেমন নাম বলে দিয়েছে, সেভাবেই শিখানো বুলির মতো নাম দিয়ে ভোট দিয়ে এসেছে। কথামতো নগদ টাকা ও শাড়ী পাওয়া গেছে। এবারের নির্বাচনেই এর ব্যতিক্রম। নিজ নামে ভোট দিতে হয়েছে এবং একটা মাত্র ভোট দিয়েছে। কেন্দ্রের নেতারা এসে কত বড় বড় কথা শুনিয়েছে। তাদেরকে ভোট দিলে এটা করবে, ওটা হবে। কোন কথারই কোন অর্থ সে বুঝেনা। সে বুঝে গা গতর খেটে কাজ করা। আর পেট পুরে সস্তা দামে চাল খাওয়া।

একবার তো মনে আছে নদীর পাড় ভেসে গেল। বাড়ি ঘরও তল হলো আর পেটের ক্ষুধার কি কষ্টটাই না করতে হলো। চালের দাম নাগালের বাইরে চলে গেলো। পেটে ক্ষুধার তাড়না। তখন শুক্কুইজ্যার আব্বার গায়ে তাকত ছিল। দিনমজুরী করে কোন রকম ৪টা মানুষের পেটে খাবার জোটাতে পারতো। চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় আধা পেটে দিন যেতে থাকল। তাই নেতাদের মুখে চালের দাম কমাবে শুনলেই ভারী ভালো লেগে যায়। আর ইচ্ছা হয় তাদেরকে ভোট দিয়ে দেই। কিন্তু এবার ভোট কেন্দ্রে গিয়ে এতো কথা মনে থাকে না। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে অচেনা একজন ছেলে যখন গত রাতে বলে গিয়েছিল ডেরায় এসে তখন হাতে দু'টো দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল 'চাচী আমি আপনার ছেলে শুক্কুরের মতো'। ভোটটা দশ জনে যেখানে দেয় সেখানেই এই মার্কাটায় দেবেন। সেও আর দশজনের মতো খুব আগ্রহ ভরে ভোট দিয়েছে। কিন্তু এর ফল কি হলো সে আর এত কিছু জানেনা। অভাবের তাড়নায় ঘর ছেড়েছে, এলাকা ছেড়েছে। শুক্কুজ্যার বাবার

সাথে শুক্কুজ্যার মার দেখা নাই অনেক দিন। একরকম ছাড়াছাড়ি এবং লাপাত্তা, অভাবের সংসারে শুক্কুর আলীই সম্বল; তার বয়স মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ। সেও মাকে দেখেনা। বাড়ীতে থাকেনা। এক সময় সেও নিরুদ্দেশ।

পাড়ায় একটা সমিতি ঘর আছে। সমিতি থেকে বার বার শুক্কুজ্যার মাকে ডাকে। গালমন্দ করে। শাসায় আর ধমক দেয়, তাকে শীঘ্রই গ্রাম ছাড়া করবে। আরও কতো রকমের আলতু ফালতু কথা। জীবনে বেঁচে থাকার প্রতি ঘৃণা ধরে যায়। শুক্কুইজ্যার বাবা সমিতি ঘর থেকে এক হাজার টাকা সুদে ধার নিয়েছিল। ঐ টাকা পরিশোধ করার জন্য শুক্কুইজ্যার মাকে ডেকে ধরে নিয়ে যায় পাড়ার ছেলেরা সমিতি ঘরে। তাকে লাঞ্ছনা করে আর তার স্বামীর ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দেয়।

এত লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে সে চলে আসে রাজধানী শহর ঢাকায়। সে শুনেছে তার স্বামী শুক্কুইজ্যার বাবা ঢাকায় থাকে। কেউ কেউ বলেছে শুক্কুরও ঢাকায় থাকে।

ঢাকায় সে রাস্তার রাস্তায় হাঁটে। কখনও কখনও কাওরান বাজারে এটা সেটা তরকারীর উচ্ছিষ্ট কুড়ায় এবং বিক্রি করে কোনো রকমে দিন কাটে। এর পাশাপাশি ছেলে শুক্কুর ও তার বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। কাউকেই খুঁজে পায় না। বাঁচার অবলম্বন খুঁজে। স্বপ্ন দেখে। তার মতো সমবয়সী আরও অনেকে স্বনির্ভর কর্মজীবী মহিলা বাঁচার সংগ্রামে একেকজন একেকটা কাজ বেছে নিয়েছে। কেউ পানি তোলে, কেউ মসলা পিশে। কেউ হোটেলে মাছ কুটে। কেউ ফুটপাতের ধারে ভাসমান হোটেল চালায়। আবার কেউ কেউ মৌসুমি পিঠা বানিয়ে বিক্রি করে।

রেল লাইনের ধারে কাওরান বাজারের পাশে বস্তিতে থাকে। ওর সাথে আরও একটা মেয়ে এসে জুটেছে। খালাম্মা বলে ডাকে। বয়স তের চৌদ্দ। উঠতি বয়স। ফাই ফরমাস করে। নিজের বলতে কেউ নেই। ক'দিন ধরে খালার সাথে সাথেই থাকে। "মোরে চৈতী বুলাও খালা। সংসারে মোর আপন কেউ নেই।" এদের মধ্যে পরস্পরের ভাব এবং সম্পর্ক হতে বেশী দিন লাগেনি। অবসরে চৈতী খালার মাথায় হাত বুলায়। পাকা চুল টেনে দেয়। উকুন বেছে দেয়। খালাও চৈতীর চুল আঁচড়ে দেয়। চুল বেঁধে দেয়। এখন দুজনের খাবার রান্নাও একসাথে হয়। এদের জীবন প্রবাহে খালা ও চৈতী পরস্পর সহায়ক এবং নির্ভরশীল। খালা চাল জোগাড় করে আনে। একজন তরকারী কুটে, আর একজন মশলা পিশে ও উনুনে ভাত তরকারী চাপিয়ে রান্না করে। উনুন জ্বালাতে জ্বালাতেই জ্বালানি শেষ হয়ে যায়। শুকনো কাগজ, খড়, কাঠের ফালি টুকরো জ্বালিয়ে রোজকার রান্না করতে হয়।

খরচের আলাদা কোন হিসাব রাখে না। কিন্তু এ সংগ্রামমুখর জীবনে চলার পথে একজন

আরেকজনকে শাসন বারন করে। কথায় কথায় বকাঝকা, গালাগালি করে। কোন কিছুর অভাব দেখা দিলেই এদের মধ্যে বাক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। একজন আরেকজনকে দায়ী করে। গুষ্ঠিশুদ্ধ গালিগালাজ করে। শুক্কুজ্যার মা হয়তো উনুনে আগুন চড়ালো। রান্নার জোগাড়ও এক রকম হলো। কিন্তু লবন নাই। তখনই হয়তো খালা চিৎকার শুরু করে - "কিরে চৈতী তোরে যে আমি প্রত্যি দিন কই একটু লবন ঘরে থাকতে থাকতে লবন জোগাড় করে আনবি। কই আজকে লবন নাই কেন? সারাদিন তুই করস্ কি। আমি যদি মরি তবে তোর শান্তি অইবো।" চৈতী হাসে, "হ তুমি ঠিকই কইছ। একটু লবনের লাইগা তোমার মরণের আউস হইছে। সহজে মরবা না, মরবা না। তোমার শুক্কুইজ্যা আইব। তুমি তারে বিয়া করাইবা। তোমার নাতি পুঁতি হইব। তারপরে মরবা।" কথা শুনে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে খালা। "রাখ তোর নাতি পুঁতি। দুর্ভাগার এতো সুখ কপালে সইবেনারে।" চৈতী সোনারগাঁ হোটেলের সামনে সার্ক ফোয়ারার মোড়ে ফুল বিক্রি করে। কাওরান বাজার থেকে কাঁচা তরকারী কুড়ায়। মশলা পিশে। খালা কাঁচা তরকারী বিক্রি করে হোটেল থেকে মশলা পিশার অর্ডার নেয় এবং ডেরায় এনে পিশে সরবরাহ করে। আর দু'জন এক সাথে হলে হাসি, মশকরা, বকাঝকা, মান অভিমান সবই চলে। এমনকি একজন আরেকজনকে শাপশাপান্ত করে ছাড়ে, যেন একজন আরেকজনের দুশমন।

কথার কোন শ্রী নেই, ভাষার কোন ব্যাকরণ নেই। উনুনের তরকারী জাল দিতে দিতে সেদিন খালা চিৎকার দিয়ে উঠে। "ওরে কই ছেরী। কই গেলি? কাগজও নাই। লাকড়িও শেষ। কিন্তু মোর তরকারী জাল দেওন শ্যাষ অয় নাই। আধ-কাঁচা, আধ-সিদ্ধ তরকারীই নামোন লাগবো।" একা একাই বক বক করতে থাকে খালা। চৈতী বলে, "খালা খিদা লাগছে। খাওন দ্যাও।" ক্রোধে ঝামটা মেরে খালা বলে উঠে, "ঐ তরকারী ফুটে নাই। আধ-সিদ্ধ খেয়ে রোগ বালাই বাধাবি?"

চৈতী বলে, "আমরা গরীব। আমাগো কোনো রোগ হয় না খালা। রোগ অইলে মইরা যাইতাম, সব শেষ অইয়া যাইতো। মরমুও না, যন্ত্রণার শেষও অইবো না।" ততক্ষণে উনুন থেকে শুধু ধোঁয়া ছড়াচ্ছে, আর খালার চোখ মুখ পানিতে ভেসে যাচ্ছে। অবস্থা বুঝে চৈতী রেল লাইনের পাশে শুটকী মাছের বাজারে দ্রুত একটা চক্কর দিয়ে কয়টা শুকনা কাগজ, ঠোঙ্গা এবং কাঠের চেলা কুড়িয়ে এনে দেয়। খালা এগুলো হাতে নিয়ে আবার চুল্লিতে পুরে দেয়। চুল্লি জ্বলে উঠে। তরকারী রান্না শেষ হয়। দুজনে একত্রে খায়। তবে খালা কম খেতে চায়। জোর করে চৈতী খালাকে খাওয়ায় আর বলে, "পেডডারে ঠিকমত খাওন না দিলে শরীলে কাজের জোর পাইবা কেমনে?"

"খালা হুনছ, তোমার পুলার কোনো খবর পাইলা?" "না"। "আচ্ছা একটা খবর হুনছনি, মোগো রাস্তার পাশে থাকতে দিবো না। ডেরা সব উডাইয়া দিব। বিশ্বকাপ কিরকেট খেলার

লাগি সরকার এই ব্যবস্থা লইছে।" খালা জিজ্ঞেস করে, "মোরা যারা রাস্তার পাশে থাহি, তাগো কোন ব্যবস্থা না কইরাই তাড়াইয়া দিব?"

চৈতী জানায় - "ঠিক তাই।" ক্লাবের ছেলেরাও কোন ব্যবস্থা করতে পারবেনা। ওরা এসে বলে গেছে, আজকে রাতের মধ্যেই ডেরা ছেড়ে দিতে হবে। টাকা পয়সা খরচ করেও কোন কাজ হবে না। যে পুলিশ মাঝে মাঝে থাকতে দেয় মাসোহারার বদলে, আবার মাঝে মাঝে উঠিয়ে দেয় অথবা অন্যত্র থাকার অস্থায়ী ব্যবস্থা করে দেয়, এবার তারাও কোন ব্যবস্থা করবে না। রাস্তা, হাট বাজার, ফেরী দোকান, বস্তি, ডেরা সব উচ্ছেদ হবে। ক্রিকেটের জন্য বিশ্বের অনেক বড় বড় মেহমান আসবে। দেশের অনেক মর্যাদার ব্যাপার। চৈতীদেরকে রাস্তার পাশে ডেরায় দেখলে অথবা রাস্তার পাশে শুতে দেখলে তাতে দেশের ভাবমূর্তির খুব অবমাননা হবে। সেজন্য আজ রাতের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে সবাইকে।

রেল লাইনের পাশে ডেরায় থাকে, সন্ধ্যায় খাওয়ার পর আর বাতি জ্বলে না। রাস্তার আলোতেই যতটুকু দেখা যায়, সেভাবেই দিন রাত চলে। চৈতীর ঘুম পায়, পাশে খালাও ঘুমিয়ে পড়ে।

চৈতী ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতে থাকে - সে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির গেইটে দাঁড়িয়ে আছে। সে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। সে শুনেছে গার্মেন্টসে চাকরি করতে হলে কমপক্ষে আঠারো বছর বয়স হতে হবে, ভোটার আইডি কার্ড লাগবে। এক দুই গণনা জানতে হবে। এতদিনে তার বয়স আঠারো বছর হয়ে গেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। ক্লাবের ছেলেরা আইডি কার্ড বানিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু নিজে উপস্থিত হয়ে ক্যামেরার সামনে বসে ছবি উঠিয়ে দিয়েছে, আর হাতের আঙ্গুলের টিপ লেগেছে। নাম দিয়েছে মোসাঃ চৈতী খাতুন। বাবার নাম, মার নাম, ঠিকানা ক্লাবের ছেলেরাই দিয়ে দিয়েছে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির গার্ড চৈতীকে জিজ্ঞেস করে, "তোমার আইডি কার্ড আনছো?" 'জ্বি'। "তোমার নাম কি, তোমার বাবার কি নাম? বাড়ি কই?" এতো প্রশ্নের উত্তর দিতে গলা জড়িয়ে যায় চৈতীর। জীবনে চলার পথে কত রকমের ছোট, বড়, ধনী, গরীব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, মূর্খ সব রকমের লোককেই সে দেখেছে এ ঢাকা শহরে ছোট বেলা থেকে। কিন্তু জীবনের প্রথম এ চাকরির ইন্টারভিউয়ে এসে তার গলা জড়িয়ে যায়। ভয়ে বুক কাঁপে, কোন কথা তার মুখ দিয়ে সরছে না। বাবার নাম কেউ কোনদিন শিখিয়ে দেয়নি। নিজে কখনও বাবার নামের প্রয়োজন বোধ করেনি। গার্ড চিৎকার করে বলে উঠে, "এই মেয়ে তোর আই ডি কার্ড কি ভূয়া? তোর চাকরি হবে না।" স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখে, দুই পুলিশ লাঠি দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে খালাকে এবং তাকে। চৈতী উঠে বসতেই সম্বিৎ ফিরে পায়। ঘোর কাটে। শুনতে পায় - পুলিশ বলছে 'তোরা এখানে ঘুমাতে পারবি না।

দূর হয়ে যা এখান থেকে।'

এদিকে শুক্কুজ্যার মা ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে, শুক্কুজ্যার গলার ডাক - "মা মা। আমি জানি তোমরা এখানে থাকো। আমি তোমাকে আর কোন কষ্টই করতে দেবো না মা। আমি বড় হয়েছি। রিকশা চালাই। আমি দেশের এবং বিদেশের বড় মেহমানদের আমার রিকশায় চড়িয়ে ষ্টেডিয়ামের মাঠে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছি। আমাদেরকে সারা দুনিয়ার লোক দেখেছে। আমাদেরকে টেলিভিশনে দেখিয়েছে, আমাদের আর কোন দুঃখ নেই মা। মা-"

শুক্কুজ্যার মা শুক্কুরের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেও ঘুম ভাঙ্গতেই দেখে, পুলিশ লাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে তার গায়ে আঘাত করছে আর বলছে, "তোরা এখান থেকে সরে পড়। এ বস্তি ছাড়তে হবে।"

শুক্কুজ্যার মা আর চৈতী রাতের আঁধারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারা জানেনা কখন রাতের আঁধার কাটবে, কখন প্রভাতে সূর্যের আলো ফুটে উঠবে। জীবনের আঁধার দূরীভূত হয়ে একটা স্বপ্নময় সুখের আবাস গড়বে। মনে মনে ভাবে, আজ যদি শুক্কুজ্যাটা আমার কাছে থাকতো, আর চৈতীকে ওর হাতে তুলে দিতে পারতাম, তাহলে জীবনে আর কিছু চাওয়ার ছিলো না। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো শুক্কুজ্যার মা। "কইগো শুক্কুজ্যার বাপ তুমি আমাকে একলা ফালাইয়া কই গেলা।" রাজপথ ধরে অচেনা ঠিকানায় হাঁটতে থাকে ওরা। আর দেখে বাংলাদেশে ক্রিকেটের বিশ্বকাপের মহিমায় রাজপথের রাস্তায় রাস্তায় এক স্বপ্নময় আলো আর চাকচিক্যময় জগৎ যার বদৌলতে হারিয়ে যাচ্ছে শুক্কুজ্যার মা আর চৈতীরা।

নীল স্বপ্নের ভুবন

সুলতানা খাতুন
পলি প্যাকার
ব্যাবিলন আউটফিট লিমিটেড

স্বপ্নের আকাশ নীল আমার,
জীবনের আকাশ কালো।
মেঘে ঢাকা জীবনের আকাশ,
চায় সোনালী আলো।

চোখেতে আমার স্বপ্ন রঙিন,
মনেতে আশার জোয়ার।
খুলবে কবে জীবনে আমার,
ছোট্ট সুখের দুয়ার।

জ্যোৎস্না ভেজা স্বপ্ন আমার,
চোখ দুটিতে ব্যাবিলন শুধু আঁকা।
পাবো কবে জীবনে আমি,
সাফল্যেরই দেখা।

কিন্তু নীল স্বপ্ন নীলই হয়ে রয়,
নির্মম এই জীবনে।
তবু আজো হারিয়ে যাই,
নীল স্বপ্নের ভুবনে।

কত কিছু প্রিয়

সঞ্জয় পাল
কিউসিআই
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

বাবার প্রিয় অফিস করা,
মায়ের প্রিয় রান্না।
আপুর প্রিয় নাচানাচি,
আমার প্রিয় কান্না।

দাদার প্রিয় গল্প বলা
দাদির প্রিয় পান,
দাদা দাদির গল্প শোনে
দাদি দাদার গান।

স্যারের প্রিয় বড় বড়
অঙ্ক নিয়ে বসা,
আমি শুধু দু'হাত দিয়ে
মারতে থাকি মশা।

অজানা ব্যাথা

মোঃ মোক্তারুল হক
এ্যাসোর্টম্যান
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড-২

আকাশ ঝরে নীল সাগরে
সবাই খোঁজে মিল
কেউকি জানে কোন বেদনায়
আকাশ এত নীল?

নিঝুম রাতে বকুল ঝরে
সবাই মালা গাঁথে
কেউকি জানে কোন বেদনায়
ফুল ঝরে যায় রাতে?

চাঁদ ঢেকে যায় মেঘের ভীড়ে
স্বপ্ন দিশেহারা
কেউকি জানে কোন বেদনায়
বজ্র বধে তারা?
কেউ জানেনা কেউ জানেনা।

স্বাধীন দেশ

মোঃ নুরে আলম সিদ্দিকী
সিনিয়র সুপারভাইজার
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

স্বাধীন দেশে বাস করে আজ চক্ষু তবু অন্ধ
উচিত কথা বললে তখন পত্রিকা হয় বন্ধ।

সত্যিকারের স্বাধীনতা আজও মোরা পাইনি
রক্ত দিয়ে এমন তরো স্বাধীনতা চাইনি।

দুর্নীতিতে শীর্ষে থেকে কিসের এত গর্ব
লোভে-লাভে-মিথ্যা-ঠগে হারিয়েছিতো সর্ব।

দখল দখল চলছে খেলা দখল মাঠের জমি,
চলছে দখল দেশটা জুড়ে পাহাড় বনভূমি।

সত্যিকারের স্বাধীনতা আজও মোরা পাইনি
রক্ত দিয়ে এমন তরো স্বাধীনতা চাইনি।

এমন তরো স্বাধীনতা দিচ্ছে সকল সরকার
স্বাধীনতার জন্য আবার যুদ্ধ করা দরকার।

সুনীল অদিতি

মোঃ জোবাইদুল ইসলাম
জুনিয়র অফিসার, ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড

প্রমিতা-
বুকের হৃদ-পৃথিবীতে যে সুর বাজে
সে তো তুমি। তোমার জন্য যে সুর, তাতো-পৃথিবীর।
প্রত্যেকের মনে ঠিক যেন একটা বসতের চিহ্ন।
তোমাকে কি বলবো, কি নামে ডাকবো? বসতের বসন্ত মনে-?

তুমি-লিওনার্দো-দ্যা-ভিঞ্চির মোনালিসা,
নাকি জীবানন্দের সুরঞ্জনা কিংবা বনলতা।
চোখের দিবা দৃষ্টিতে-বলাকারা উড়ে যায়-
তুমি যেন ঠিক স্বপ্ন এবং সত্যি।

কখনো তুমি নজরুলের নার্গিস কিংবা অনামিকা।
রবির ক্যামেলিয়া কবিতার কমলা নামের মেয়েটিও হতে পারতে।
তোমাকে যখন দেখিনা-
নিঃসঙ্গতার প্রতিটি মুহূর্ত ঘাড়ে চেপে বসে।

তোমাকে যেদিন খুব বেশি কাছে পেলাম-
তোমার মুখের আঙিনায় ক'টা তিল।
তোমার এক একটি তিলক্ কে-
আমিও জনৈক প্রাচ্যের কবির মতো, এক-একটা
ভূ-খন্ড মনে করেছি।

তোমার চুলগুলোর গন্ধ-এখনো আমার নাকে-বুকে।
আমি ঠিক দেখেছি, তোমার চুলগুলো এলোমেলো-
ঠিক যেন হাওয়ায় মিতালি করছে-
মনে হচ্ছে, ঠিক যেন 'গিফট অব দি মেজাই' গল্পের সেই নায়িকা।

তোমায় ভালবাসি-রঙধনুর সাত রঙে তুমি যেন-
গীতাঞ্জলির সমস্ত সুর; জনডানের প্রতিটি প্রেমের পংক্তি।

বুকের হৃদপিন্ডে চারপাশে বাঁধা তাজমহলের প্রতিচ্ছবি।

প্রমিতা-পৃথিবীর সমস্ত ভাললাগার বীজ রোপন তোমার জন্য।
তোমায় ভালবাসি- খুব বেশি ভালবাসি-
তোমাকে ভালবাসার জন্য-
ভেরোনায়- এই দ্যাখ আমি-
এই আমি রোমিও ও জুলিয়েট এর প্রকৃতির মাঝে-
প্রতিকৃতির পাশে দাঁড়িয়ে আছি-
এই আমি- তোমাকে ভালবাসার জন্য-
অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রার সমাধিতে বসে আছি-।

তোমায় ভালবাসি-
তোমাকে ভালবাসার জন্য- হেলেনের বিদ্ধস্ত ট্রয় নগরীর
পাশে বিদ্ধস্ত চিত্র আমি।
তবুও তোমার চোখ দুটো-, ঠিক যেন বিজয়ের ছবি।

এই আমি নদীর মতো, কখনো ভাঙ্গি কখনো গড়ি- এই আমি সমুদ্র।
তুমি প্রেম-, তুমি অদিতি-; আমার আঁকা ছবি।
মনে-মনে তোমাকে কত নামেই না ডাকি।
পৃথিবীর সমস্ত ভালবাসার আয়নায়, তোমার মুখ দেখি।

রোদন

তাজিমুল ইসলাম
জুনিয়র সুপারভাইজার
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড

সারাটি জীবন ধরে
ভুলের পাহাড় গড়ে
হয়েছি অধীর।

এখন গোধুলি বেলা
কাল নিশি করে খেলা
সেজেছি বধির।।

উষার উদয় কালে
কত সাধ ছিল ভালে
ছিল কত আশা।

ভোরের শিশির সম
শুকালো বাসনা মম
ভেঙ্গে গেল বাসা।

আগুনে দিয়েছি হাত
পুড়িতেছি দিনরাত
দিতেছি মাসুল
কত কাল চলে যাবে
প্রতিকার নাহি হবে
ভুল সবি ভুল।

নাহি আর কোন আশ
আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস
জীবনের তরে
বাকি আর কিবা আছে,
যা যাবার সবই গেছে,
প্রলয় প্রহরে।

তোমাকে বিহীন

রহিম উদ্দিন
স্ক্রিন ম্যান
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

তোমাকে বিহীন কাটেনা
না গো দিন কাটেনা।
তোমাকে বিহীন ফুলগুলো সব গোমরা মুখো,
ফুটতে চেয়েও ফোটেনা।

তোমার জন্য শুধু মায়াময়,
মানেনা এ মন সময় অসময়।
সন্ধ্যা-দিবস-রজনী
তোমাকেই শুধু বন্ধু ভাবি, তোমাকেই ভাবি সজনি।

জীবন যুদ্ধে তোমাকে পেলেই
আমি হবো বীর সেনানী।
তোমাকে পেলেই ফুলে ও পাতায়
শোভিত সকল বনানী।

সারা দিনমান তোমার জন্য গান গেয়ে যাই,
আমার সকল হৃদয় দিয়ে তোমাকেই চাই।
তোমার জন্যে অর্ঘ দিলাম এই তনু মন,
তুমি আমার শত জনমের প্রিয় ব্যাবিলন।

Babylon

Saad Shabbir (Manchester, UK)
Ex-Merchandiser

One sunny day in the Summer of 2009 on the busy streets of London I was driving with my wife and daughter, who was just a few months old. I was about to leave the city for Manchester after a couple of days' grand tour around London, when suddenly I caught a glimpse of a very known figure from the corner of my eyes in the fraction of a second. That sparkled my mind & heart and without thinking of the very strict London traffic law my right leg automatically pushed the brake hard and I stopped my car just in the middle of the dual carriageway. I jumped out of the car and shouted at the top of my voice, 'Sir, Sir'. But the man in white long Pyjama-Kurta was talking over his cell-phone walking on the other side of the pedestrian walkway. He was no one but our 'Salam Sir'. The moment his eyes caught mine, his typical smile embraced me. Meeting him that day on a street of London was something like out of the blue as neither of us knew that we would be in the same city, on the same road at the same time, about 5000 miles away from Dhaka.

While working in Babylon (1995~2000) I never realized how deeply rooted the bond with one's first job in life could be and how much effect it could have to work for a company. I could not think beforehand for a minute, how excited I would be when Emdad Sir and Abid Sir would visit Luton in 2000 to see my father whilst he was undergoing his cancer treatment. I never realized before that how happy and joyful it would make me, when Emdad Sir and Neesar Sir would pay a visit to my small one bedroom rental flat in London in 2001 with their wonderful families and spend some marvellous hours with us.

I have got endless 'sweet and sour' memories in Babylon and the bond with each and every Babylonian is deeply rooted, deeper than the Atlantic Ocean. By the end of 1994, I faced a written test in Babylon (my first test for a job) where I was told I did brilliantly and got the job as a merchandiser/buyer. I started working from 1st January 1995. Our factories were in Mirpur (rental building) and the head office was on Road #11 Dhanmondi, a convenient location for me to commute from my home at Rayer Bazar .

My new job was initially quite tough and difficult. Merchandising in export-import departments could be very hectic and always needed more than 100% attention and dedication from one. Above all other requirements 'passion' was at the top for one to get oneself set where businesses moved fast.

Emdad Sir had allowed my desk in his room for the first three months and trained Nayeem and me about correspondences with buyers, costing, feeding the factories with complete information and following up 'critical path' of the orders. Those days were blessings for me as I was so lucky to have trained by the most knowledgeable, highly skilled, most professional and ideal person in the business, he was Emdad Sir. Soon he became my most respectable idol, guru, teacher, elder brother and what not.

Within a short time Babylon faced a crucial split from Napin (a company now belongs to Golam Murshed Sir), which was a very important turning point for the group and for all of us as well. I remember Golam Murshed Sir's asking me to stay with his team. At that time I was not old enough in the company to realize the ins and outs of that split. However, it just had happened that I told him in a humble way that Emdad Sir had trained me everything I knew in this business and I wished to stay there to learn more. He said, 'Fair enough' and wished me luck. I soon realised that I had made the right decision.

Babylon allowed me to complete my Masters Degree from University of Dhaka. I got some excellent and fine colleagues and friends like Hasan, Mahbub & Nayeem there and a brilliant working team under the strong manager Kamal Sir and the merchandising manager Mahfuz Bhai. Mahfuz Bhai was a very sound and cool guy on that chair. Once Mahfuz Bhai had sent Nayeem and me to the old part of Dhaka to meet his future wife/bride and we were supposed to comment on her afterwards. We did a good job no doubt as Mahfuz Bhai later married the same lovely lady we had visited. Mahfuz Bhai was probably the most punctual person I ever met. He even came to his wedding ceremony (as a groom) on time and long before the other guests and even the bride arrived (as everyone is usually an hour or two late in any wedding).

Neesar Sir was always serious and busy with a calculator and Abid Sir

and Nannu Sir were always smiling. I still remember Tazul Bhai rushing from the bank and other commercial places with lots of files and paper work in the evening just like a robot, talking fast and tough. I watched Mazumder with a soft smile on his face, a bending lanky figure looking tired after a long day sitting on his chair preparing to face Kamal Sir. He was so soft natured that he fainted when the parents of his future wife/bride came to see him and he had to be sent to the hospital.

We had a lovely accounts department under the wonderful leadership of TI Chowdhury, a man always smiling and always on the run meeting demands issued by Neesar Sir and Abid Sir. Their days used to start with a short gossip from the morning newspaper. It almost became an open secret tradition for me to bribe the accounts department with four Hunter Beef Sandwiches from Sausley's before my every month's salary. In good time and bad time (in rain or shine) I always got Hasan, Mahbub and Nayeem with me just like childhood friends, that we were not; we just met in Babylon in 1995.

The entire working team worked hard day and night including Sabuj and Faruq and as a team that made us so successful and progressive.

My first buyer was Oryx and Ms. Corinne Duparq (now Corinne Dogra) used to drive me mad and always kept me on the run with her orders. She was my nightmare at that time. I had to be extra careful with her account, as she was extremely critical in following up things and very thorough. She believed that in business 'every penny counts'. I learnt so many things dealing with Oryx and Ms Corinne.

The five directors of Babylon are different than any of those in other similar companies. I was so happy when I saw all of them attending my younger sister's wedding when I invited them. They attended even though they were extremely busy. I remember watching movies with Emdad Sir in his lounge and got beaten in table tennis by Neesar Sir, as he was so good at the game. How can I not mention about our IT specialist (great) Syful …always smiling and always learning and always in trouble creating new problems!

I was always scared when Sabuj, through intercom, used to tell me, 'Salam Sir on the line from factory…..' Even after all these years I can

still hear the echo of his shouting at me, 'Sh a b b i r ....where are the polybag size stickers of the 3 Suisses orders??'

We had a special tie with the factory people. Once I visited Anwar Bhai's home-town (Sonargaon) with my wife and sister-in-law where he treated us with great varieties of delicious foods. The warmth of his family is still held closely in my heart.

Now I want to tell all of you a long kept secret and pull the cat out of the sack. It was Hasan, Mahbub, Nayeem and myself who first discussed about applying for Canadian Immigration and settling in abroad back in 1997/98. Only Mahbub and I actually had applied among four of us and finally I proceeded with the application to the end. Now after more than a decade, I am a Canadian citizen living in Manchester (UK) in my own small house working as a Merchandise Associate in Bhs (Arcadia Group, the largest in the UK). My wife, who has got three Masters degrees and I are blessed by the grace of Allah with a lovely daughter who is now two years old. Everything I have got so far in my foreign life and all that I have lost from my past life are based on that meeting we had together where I was inspired by Hassan and Mahbub. They inspired me hugely and to this day I am very grateful to both of them. Everywhere I have been so far- London, Manchester (twice) and Toronto (Canada), I could always manage a job related to clothing business by using my knowledge that was gained from Babylon. By the grace of Almighty I didn't get stuck anywhere in the world so far and my knowledge had never deceived me.

It is an endless memory-pack with Babylon and I could quite easily write a book on it. However, I don't want to bore you all with my long tale now as I can already hear the snoring of some of you guys. All I can say at the end is, 'Once a Babylonian, always a Babylonian'. And I always consider myself one, no matter wherever I live and whatever I do. Babylon is a big family and I can proudly say I will remain a member of it until my death.

My very best regards and prayers are always for Babylon !!

সিএসআর ও ব্যাবিলন গ্রুপ

শামীমুল ইসলাম
ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন্স

ঠাকুরগাঁও উপজেলা চেয়ারম্যান নম্র চৌধুরী কালিতলা গ্রামে অশীতিপর বৃদ্ধা জুবাইদা বানুর হাতে যখন কম্বল তুলে দেন তখন বৃদ্ধার মনের আনন্দ মুখের বলীরেখা ছাপিয়ে সমবেত মানুষের মুখের উপর প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। পেছনে 'ব্যাবিলন গ্রুপের শীতবস্ত্র বিতরণ' লেখা ব্যানারটি সে আনন্দ আলোয় উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। সিডরে স্ত্রী ও পুত্র হারানো সুখেন একটি ঘর ও ৩০ দিনের খাবারের নিশ্চয়তা পেয়ে বুকভরা কান্নায় কেঁপে ওঠেন। সুখেনের হৃদয়হরা কান্নার নোনা স্রোত ব্যাবিলন ব্যানারটিকে বেদনায় নীল করে দেয়। সরকারের একজন মন্ত্রী সাভারের তেঁতুলঝোড়া হাই স্কুলে সমৃদ্ধ ও সুন্দর একটি লাইব্রেরি উদ্বোধন করেন, ছাত্র-ছাত্রীরা ভালবেসে লাইব্রেরিটির নাম দেয় 'ব্যাবিলন লাইব্রেরি'। এভাবেই সমাজ ও মানুষের আনন্দ-বেদনার সাথে নিজের অস্ত-মিলনের প্রচেষ্টার মাঝেই ব্যাবিলন গ্রুপ তার স্বার্থকতাকে খুঁজে ফেরে। যেমন 'বিল এ্যান্ড মেলিন্দা গেট্স ফাউন্ডেশন', 'রকফেলার ফাউন্ডেশন', 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন' প্রভৃতি ক্ষুধা, দারিদ্র, জ্বরা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে সাংহাই থেকে সান্টিয়াগো, কেপ টাউন থেকে কেপ হিয়া পর্যন্ত মিশন নিয়ে ছুটে চলেছে।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় কর্পোরেট ফাউন্ডেশন হলো 'বিল এ্যান্ড মেলিন্দা গেট্স ফাউন্ডেশন'। ইতিমধ্যেই টিকাদান ও এইডস গবেষণায় বিল গেট্স যা বিনিয়োগ করেছেন তা অনেক উন্নয়নশীল দেশের মোট জিডিপির চেয়েও বেশি। বিল এ্যান্ড মেলিন্দা গেট্স ফাউন্ডেশন থেকে ১৫৯ মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছে ১০টি নতুন ওষুধ গবেষণায়। বিশ্বের দরিদ্র মানুষদের ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মার মত রোগের হাত থেকে মুক্তি দিতেই এই সব গবেষণা।

ফাউন্ডেশন পরিচালনায়ও বিল গেট্স-এর চিন্তা ভিন্ন রকমের। তিনি বলেছেন, যেভাবে মাইক্রোসফট পরিচালিত হয়ে থাকে ঠিক একই রকম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পরিচালিত হবে। তার কর্ম প্রক্রিয়া, উপস্থাপনা আর প্রনোদনার মধ্যেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। বিল গেট্স বলেছেন, তিনি তার ফাউন্ডেশনের জন্য খুবই প্রতিভাবান ব্যবসায়ী খুঁজছেন। যাদেরকে তিনি প্রশিক্ষণ দেবেন, ক্ষমতাবান করবেন, তাদেরকে অর্থ দিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে পাঠিয়ে দেবেন একটি পার্থক্যরেখা তৈরির জন্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান-আমেরিকান গ্রাজুয়েট ছাত্রদের দক্ষতার সংকট থেকে উত্তোরণের জন্য বিল গেট্স ফাউন্ডেশন ছোট ছোট স্কুল গড়ে তুলতে ২৫০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে। কার্নেগী মেলন স্কুল অব কম্পিউটারের জন্য দিয়েছে ২০ মিলিয়ন।

কর্নেল ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব কম্পিউটিং এ্যান্ড ইনফর্মেশনের জন্য ৬০ মিলিয়ন; ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার গরীব ছেলেমেয়েদের কলেজে পাঠানোর জন্য ১২২ মিলিয়ন; টেক্সাস হাই স্কুলকে ৮৪.৬ মিলিয়ন; সাউথইষ্টার্ন লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের জন্য ১২.২ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে বিল এ্যান্ড মেলিন্দা গেট্স ফাউন্ডেশন।

শিক্ষাখাতের মত কৃষিখাতেও বিল এ্যান্ড মেলিন্দা গেট্স ফাউন্ডেশনের অনুদান ফসলের মাঠ আরো সবুজ ও সমৃদ্ধ করছে। আফ্রিকায় কৃষির উন্নয়নে রকফেলার ফাউন্ডেশনের সাথে সংযুক্ত হয়ে তারা গড়ে তুলেছে Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)। সূচনাতেই তারা এই অ্যালায়েন্সের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে তারা অনুদান দিয়েছে ১৯.৯ মিলিয়ন ডলার।

সম্প্রতি ইউরোপে এক জরীপে দেখা গেছে ৭০% ক্রেতা কোন পণ্য কেনার সময় ঐ কম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারটি খেয়াল করে। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল এবং কেনেডি স্কুল অব হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি বলছে একটি ব্যবসার জন্য সামাজিক সক্ষমতা এবং উপযুক্ত জনশক্তি অপরিহার্য। এমনকি কর্পোরেটসমূহের মধ্যে সিএসআর বিষয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতাও ব্যবসা সাফল্য বাড়িয়ে দিতে পারে।

কমিউনিটি বেজ্ড উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী শেল ফাউন্ডেশন দক্ষিন আফ্রিকার ফ্লাওয়ার উপত্যকায় স্থানীয় শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য শিশু শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। মার্কস এ্যান্ড স্পেন্সার একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে ফেয়ার ট্রেডের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য।

কমিউনিটির উপর সিএসআর কর্মকান্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী বিনিয়োগ হতে পারে (Socially Responsible Investment Fund – SRIs Fund) এসআরআই ফান্ড। আমেরিকান এই ফান্ডের পরিমাণ ২.৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার - যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেশাদারিত্বের আওতায় নিয়োজিত মোট সম্পদের ১২%।

বাংলাদেশেও 'বেঙ্গল ফাউন্ডেশন', 'ডাচ-বাংলা ব্যাংক ফাউন্ডেশন' প্রভৃতি কর্পোরেট ফাউন্ডেশন সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমাজকল্যানমূলক কাজ শুরু করেছে। বেঙ্গল ফাউন্ডেশন মূলত লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। অন্যদিকে ডাচ-বাংলা ব্যাংক ফাউন্ডেশন শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নিজস্ব এ রকম কোন ফাউন্ডেশন না থাকলেও ব্যাবিলন গ্রুপ বিভিন্নভাবে সমাজের প্রতি তার দায় পরিশোধ করে চলেছে।

ব্যাবিলন গ্রুপের সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজসমূহ দু'ভাবে সংগঠিত হয়। এর একটি

প্রাতিষ্ঠানিক-পূর্ব পরিকল্পিত, অন্যটি কিছুটা তাৎক্ষণিক। অন্যভাবেও ভাগ করা যেতে পারে - অভ্যন্তরীণ কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণ উদ্যোগ। পাঁচজন পরিচালকের আন্তরিকতা, সহায়তা ও উদ্যোগে ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। তবে পরিচালক আবিদুর রহমানের বিশেষ আগ্রহ ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধান ব্যাবিলন গ্রুপের সিএসআর কর্মকান্ডকে অনেক বেশি গতিশীল করেছে। ২০১০ সালে ব্যাবিলন গ্রুপ প্রায় ৬০ লাখ টাকার সিএসআর কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। ব্যাবিলন গ্রুপ পরিচালিত সিএসআর কর্মসূচিসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

ব্যাবিলন কথকতা

২০০৬ সাল থেকে 'ব্যাবিলন কথকতা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকাটি সম্পূর্ণ ব্যাবিলন পরিবারের লেখকদের লেখা দিয়ে সাজানো হয়। ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালক এস, এম, এমদাদুল ইসলাম ব্যাবিলন কথকতার সম্পাদক। তৈরি পোশাক শিল্পের শিক্ষাবঞ্চিত কর্মীরা কতটা সৃজনশীল তা তাদের সুঁই সুতার কাজ ছাড়াও ব্যাবিলন কথকতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। রিড কন্সালটিং-এর চেয়ারম্যান রডনি রীড ব্যাবিলন কথকতার একটি প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, গার্মেন্টস শিল্পে নিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বেই বিরল।

স্বাধীনতার লাখ শহীদের স্মৃতির প্রতি সন্মানার্থে বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বরকে সামনে রেখে প্রতি বছর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে থাকে। উদ্বোধক হিসাবে ব্যাবিলন কথকতার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ পর্যন্ত আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন ফ্যাশন ম্যাগাজিন ক্যানভাসের নির্বাহী সম্পাদক শেখ সাইফুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক আকা ফিরোজ আহমদ, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক বিশিষ্ট সাংবাদিক কামাল লোহানী, কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হক ও অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। কথাশিল্পী সৈয়দ শামসুল হক ব্যাবিলন কথকতার নবীন ও কাঁচা লেখকদের লেখায় তালিম দিয়েছেন ব্যাবিলনে একটি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করে।

প্রতি বছর প্রকাশনার সময় পূর্ববর্তী সংখ্যার তিন জন শ্রেষ্ঠ লেখককে পুরস্কৃত করা হয়। ইতিমধ্যেই একটি স্বনামখ্যাত বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানীকারকদের সেরা ১০টি সিএসআর চর্চার একটি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে 'ব্যাবিলন কথকতা'।

স্বাস্থ্যসেবা

২০০৮ সাল থেকে ব্যাবিলন গ্রুপ হেমায়েতপুরে ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস (বিএমএস) নামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে বিএমএস সকাল ৯টা থেকে

রাত ৯টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। স্বল্পমূল্যে সবার জন্য উন্নত সেবা প্রদানই বিএমএস-এর লক্ষ্য।

বর্তমানে বিএমএস-এ তিনজন নারী ও তিনজন পুরুষ ডাক্তার রয়েছেন। আলট্রাসনোগ্রাফী, ইকো, ইসিজিসহ অন্যান্য আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ রয়েছে এখানে। সমস্ত প্রক্রিয়াটিই অলাভজনক হওয়ায় ফার্মেসি থেকেও ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধটি কিনতে পারছেন এলাকার মানুষ। আরও সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এলাকায় স্বাস্থ্য জরীপ পরিচালনা করা হয়।

সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী গ্রাম শ্যামপুরে বিনামূল্যের একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। একইভাবে স্কুল হেল্‌থ ক্যাম্পের ধারাবাহিকতায় দুটি স্কুলেও বিনামূল্যে স্কুল হেল্‌থ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইসব হেল্‌থ ক্যাম্পে রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ, ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে স্বাস্থ্য কার্ড তুলে দেয়া হয়। এই কার্ড নিয়ে তারা ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস থেকে সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারে।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প ছাড়াও ব্যাবিলন গ্রুপ রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। গতবার ক্যাম্পের মাধ্যমে ব্যাবিলন গ্রুপের কর্মীরা ১৪২ ব্যাগ রক্ত 'সন্ধানী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ইউনিট' কে প্রদান করে। রক্তদান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা: শাহ মনির হোসেন।

শিক্ষা উন্নয়ন

শিক্ষা উন্নয়নে ২০০৮ সালে শুরু হওয়া ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প অন্যতম। এই প্রকল্পের আওতায় এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ পাওয়া মেধাবী-দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদেরকে দুই বছর মেয়াদী মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা খরচ ও বাজারমূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বৃত্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। মৌখিক সাক্ষাৎকার ছাড়াও প্রার্থীদেরকে একটি লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থী তালিকা চুড়ান্ত করা হয়। ব্যাবিলন গ্রুপ ইন্টারভিউ-এর জন্য আগত ছাত্র/ছাত্রীদের একজন অভিভাবকসহ যাতায়াত খরচ বহন করে। ৪টি পর্বে নির্বাচিতদের বৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রথম পর্বের বৃত্তির টাকা একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া হয়। পরবর্তী কিস্তিগুলি ব্যাংক চেকে প্রদান করা হয়ে থাকে। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও বর্তমান বুয়েট ভিসি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম দুটি ব্যাচের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

এইচএসসি'র পর ব্যাবিলন গ্রুপের বৃত্তির ব্যবস্থা না থাকলেও অধিকতরও ভাল ফলাফল করা এবং খুবই সংকটাপন্ন ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পরিচালকবৃন্দ পরবর্তী ধাপে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। গ্রুপ পরিচালক মইনুল আহসান ২০০৮ ব্যাচের তিন জন ছাত্র/ছাত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে বৃত্তি দেয়া শুরু করেছেন। এদের একজন বুয়েট ছাত্র এবং দু'জন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

বৃত্তি প্রকল্পের বাইরে সম্প্রতি সাভার উপজেলার তেঁতুলঝোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্যাবিলন গ্রুপ একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম লাইব্রেরিটি উদ্বোধন করেন। স্কুল লাইব্রেরিতে বসেই ছাত্র/ছাত্রীরা এখন জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় গমনাগমনের সুযোগ পাচ্ছে।

এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায় যে, নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সাধারণ পরিবারের সন্তানদের বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের জন্য একটি উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে ব্যাবিলন গ্রুপের।

পরিবেশ বান্ধব শিল্পকৌশল

ব্যাবিলন গ্রুপের অন্যতম প্রধান শ্লোগান হচ্ছে গ্রিন এনার্জি-ক্লিন এনার্জি। সবুজায়নের পাশাপাশি ইউনিটগুলিতে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সৌরশক্তি ব্যবহারও গ্রুপের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস এবং ব্যাবিলন প্রডাক্টস (স্যানিটারি ন্যাপকিন-সফটি) নামের দুটি প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সৌরশক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। শক্তির পরিমিত ব্যবহারেও গ্রুপ যথেষ্ট সচেতন। গ্রুপের সকল ইউনিটে পর্যায়ক্রমে এনার্জি সেভিং বাল্ব প্রতিস্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

শিল্পবর্জ্য থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে গ্রুপের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড-এ অত্যাধুনিক ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বর্জপানি পরিশোধনের মাধ্যমে লক্ষণীয় মাত্রায় পরিবেশের ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে।

স্যানিটারি ন্যাপকিন (সফটি) প্রকল্প

নারী অধিকার ও নারী স্বাস্থ্য বিষয়ে ব্যাবিলন গ্রুপ জন্মলগ্ন থেকেই উদ্যোগী ভূমিকা রেখে আসছে। নারী স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক একটি হুমকি হলো পিরিয়ডের সময় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। এতে নারীরা নানা ধরণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে অনেক গার্মেন্টস কর্মী ঝুট কাপড় ব্যবহার করে থাকে। ফলে নানা রকম সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়। এই অবস্থায় ব্যাবিলন গ্রুপ স্বল্প দামের স্যানিটারি ন্যাপকিন - 'সফটি'র উৎপাদন শুরু করেছে।

সফটি নামের এই ন্যাপকিনের দাম বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায় এমন ন্যাপকিনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে কম দামেরটারও অর্ধেক। এমনকি এই দাম নির্ধারণ করা হয়েছে শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করে। বর্তমানে এটি শুধু ব্যাবিলন কর্মীদের জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে সফটিকে অন্যান্য গার্মেন্টস কর্মীদের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ব্যাবিলন গ্রুপের।

ন্যায্যমূল্যের দোকান

ব্যাবিলন গ্রুপ তার কর্মচারীদের জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করেছে। এখান থেকে বাজারের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম দামে কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে পারে। তবে অন্যান্য উদ্যোগের মত ব্যাবিলন গ্রুপের ন্যায্যমূল্যের দোকানটির পরিচালনা খুব মসৃণ নয়। একই গতিতে একমাত্র এই ন্যায্যমূল্যের দোকানটিই ব্যাবিলন গ্রুপ চালিয়ে নিতে পারছে না। কর্মীদের অনেকের আবাসিক এলাকা কর্মস্থল থেকে দূরে হওয়ায় সওদা-পাতি টেনে নিয়ে যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়না।

ত্রাণ ও সহায়তা কার্যক্রম

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষা সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তার মত উদ্যোগকে তাৎক্ষণিক উদ্যোগ বলা যেতে পারে। তবে মনে রাখা দরকার এগুলোর কোন কোনটি প্রয়োজনের দিক থেকেই তাৎক্ষণিক। যেমন বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রাকৃতিক ও জলবায়ুগত দূর্যোগ-দূর্বিপাকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দায় এবং ঐতিহ্য রয়েছে ব্যাবিলন গ্রুপের।

শীতবস্ত্র বিতরণ

দেশের উত্তরাঞ্চলের শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ একটা নিয়মিত দায়িত্বের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাবিলন গ্রুপের জন্য। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সহায়তায় ব্যাবিলন গ্রুপ প্রতি বছর শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল, চাদর, সোয়েটার, জ্যাকেট প্রভৃতি গরম কাপড় সরবরাহ করে।

ব্যাবিলনের উচ্চ পর্যায়ের একটি টিম সরাসরি এই বিতরণ কাজে অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় প্রশাসন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আগেই সংকটাপন্ন শীতার্তদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। ফলে যথাযথ মানুষের হাতেই বস্ত্রসামগ্রী তুলে দেয়া সম্ভব হয়। ব্যাবিলন টিম ছাড়াও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, এনজিও প্রতিনিধিরা এই বিতরণ কাজে অংশ নিয়ে থাকেন। বস্ত্র বিতরণের এই কাজটি এতো নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, একে আর অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বলা চলে না।

এ ছাড়াও বন্যা, জলোচ্ছাসে ব্যাবিলন গ্রুপ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। ২০০৮ সালে যখন সিডর দেশের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে তখনও মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ব্যাবিলন গ্রুপ।

অনেকটা দান আকারেও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করতে হয় ব্যাবিলন গ্রুপকে। আমাদের দেশের প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী অনেক বিষয়েই ব্যাবিলন গ্রুপ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। লেখাপড়ার খরচ চালানো, চিকিৎসা সহায়তা, কারও সন্তানের বিয়ের খরচ যোগানো ইত্যাদি। এই জাতীয় কর্মকান্ডের কোন সাংগাঠনিক রূপ নেই। কিন্তু প্রতি বছর ব্যাবিলন গ্রুপ এই খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। এই জাতীয় সহযোগিতা নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য যেমন, তেমনই তা বাইরের মানুষের জন্যও করা হয়।

এভাবেই ব্যাবিলন গ্রুপ ব্যবসার পাশাপাশি সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এখন সময় এসেছে এই সমস্ত উদ্যোগকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক করা। উন্নত দেশের 'বিল এ্যান্ড মেলিন্দা গেট্‌স ফাউন্ডেশন', 'রকফেলার ফাউন্ডেশন', 'ফোর্ড ফাউন্ডেশনে'র মত 'ব্যাবিলন ফাউন্ডেশন' গঠন করে আরও সংগঠিতভাবে সিএসআর কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়। পর্যবেক্ষকমহল আশা করে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাবিলন গ্রুপের কাছ থেকে অনুসরণযোগ্য সংগঠিত সিএসআর কর্মসূচি দেখতে পাবে দেশবাসী।

স্মৃতিতে ফিরে আসা

মিনু নুর চৌধুরী
সাবেক কর্মকর্তা, ক্যাড

ব্যাবিলন আজ ২৫ বছরে পা রাখতে যাচ্ছে। একদিন আমিও ব্যাবিলনের একজন সদস্য ছিলাম, সে জন্য আমি গর্ব বোধ করি। এটা আমার কাছে একটা বিরাট পাওয়া যে, ব্যাবিলন সম্পর্কে কিছু লিখার সুযোগ আমি পেয়েছি।

ব্যাবিলনে চাকরি পাওয়াটা আমার জন্য ছিল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পাওয়ার মতো। যাই হোক, চাকরিটা পেয়ে গেলাম, ভয়ে ভয়ে ছিলাম কি রকম পরিবেশে কাজ করব, সহকর্মীদের সংগে মানিয়ে নিতে পারব কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কাজ শুরু করার পর দেখলাম অফিসিয়াল পরিবেশ খুবই চমৎকার। মেয়ে সহকর্মী হিসেবে আমি যথেষ্ঠ সম্মানের সংগে কাজ করতে পারছি। কাজ করতে গিয়ে আরও বুঝতে পারলাম কর্মীদের সকল সুযোগ সুবিধা ও মেধার সুষ্ঠ বিকাশের জন্য ব্যাবিলনের দরজা প্রসারিত। আমিও ব্যাবিলনের কর্মী হিসেবে MMTP (Middle Management Training Programmer, IIT Kharagpur)-এ অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলাম। এটা ছিল আমার জীবনের একটা বড় পাওয়া।

সততা ও দৃঢ় প্রত্যয় ছিল মনে - কাজ করব মেধা ও আন্তরিকতার সাথে। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির কারণে। চলে আসতে হল ব্যাবিলন ছেড়ে। পরে জানতে পারলাম যাদের সংগে রাগ করে চাকরিটা ছেড়ে দিলাম তারাও বেশিদিন টিকতে পারেনি ব্যাবিলনে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হল ব্যাবিলন শুধু ভালোদেরই জায়গা। তখন বুঝতে পারিনি আসলে রাগ করে কখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়না। কাজ করতে গেলে ভালোমন্দের মুখোমুখি হতেই হবে। আর তাকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ যা আমি পারিনি, সেটা আমার ব্যর্থতা কিন্তু ব্যাবিলন থেকে আমি যা পেয়েছি সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। শুধু কৃতজ্ঞ নয় আমি বলব ব্যাবিলনের কাছে আমি ঋণী। কারণ ব্যাবিলনকে কিছু দেয়ার আগেই সেখান থেকে চলে এসেছি।

আজ আমি সক্রিয়ভাবে ব্যাবিলনে নেই কিন্তু আমার দোয়া, আমার ভালোবাসা এবং আমার শুভ কামনা রইল ব্যাবিলনের জন্য। ব্যাবিলনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা যেন পৌছে যায় উন্নতির চরম শিখরে। আজ যারা ব্যাবিলনের সংগে জড়িত আছেন তাদের কাছে আমার আবেদন শুধু কাজের জন্য কাজ নয়, তারা যেন তাদের মেধা, সততা ও পরিশ্রম দিয়ে ব্যাবিলনকে ভালবেসে কাজ করেন। সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যাবিলনের আজ যে

পদচারণা তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি আমার অন্তর থেকে চাই ব্যাবিলনের প্রতিটি সামাজিক কর্মকান্ড সফল হোক। ব্যাবিলন হোক সকলের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক। একদিন এমন সময় আসবে ব্যাবিলন থাকবে দেশের আপামর জনগণের পাশে।

সবার শেষে যে শেষ কথাটি না লিখলে আমার লিখার সম্পূর্ণতা আসবেনা, যা আমার একান্তই ব্যক্তিগত উপলব্ধি, যে আলোকিত মানুষটির জন্য আমার মনে অসম্ভব শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি হচ্ছেন ব্যাবিলনের একজন কর্ণধার শ্রদ্ধেয় এমদাদ স্যার। যখনই তার সাথে আমার দেখা হওয়ার, কথা বলার একটু সুযোগ আসে আমি ছুটে যাই তাকে হ্যালো করার জন্য। আমার ভালোলাগা মানুষদের ক্ষুদ্র তালিকায় তিনি একজন।

স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমার মনের কথা ব্যক্ত করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। আপনার সুস্থতা ও ব্যাবিলনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে আজ এখানেই শেষ করছি।

NouWell E

Cyclodextrin-Vitamin E-Komplex

CHT-Wellness-Finish

UNIQUE IDEAS. UNIQUE SOLUTIONS

CHT
BEZEMA

Represent by

R.H.Corporation

Zaman Court (2nd Floor)
45, Dilkusha C/A, Dhaka-1000
Phone : 9554101, 9551479, 9566128
Fax: 880-2-9559433
E-mail: marina@azizgroupbd.com

বরেন্দ্র এলাকায় একদিন

হাদিয়ার রহমান মীর
সিনিয়র ম্যানেজার, কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট

ব্যাবিলন কথকতায় লেখা দেওয়া ছিল স্বপ্নের মতো-কারণ আমরা..পাঠকশ্রেণী। জানিনা পাঠকশ্রেণী থেকে অকেশনাল লেখকশ্রেণীতে উন্নীত হতে পারবো কিনা, মানে এই লেখাটা আদৌ ছাপা হবে কিনা!!

লেখার উৎসাহ পেলাম এমদাদ স্যারের কাছ থেকে। যদিও স্যার এর আগেও লেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু এবার ব্যাবিলনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে লেখার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান আমাকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছে যে হাতে কলম নিতেই হলো।

২০১১ নতুন বছরে আমরা কয়েকজন ব্যাবিলন গ্রুপের শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য গিয়েছিলাম উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র এলাকায় (দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড়)। ঐ সব অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বাংলাদেশের অন্য এলাকার তুলনায় বেশ খানিকটা বেশী।

শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের মতো একটা মহৎ কর্মে সম্পৃক্ত হতে পেরে নিজেকে বড়ই ভাগ্যবান মনে করেছি। সেই সাথে গর্ববোধ করছি ব্যাবিলন গ্রুপকে নিয়ে, কারণ পোশাক শিল্পের সাথে যুক্ত কোম্পানীগুলোর মধ্যে এ ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের স্বীকৃতি কয়জন পেতে পারে। উত্তরবঙ্গের এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে না গেলে কেউ উপলব্ধি করতে পারবেনা যে, শীতে খেটে খাওয়া মানুষ কত কষ্টে জীবন-যাপন করে। কিছু কিছু আদিবাসী এলাকায় গিয়ে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলাম তাদের জীর্ণ-শীর্ণ জীবন যাপন দেখে। শীতে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে আছে সকলেই, বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চা ও বয়স্ক মানুষ। একটা গরম কাপড় (কম্বল/চাদর/সোয়েটার) হাতে পেয়ে তাদের শীতার্ত মলিন চেহারাগুলো হাস্যজ্জ্বল হয়ে উঠল। সামর্থবান প্রত্যেক মানুষের কাছে অনুরোধ তারাও যেন এ ধরনের মহৎ কাজে শরিক হন।

শীতবস্ত্র বিতরণ উপলক্ষে ঐ এলাকায় গিয়ে নানান পৌরাণিক বাঙ্গালী ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা মনে পড়ে গেলো। সে সব পৌরাণিক ঐতিহ্যের ভগ্নদশাই চোখে পড়লো মাত্র, তবে সব থেকে আকর্ষণ ছিল ফসলী মাঠ, মানুষ ও কৃষিজ উপকরণ।

গরু-মহিষের গাড়ি, হাল চাষের লাঙ্গল জোয়াল এখনো যেন সেই পুরনো ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। মাঠের পর মাঠ ফসলী জমি, নানান অর্থকরী ফসল যেমনঃ ধান, আলু, কপি, আখ ও সরিষার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে গেল। এসব খাদ্য ও অর্থকরী

ফসলের জন্য উন্মুক্ত এত বিস্তর এলাকা আমি বাংলাদেশের অন্য কোথাও দেখিনি।

এখনো ঐসব এলাকার জৈব সারের ব্যাপক ব্যবহার দেখে আমি কিছুটা অভিভূত হলাম-কারণ, এই যুগে যেখানে রাসায়নিক সার/কীটনাশক ব্যবহার যত্রতত্র-সেখানে ঐ অঞ্চলে নিজেদের বানানো জৈব সার দিয়ে অরগানিক ফসল ফলানো সত্যিই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। বিশাল বিশাল মাঠের মাঝে মাঝে কালো কালো জৈব সারের ঢিবি দেখে আমি প্রথমে অন্য কিছু মনে করেছিলাম। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এগুলো জৈব সার।

চ্যানেল আই-এর "হৃদয়ে মাটি ও মানুষ" অনুষ্ঠানের পরিচালক সাইখ সিরাজকে এ ধরনের প্রাকৃতিক কৃষিজাত উপকরণের উপর একটি প্রতিবেদন টেলিভিশনে প্রচার করার জন্য আহ্বান করব, যাতে করে বাংলাদেশের অন্য এলাকার লোকজনও উপকৃত হয়। আমরাও ক্ষতিকারক রাসায়নিক কেমিক্যালযুক্ত খাদ্য সামগ্রী থেকে মুক্ত হয়ে প্রাকৃতিক তরতাজা এবং খাঁটি ফসল ভোগ করতে পারবো এবং দেশে পেষ্টিসাইড সংক্রামিত রোগ কমে যাবে।

বরেন্দ্র এলাকায় মাটির নীচের পানি ব্যবহার করে বেশীর ভাগ ফসল ফলানো হয়, কিন্তু এই পদ্ধতি আমার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হলেও "বৈজ্ঞানিক" মনে হয়নি। কারণ, মাটির নীচের পানিতে ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানের আধিক্য ফসল ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এমনকি উক্ত পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক থাকতে পারে যা মানবদেহে জটিল রোগ/ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে। এইসব মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিকর খনিজ পদার্থ মাটির উর্বরা শক্তি নষ্ট করতে পারে, তাই কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রতি অনুরোধ-আরো একবার ভেবে দেখার-ফসলে সেচের জন্য অন্য কোন উপায়ে ব্যবস্থা করা যায় কিনা যেমনঃ মাঠের কোন অংশে নির্দিষ্ট পরিমাপে গভীর পুকুর/দীঘি খনন করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা কিংবা নির্দিষ্ট আয়তনে গভীর খাল খনন করে নদীর সাথে সংযোগের কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও কৃষি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

লিচুর বাগান দৃষ্টি কাড়ার মতো। আরও একটু যত্ন নিলে হয়তো আরো বেশী করে ভালো ফলন উৎপাদন সম্ভব। কৃষিবিদদের প্রতি অনুরোধ-ভাল ফসলের জন্য এলাকাভিত্তিক ফসলী জমি নির্বাচন করুন যাতে আমরা প্রতি এলাকা থেকে সর্বোচ্চ ফসল উৎপাদন করতে পারি। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে যথা স্থান থেকে সর্বাধিক ফসল পাওয়া দুষ্কর।

যে এলাকায় যে ফসলটি ভাল উৎপাদন সম্ভব সে এলাকার সর্ব প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট বা অবকাঠামো তৈরি করে সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করা সরকার তথা কৃষি গবেষকদের আন্তরিক

প্রচেষ্টা এখন সময়ের দাবি।

বিশ্বে শিল্প বিপ্লবের সুদিন এখন অনেক কম। কিন্তু কৃষি বিপ্লব সব সময়ই প্রয়োজন। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্য অন্যতম। তাই বিশ্বকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হলে কৃষি উপযোগী উর্বর দেশগুলো নির্বাচন করে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ নাম ভূমিকায় প্রধান হোক এটাই কাম্য। তাই কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিদেশে কৃষি পণ্য রপ্তানীযোগ্য হওয়া এদেশের একমাত্র লক্ষ্য হোক এবং আগামী দিনের শ্লোগান হোক- "কৃষিই অর্থনৈতিক মুক্তি"।

With the best complements from

Indenting house of viscose fiber & Textile Chemicals

RHYME CORPORATION

House # 31, DOHS Road (1st floor), Old DOHS, Banani, Dhaka-1206
Bangladesh, Tel: +88 02 8751141, +88 02 8714211
Fax: +88 02 8752720, E-mail: info@rhymecorporation.com

আমার ব্যাবিলনিয়ান হবার গল্প

সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক
জুনিয়র অফিসার, মার্চেন্ডাইজিং, ওভেন টপ্‌স

তৈরি পোশাক শিল্প যে আমাদের দেশে গর্ব করার মত একটা স্থান দখল করে আছে সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না ব্যাবিলনে আসার আগে। শুনলে অবাক হবেন ব্যাবিলনে ইন্টারভিউ দিতে আসার আগে আমি ব্যাবিলনের ওয়েব সাইটে লগ-ইনও করেছিলাম ব্যাবিলন এবং ব্যাবিলনের কাজ সম্পর্কে জানার জন্য। সেখান থেকে পাওয়া ইনফরমেশন থেকে যদিও আমি তেমন কিছুই বুঝতে পারিনি।

২০০৬ সালের নভেম্বরের এক সকালে এশিয়া সিনেমা হলের হোটেলে ডালভাজির নাশতা সেরে একটা ইন্টারভিউ-এর মুখোমুখি হবার শক্তিটা সঞ্চয় করে নিলাম। তবে ডালভাজির নাশতাটা যথেষ্ট সাহস যোগাবে কিনা তখনও আমার সে বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার ছিলনা। যাহোক নাশতা সেরেই এশিয়া সিনেমা হলের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালাম একটি ১০তলা ভবনের সামনে। ভবনের সামনে সাইনবোর্ডে লেখা ব্যাবিলন গ্রুপ। একটু ভয়ে ভয়ে নিরাপত্তাকর্মীকে ইন্টারভিউ-এর কথা জানালাম, চাকরির ইন্টারভিউ। নীচের রিসেপশনে বসা লোকটি আমাকে একটু দেখে কার সঙ্গে যেন কথা বলে আমাকে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর পৌঁছে গেলাম ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে। বোর্ডে যারা ছিলেন তারা তাদের পরিচয় দিলেন। একজন বেশ পরিশিলিত গলায় বললেন, আমি মুহাম্মদ সাইফুল হক, অন্যজন বললেন আমার নাম শাহনাজ। ইনটারভিউ হয়েছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। ব্যাবিলনে চাকরিটা আমার হয়েই গেল। আগে না বুঝলেও চাকরি হবার পর হোটেলের ডালভাজির শক্তিটা বোঝা গেল।

সেই সংক্ষিপ্ত সময়েই আমি হক স্যারের মোটামুটি ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং সেদিনই ব্যাবিলনে কাজ করার প্রবল একটা ইচ্ছা আমার তৈরি হয়ে যায়। স্যারের সাথে কথা বলে আমার যে আগ্রহ জন্মেছিল চাকরিতে যোগ দেয়ার তিন দিনের মাথায় বলতে গেলে তা প্রায় উড়ে যাওয়ার যোগাড়। ফোনের অত্যাধিক চাপে আর মানুষের মন খারাপ করে দেয়া ব্যবহারে ব্যাবিলনের গেইটের বাইরে এক পা বাড়িয়েই রেখেছিলাম।

আমি ফোনের রিসিভার নামিয়েই রাখতে পারতাম না। প্রায়ই ফোন ধরতে শুনতে পেতাম-
- ওমুককে দেন-হুকুম।
- কে বলছেন প্লিজ?
- আশ্চর্য কত বার বলব? গলা চিনতে পারেন না তো ওখানে বসেছেন কেন?
ভাবুন, এত মানুষের গলা কি আর এত সহজে মনে থাকে? আবার কেউ হয়ত ফোন

করেছেন, কিন্তু যাকে চাচ্ছেন তিনি কথা বলতে আগ্রহী নন। আমি মিথ্যা করে যদি বলি যার সাথে কথা বলবেন তিনি তো সিটে নেই। আমার কথার ঢঙ্গে ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা ঠিক বুঝে যান যে কোন ঘাপলা আছে। আমার তথ্য সঠিক নয়। আবার কেউ কেউ তো আরও কয়েক কাঠি উপরে। ফোন করে এমন ভঙ্গিতে ডাইরেক্টর স্যারকে চাইতেন যে মনে হত তিনি ডাইরেক্টর স্যারের একদম ঘরের মানুষ। আমিও বেশি কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি স্যারকে বলতাম- স্যার অমুক লাইনে আছেন। স্যার অবাক হয়ে- কোথা থেকে? আমি তো চিনতে পারলাম না। বোঝার চেষ্টা কর আসলে কাকে চায়? আমি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বলি-'জ্বি স্যার, জ্বি স্যার'। ভদ্রলোককে তখন যদি মিথ্যা করে বলতাম যে স্যার মিটিংয়ে আছেন। উনি তখন বলতেন- 'ওখানেই দেন'। আর যদি বলতাম স্যরি, তো শুরু হত আমার উপর চোটপাট।

এ রকম অবস্থায় যখন ভাবছিলাম যে এখানে কাজ করা কোন ভাবেই সম্ভব নয় তখন এমদাদ স্যার আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। খুবই আশ্চর্যের কথা আমি যে সব বিষয়গুলো নিয়ে মানসিক চাপের ভিতর ছিলাম সে ব্যাপারগুলো নিয়েই স্যার আমার সাথে কথা বললেন। কত শিক্ষিত মানুষের কথাবার্তা কত বাজে হতে পারে আবার অনেক কম শিক্ষিত মানুষের ব্যবহারও যে কত ভাল হতে পারে এবং মানুষের ব্যবহারের কারণে মন খারাপ হয়ে কাজ করার মানসিকতা কিভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে - এ সব। মন খারাপ না করে এই ব্যাপারগুলোকে একটু অন্য দৃষ্টিতেও যে দেখা যায়, তা স্যারই আমাকে শিখিয়েছেন। মালিক হয়ে তাঁর কোম্পানির কর্মচারীদের সমস্যার কথা কর্মচারীর অবস্থানে থেকে চিন্তা করা এবং এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেয়া-একমাত্র ব্যাবিলনেই মনে হয় সম্ভব। স্যারের কথায় নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমার ভেতর নতুনভাবে ব্যাবিলনে কাজ করার আগ্রহ জেগে ওঠে। নতুনভাবে আমি কাজ করা শুরু করি। আশ্চর্যের বিষয় মানসিকভাবে কষ্ট পাওয়ার ঘটনা কিন্তু ঘটতেই থাকে কিন্তু আমাকে তা ভেঙ্গে দিতে পারে না। এরই মাঝে ব্যাবিলনে আমার থাকার আগ্রহটাকে আরও শক্ত করতে আমি নতুন শক্তির দেখা পাই - 'ব্যাবিলন কথকতা'।

যে মাসে আমি ব্যাবিলনে যোগ দেই সেই মাসেই (ডিসেম্বর ২০০৬) প্রকাশিত হয় ব্যাবিলন কথকতার প্রথম সংখ্যা। অনেকটা ঘরোয়াভাবে আয়োজিত ব্যাবিলন কথকতার সেই প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আমি অবশ্য ছিলাম না। ২০০৭-এর শুরুতেই শুরু হয় ব্যাবিলন কথকতার ২য় সংখ্যার প্রকাশনার কাজ। ২য় সংখ্যার জন্য ডাকা প্রথম মিটিংয়েই সম্ভবত হক স্যার আমাকে যুক্ত করেন ব্যাবিলন কথকতা প্রকাশনা পরিষদে। একেতো লেখা-লেখির অভ্যাস আমার কখনও ছিল না, তার উপর প্রকাশনা পরিষদের কাজটা যে কি সে সম্পর্কেও কোন ধারনা ছিল না আমার। তবে বই পড়ার নেশা বরাবরই ছিল ষোলআনা।

এক সময় সেবা প্রকাশনীর বই পড়ে ছোট বোনের সাথে মিলে সেবাতে চিঠিও কম লিখিনি।

কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেব যদিও উত্তর দেননি সে সব চিঠির। যাহোক এতদিন তো শুধু পাঠক ছিলাম, পাঠকের হাতে বই/ম্যাগাজিন তুলে দেওয়ার জন্য যারা কাজ করেন সে রকম একটি দলের একজন হতে পেরে কতখানি উত্তেজনা আমার মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল, আমার মত পাঠকরা তা সহযেই অনুধাবন করতে পারবেন। বই পড়ার আগ্রহকে সম্বল করে ব্যাবিলন কথকতা প্রকাশনা পরিষদের সদস্যা হিসেবে শুরু হল আমার যাত্রা। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত - প্রথম কাজ হল লেখা আহ্বান করা। আমরা কিছু পোস্টার তৈরি করে ব্যাবিলনের বিভিন্ন দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়ে দিলাম। কিন্তু লেখা আর আসে না। দেখতে দেখতে যখন মাস খানেক যায় যায় তখন আমরা আবারও মিটিংয়ে বসলাম এবং সবাই একমত হলাম এভাবে হবেনা। সবার ভিতর আগ্রহ তৈরি করতে হবে।

এখানে একটা কথা বলি, গার্মেন্টস সেক্টরে যেহেতু একদিকে সবাইকে প্রচন্ড ব্যস্ত থাকতে হয় এবং এ ধরণের কাজের নজির খুব একটা নেই, তাই কেউ সে সময় ম্যাগাজিনের লেখা নিয়ে কেউ তেমন একটা আগ্রহ বোধ করত না। প্রকাশনা পরিষদের লোকজনকে দেখলে ভাবত- এদের বুঝি কোন কাজ নেই। এ রকম একটা প্রতিকূল পরিবেশে সাইফুল হক স্যার সাহস করলেন ম্যাগাজিনের লেখা নিয়ে ক্যানভাস করার। বিষয়টা অবশ্য আমরা খুব সহজে এবং ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারলাম ব্যাবিলনে হক স্যারের জনপ্রিয়তা এবং মানুষকে কথা দিয়ে মুগ্ধ করে ফেলার অসাধারণ গুণের কল্যাণে।

এবার কিন্তু লেখা জমা পড়া শুরু হল। তবে যা জমা পড়ল তার মান এবং সংখ্যা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। কিভাবে ম্যাগাজিন বের হবে তা নিয়ে আমি রীতিমত শঙ্কিত। তবে আমার শঙ্কাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ২য় সংখ্যাটি যা দাঁড়িয়েছিল তা নিয়ে আমি আজও গর্ব বোধ করি। যদিও ম্যাগাজিনের সম্পূর্ণ লে-আউট যেদিন হাতে পাই সেদিন ভীষণ কষ্টে ভারী হয়ে গিয়েছিল মনটা। কারণ-আমি তো লিখতে পারিনা তাই লেখাও জমা দেইনি। তাইতো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকা সত্ত্বেও ম্যাগাজিনের কোথাও আমার নাম নেই। সূক্ষ্ম সেই ব্যাথাটা আনন্দে রূপ নিতে দেরি হয়নি এমদাদ স্যারের সম্পাদকীয়তে আমার নাম দেখে। ব্যাবিলন কথকতা-এর ৫ম সংখ্যা বের হয়েছে গত বছর। দিনে দিনে ম্যাগাজিনটি যে আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে সে বিষয়ে আমার সাথে নিশ্চয় একমত হবেন সবাই।

ব্যাবিলন কথকতার পাশাপাশি হাসান স্যার পরবর্তীতে আমাকে যুক্ত করেন ব্যাবিলনের আর একটি মহতী উদ্যোগ - ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের সাথে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ প্রাপ্ত মেধাবী-দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যাবিলন প্রথম এই উদ্যোগটি নেয়। উদ্যোগের প্রবক্তা আবিদ স্যার। আর সব সময়ের মত ভাল কাজের সঙ্গী স্যারের চার বন্ধু (সালাম স্যার, নিসার স্যার, মইনুল আহসান স্যার ও এমদাদ স্যার)। প্রকাশনার কাজের মতই এই প্রকল্পটির কাজও আমার কাছে একেবারেই

নতুন। কোন ধারণাই নেই কিভাবে শুরু করা যায়। হাসান স্যার জমা পড়া সবগুলো দরখাস্ত দিয়েছিলেন শহীদ ভাইয়ের (আইটি) কাছে একটা তালিকা তৈরি করার জন্য। পরে স্যারের কথানুযায়ী শহীদ ভাইয়ের কাছ থেকে তালিকাসহ দরখাস্তগুলো আমি চেয়ে নেই কাজ করার জন্য। শুরুতেই দরখাস্তগুলোকে পারিবারিক অবস্থার দিক দিয়ে একটা গ্রেডিং করে ফেলি কাজের সুবিধার্থে। এই কাজটা ছিল অত্যন্ত কঠিন কারণ আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত। বেশ কিছু দরখাস্ত বাদ দিয়ে দিতে হয় তাদের যোগাযোগ করার কোন ঠিকানা বা ফোন নাম্বার না থাকায়।

শিক্ষা বৃত্তির জন্য জমা পড়া সেই দরখাস্তগুলো যতবার আমি হাতে নিতাম চোখের সামনে ভেসে উঠত বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল কিছু কিশোর-কিশোরীর মুখ। যারা ব্যাবিলনের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে। ব্যাবিলনের বেঁধে দেয়া সাঁকোয় তারা পার হচ্ছে জীবনের খরস্রোতা নদী, আলোকিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে, সারা বিশ্বে। একদিন তারা এভাবেই সাঁকো তৈরি করে দেবে আগামী দিনের কিশোর-কিশোরীদেরকে।

জমা পড়া দরখাস্তগুলোর মধ্য থেকে আমরা ৩০ জন ছেলে-মেয়েকে ডাকি তাদের সাথে কথা বলার জন্য। এরকমই একজন ছিল পলাশ। পলাশ তার বন্ধু থোইংকে নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল ব্যাবিলনে। সেদিন ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন হাসান স্যার, চৌধুরী স্যার এবং আমি। পলাশের সাথে কথা বলার মাঝে আমি থোইং-এর কাছে জানতে চাই তার বাবা-মা কি করেন।

-বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতেন। একদিন মাছ ধরতে যেয়ে আর ফিরে আসেননি। মা তাঁতী।

সাধারণভাবে বলা থোইং-এর কথাগুলোর মাঝে যে ব্যাথার সুর ছিল তা ছুঁয়ে গিয়েছিল আমাকে। থোইং কোন কারণে ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তির বিজ্ঞাপনটি দেখেনি তাই দরখাস্তও করেনি। হাসান স্যার থোইংকে বললেন আমার কাছে তার প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র জমা দেয়ার জন্য। স্যারের কথায় বুঝলাম থোইং-এর ব্যাথা তাঁকেও ছুঁয়ে গেছে যেমনটি ছুঁয়েছে আমাকে। শিক্ষাবৃত্তির কাজটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্যাবিলনের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছিল একটি কমিটি যার প্রধান ছিলেন আবিদ স্যার। প্রাথমিকভাবে কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল ২০ জন ছেলে-মেয়েকে শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে ডাকা ৩০ জন ছেলে-মেয়ের মধ্য থেকে শুধু ৩ জনকে ছাড়া সবাইকে শিক্ষবৃত্তির আওতায় আনা গিয়েছিল।

আমার কাজের সুবাদে ব্যাবিলনের প্রায় সব ইউনিটের সাথেই আমার একটা ইন্টার‍্যাকশন তৈরি হয়েছে সেই সাথে আমার স্কিলও ডেভেলপ করেছে বিভিন্ন দিকে। এজন্য আমি

ব্যাবিলন ম্যানেজমেন্টের কাছে এবং আমার সহকর্মীদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের সহযোগিতার কারণে আমি মার্চেন্ডাইজার হিসাবে যাত্রা শুরু করি গত বছরের শেষের দিকে। এই ডিপার্টমেন্টে আমি নতুন হলেও অন্য আর দশজন নতুনদের চেয়ে আমার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে এখানকার সবার সহযোগিতার কারণে। তাই তো প্রফেশনাল লাইফের পাশাপাশি আমার নিয়মিত ছাত্রী হিসাবে কোন বাঁধা ছাড়াই গ্র্যাজুয়েশন করার সুযোগ হয়েছে। আমার পাশে থাকার জন্য আমি আমার স্যার এবং সহকর্মীদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ব্যাবিলন পরিবারের সাথে আরো অনেকদিন চলতে পারবো এমনটা আশা করে শেষ করছি এবারের লেখা।

GENENCOR®
A Danisco Division

Introducing
PrimaGreen®
Together we can create the looks that fashion demands.

Genencor® and you—a partnership of possibilities

Genencor PrimaGreen® enzymes allow you to create different denim shadings from stonewashed to vintage by adjusting the enzyme dose, temperature, or treatment time.

Now with PrimaGreen®, you can meet the demand for the newest denim fashions and contribute to sustainability, giving consumers another reason to feel good in their new garments.

Contact us at textiles@danisco.com or visit www.primagreen.org for more information.

© 2010 Danisco US Inc.
Genencor® and PrimaGreen® are registered trademarks of Danisco US Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.

Best Wishes and Heartiest Congratulations on

Babylon Group's Silver Jubilee

এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
EXPRESS INSURANCE LIMITED

"নিশ্চিত নিরাপত্তার প্রতীক"

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়
অগ্নি, নৌ, মোটর, প্রকৌশল ও বিবিধ বীমার জন্য
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বীমা জগতে আমরা সমকালীন
বীমা কোম্পানিগুলি হতে অনেক এগিয়ে।
কারণ আমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

হেড অফিস ঃ আল-রাজী কমপ্লেক্স (১০ম ও ১১তম তলা), ১৬৬-১৬৭
শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরণী, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫৪৪২১, ৯৫৬১২৫৫, ৯৫৬৯৫৪৬, ৯৫৫৭১৯৬ পিএবিএক্স
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-০২-৯৫৬৮৬১৬

E-mail : xpresins@yahoo.com

Best Wishes and Heartiest Congratulations on

Babylon Group's Silver Jubilee

Meronym Technologies Ltd is a trusted name for supply of quality plant machinery to different Industrial Enterprises as follows: -

- Complete Automatic Paper Corrugation Line including supply of Carton Box Making.
- Complete Automatic Flat Fed Die Cutting Machine
- Automatic Stitcher-Gluer Machine with option for only Stitching / only Glueing and Stitching & Glueing together
- Paper & Paper Board Laminatic Machine
- Composite Poly Bag Making Machines (Blowing, Printing & Bag Making Machines)
- Injection Molding Machines
- Automatic Blow Molding Machines
- BOPP Gum Tape Coating Line and Gum Tape Slitting Machine
- Plant Machinery for Turnkey PP Woven Bag production
- Plant Machinery for Turnkey Ceramic Tableware Plants
- Plant Machinery for Turnkey Paper Mills

Meronym's Sales Program includes after sales service & troubleshooting

For enquiry kindly contact:

MERONYM TECHNOLOGIES LTD
SHAJAN TOWER – 2, ROOM NO 205 ~206
3 SHEGUN BAGICHA, (2nd floor)
DHAKA – 1000, BANGLADESH
TEL: 880 – 2 – 7161927, 7161928, 9559171
Mob: +880-1819249158
Email: meronymbd@gmail.com
Contact: Engr. Abdul Haque

With the best compliments

FALCON VENTURE LIMITED

We specialize in

100% Virgin Kraft Liner Paper
Semi-chemical Fluting Paper

Kraft Liner Paper ◆ Medium Paper ◆ Test Liner Paper ◆ Duplex Board ◆
Art Paper ◆ Sack Kraft Paper ◆ Corrugel SC Powder
◆ Tapioca Starch and Other Quality paper
of world famous brands :

VISY FOR A BETTER WORLD
Australian Paper
mondi
PPM connecting People & Paper Worldwide
正隆股份有限公司 CHENG LOONG CORP
LEKOK 利國造紙有限公司 LEKOK PAPER SDN BHD

From Australia, Europe, Canada, USA, Malaysia, Taiwan, Korea & other countries

You can reach us...

FALCON
FALCON VENTURE LIMITED
bridging you with quality paper

Dhaka Office
House- 465 (1st floor), Road- 31
New DOHS Mohakhali, Dhaka-1206

Tel : 02-8823308, 8824684, 031-721925
Fax: 02-8811245
E-mail: falcon@btcl.net.bd

Chittagong Office
232 Commerce College Road
Agrabad C/A, Chittagong

www.falconventureltd.com

THE ULTIMATE ACCESSORIES SOLUTION FOR RMG INDUSTRIES.

Codes & Labels Ltd provides superior quality of garments accessories in the ready made garments (RMG) industry since the very onset of the company in 2000, serving both the domestic and international sectors. Codes & Labels Ltd brings a fresh and innovative approach to the backward linkage service in ready made Garments industries in Bangladesh, acting as liaison between the buyers and the factories in home and abroad. Focusing on the best possible services, this company achieved the highest quality level with latest technologies.

Widest range of techniques including screen-printing process, offset, flexographic and thermal transfer. We ensure the highest and the most consistent quality for all your hangtags, barcodes, adhesive labels etc. Special paper stocks, unique folding methods, stringing, taping, gluing and foil stamping are equality available in our factory.

- Cutting & Holes
- Coatings or Varnishing
- Embossing or Debossing

Woven Labels :
We offer Woven labels on Taffeta, Stain and Needle Loom. Any Design any Quantities within a reasonable time span with very competitive price.

Care Labels :
Ultrasonic cutting, Edge & Folding. On Satin, Nylon & Twilled Tape. Dried with Infra-Red Ultra Violet (UV) oven dyer. Fast delivery. High speed both side rotary & flexo narrow web printing machine. Which can handle almost any quantities of printed labels.

- Taffeta
- Stain
- Needle
- Loom

- Ultrasonic Sealing
- Pearl Strip Header
- Hanger Attaching
- Bottom Cutting
- Hanger Cutting
- Perforation
- PPE
- LDPE
- PP
- BOPP Poly Bag
- Zip Lock
- Adhesive

We are Manufacturer of PVC Rubber Patch/Badge and 100% PVC free Silicon patch/badge. All Patches are Cadmium, lead (pb), Mercury and Azo free.

- Excellent 3-dimensional definition.
- Best Quality.
- All imported material. Hazard free.
- Wide range of colors.
- Fast sampling from Art work or design or physical sample.
- competitive prices.
- Excellent Customer Services.

CODES & LABELS LTD.

House # 30, Lake Drive Road, Sector # 7, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel : +88-02-8916329, 8916369, 8921596, Fax : +88-02-8957462
E-mail : info@codesandlabels.com, Web Site : www.codesandlabels.com

BYWAYS BANGLADESH
Production Centre for BYWAYS LTD., UK
www.byways.co.uk/bangladesh

Best Wishes and Heartiest Congratulations on

Babylon Group's Silver Jubilee

SHOYEB CHOWDHURY

Economy Travel and Tours Agency

Phone: 7117237, 01915604554, Email: soyeb_69@yahoo.com

Cost Effectiveness in Textile Processing

Syed Md. Azizur Rahman
Deputy General Manager, Aboni Textiles Ltd.

Textile and apparel sector is facing a lot of challenges in Bangladesh now. On the other hand, we have a huge potential to dominate the global textile market. We have a strong tradition of textiles and vastly talented persons in the trade. Textile industry has to strive & put in some real work towards fulfilling such expectation. Hence, wet processing in future should be cost effective, environmentally friendly & gentle to textile material. Innovative efficient strategies to achieve these goals are needed. Here, various such innovative techniques like right first time dyeing, new idea of super critical CO_2 dyeing, various measures of energy & water conservation that makes textile processing eco-friendly & cost effective in future.

This is my small effort to find out some cost saving measures for our competitiveness.

1) Process Modification:- By process modification we can save huge energy, water, dyes & chemicals etc. We should search latest technology of wet processing for continual development. For instance, we can introduce Bio-scouring instead of caustic scouring. We can do combined bio-scouring and bio-polishing in the same bath. This is easily applicable in medium and dark colours. This is eco-friendly and reduces 5-6% process loss of cotton fabric.

2) Approach of right first time dyeing:- When one thinks about competitiveness in this millennium, wet processed goods must be provided with consistent quality, in large quantity, adhering to delivery schedule & with right first time performance. Textile wet processing sector is a major consumer of water & energy. By proper process control & appropriate dyes & chemical selection, we can achieve best R.F.T. level. Thus this way we can save energy, water, dyes & chemicals cost and overhead cost.

3) Optimization of liquor ratio and recipe:- It is very important for a wet

processing industry to optimize the M:L ratio and recipe. By doing this we can save huge energy, water and dyes & chemicals.

4) New idea:- Super Critical carbon dioxide dyeing:- Super critical CO_2 has been tried in different areas of textile treatments & has very high potential because this dyeing medium completely avoids water pollution & use of conventional auxiliaries in dyeing as well as after treatment. Drying after dyeing is also not required. CO_2 dyeing technology is now in its way to become an industrial application. Hence, it is a new technologically profitable process.

5) To set up economizer in Boiler:- Boiler flue gases contain substantial heat energy. This energy can be utilized to preheat the boiler feed water through economizer but at present in most of the industries it is not being utilized. Some factories install economizer but most of those don't last long. The reasons may be because of use of improper material for construction or faulty design.

6) Use of cooling water as boiler feed water:- In textile wet process industry a lot of cooling water is used which in the process of cooling reaches a temperature between 60^0C-70^0C. This preheated water can be used as boiler feed water to save energy.

7) Repairing leakages of pipelines:- Energy should be saved by repairing leakages of pipelines. In most of textile industries it was found that there are number of pipelines & equipment from where steam, steam condensate & hot water are lost through leakages. It is difficult to assess the quality of leakages but it is obvious that leakage of hot water & steam result in substantial energy loss. Generally, condition of piping & insulation is not up to the standard due to the fact that preventive maintenance is not given due consideration. One of the reasons for this negligence may be due to production load in which machine shutdown for repair is difficult. So production department should give enough time to maintenance department for proper preventive maintenance. It will save huge energy.

8) Proper insulation of pipelines:- We can save huge energy by proper insulation of pipelines. Actually, energy is one of the most important

ingredients in any industrial activity. However, its availability is not infinite. Water is also expensive to buy, treat & dispose. So we should be more conscious about its saving.

Today in the world we have to face a competitive environment & "survival of the fittest" becomes a rule for the game. There is a clear indication that Bangladesh textile & apparel industry is facing severe competition. The market is already overcrowded with suppliers & price pressures. It is well known that only those who are responsive to change will survive. The key to success in this market place is quality & affordability.

- SPECIALIZED LUBRICANTS
- BEARINGS
- POWER TRANSMISSIONS
- TIMING & V-BELTS
- SIZING CHEMICALS
- WATER TREATMENT PLANTS
- EFFLUENT TREATMENT PLANTS
- RAW COTTON
- COMMODITIES
- TEXTILE WAX ROLLS

KLÜBER LUBRICATION · OKS · Pellizzari · INA · FAG · LOCTITE · REXNORD · optibelt Power Transmission · AQUA industrial watertreatment · DUPONT The miracles of science · Louis Dreyfus Commodities · noble cotton · BAHICO · GILL & CO. LTD.

DELCOT

House # 139, Road # 13
Block # E, Banani
Dhaka- 1213, Bangladesh.
Tel : +8802-8853634-5, 8854106, 8831139
Fax : +8802-9861455
e-mail : info@delcot.net

রাজা

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (জয়)
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআরডি এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আমার। যদিও এটা ইচ্ছাকৃত নয় প্রয়োজনের তাগিদেই এটা এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এক সকালে সবেমাত্র ঘুম ভেঙ্গেছে এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি আমাদের দারোয়ান দাঁড়িয়ে।

-স্যার আপনাগো বাসায় এক পোলা আইছে।

-এত ভোরে তো আমাদের কোন আত্মীয় আসবার কথা নয়। কে চাচা?

-আমি কমু কেমনে, খালি আপনার নাম ছাড়া আর কিছুই কইবার পারেনা।

ততক্ষণে কলিং বেলের শব্দে আমার সহধর্মিণীর ঘুম ভেঙ্গে গেছে এবং সে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে দারোয়ান চাচার সব কথা শুনেও ফেলেছে।

-ছেলেটার নাম কি চাচা?

-তা তো জিগাই নাই।

-আচ্ছা ঠিক আছে যান ছেলেটাকে সাথে করে নিয়ে আসেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে দারোয়ান চাচা ছেলেটাকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকল। রোগা পাতলা দশ কি বারো বছর বয়সের একটা ছেলে। ওকে দেখে মনে হলো না, এই জন্মে আগে কখনও ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে। তবে ওর হাতের চিরকুটটা প্রমাণ করছে যে ওর সাথে আমাদের একটা পূর্ব যোগসূত্র আছে, কারণ চিরকুটের লেখাটা সোনিয়ার (যিনি আমার সহধর্মিণী)।

-স্যার আমাকে চিনতে পারছেন না?

আমি ছেলেটার সাথে আমাদের পরিচয়ের যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। ওর ডাকে চমক ভাঙ্গল।

-স্যার আমি সেন্টমার্টিন থেকে এসেছি।

সোনিয়া এতক্ষণ চুপচাপই ছিল। হঠাৎ করেই যেন ও জেগে উঠল।

-ওহ! তুমি রাজা।

-হ্যাঁ, এইতো আপা আমাকে ঠিকই চিনতে পারছে। দারোয়ান চাচা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো, এবার সে যাবার অনুমতি চাইছে। চাচাকে যাবার জন্য বলে আমি তখনও চিনবার চেষ্টা করছিলাম এই রাজাটা আসলে কে। সোনিয়া ততক্ষণে মহা উৎসাহে রাজাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমার বউ এর এই ক্ষমতা আবার অসাধারণ।

-আপা আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

-আরে চিনতে পারবো না বলো কি? এই তো সেদিনের ঘটনা। ব্যাপার কি বলোতো এত

সকালে তুমি এখানে কিভাবে?

-আপা আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। সাথে আপনার দেওয়া এই ঠিকানা ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। আমাকে আপনি একটা কাজ দেন আপা।

ওদের কথা শুনছিলাম মনোযোগ দিয়ে। মনে পড়ছে ছেলেটাকে। আজ থেকে চার বছর আগের কথা, আমি আর সোনিয়া বিয়ের পর বেড়াতে গিয়েছিলাম কক্সবাজার। সেখান থেকে একদিনের প্যাকেজ ট্যুরে গিয়েছিলাম সেন্টমার্টিন দেখতে। ছোট্ট একটা দ্বীপ, অসাধারণ! নতুন বিয়ে, একমাসের মধ্যে প্রথম বেড়াতে যাওয়া, আমাদের কাছে জগৎটাই তখন অন্যরকম। তারপর সোনিয়ার আবার সব কিছুতেই অতি উৎসাহ।

আমাদের সঙ্গে আরো অনেক ট্যুরিষ্ট ছিল। জাহাজ থেকে নেমে যে যার মত আলাদা হয়ে গেল। আমরা সমুদ্র সৈকত ধরে এগুচ্ছিলাম। আমাদের সাথে ছোট একটা ব্যাগ ছিল। সোনিয়া আর আমি অনেক ছবি তুলছিলাম সে কারণে ব্যাগটা নিয়ে একটু সমস্যায় পড়েছিলাম। এর মধ্যেই হঠাৎ করে দেখি কোথা থেকে এক বাচ্চা ছেলে এসে হাজির। সে মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের অনুসরণ করছিল। আমার কাছে এসে সে বলল, 'স্যার আমি আপনাদের ব্যাগটা দেখি। এর জন্য আমাকে কোন টাকা পয়সা দেওয়া লাগবে না শুধু একটা ফটো তুলে দিলেই হবে'। শুনে তো আমি অবাক, ছেলেটা বলে কি? যাহোক আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু আগেই বলেছি আমার বউ-এর আবার সব কিছুতেই অতি উৎসাহ। সাথে সাথে বলে বসল, 'তোমার একটা না অনেকগুলো ফটো তুলে দিব। তুমি এইখানে দাঁড়াও এক্ষুণি তোমার ছবি তুলে দিচ্ছি'।

ওই শুরু হয়ে গেল, আমার বউ এবার ওই ছেলেটাকে নিয়ে লেগে পড়লো। আমরা যেখানে যাচ্ছি মহা উৎসাহে ছেলেটা আমাদের সাথে আছে। ছেলেটা সোনিয়াকে ঝিনুক কুড়িয়ে দিচ্ছে। কোথা থেকে একটা প্রবালও জোগাড় করে এনে দিয়েছে। ও তো মহা খুশি। এইটুকু সময়ের মধ্যে সোনিয়ার ছেলেটার জীবন বৃত্তান্ত নেয়া হয়ে গেছে। ছেলেটার বাবা নেই, সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। তারপর থেকে ওদের খুবই কষ্টের জীবন কাটাতে হচ্ছে। তিনবেলা তো দূরের কথা দু-বেলাও ওরা ঠিকমত খেতে পায়না। সোনিয়ার তো ওদের কষ্টের কথা শুনে কেঁদে বুক ভাসানোর অবস্থা। ছেলেটা বুঝে গিয়েছিল। আমরা যতক্ষণ সেন্টমার্টিন ছিলাম ও আমাদের কাছ ছাড়া করেনি। সোনিয়া দুপুরের খাবার ওকে নিয়েই খেল। বিকেলে আমরা ফিরে আসলাম কক্সবাজার। ফিরবার সময় সোনিয়া ওর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়েছিল মনে পড়ে, কিন্তু বাড়ির ঠিকানা কখন যে দিল সে ব্যাপারে একদম চেপে গিয়েছিল। যাহোক ওই ঠিকানা সম্বল করেই ছেলেটা মানে 'রাজা' আজকে আমার বাড়িতে উপস্থিত। এবং ঐ আধাবেলা পরিচয়ের যোগসূত্র ধরে

আমার বাড়িতে রাজার আসনটা না পাক প্রজা হিসাবে একটা পোক্ত জায়গা করে নিল সে।

রাজাকে নিয়ে দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল। আমরা সবাই রাজার উপর নির্ভরশীল হয়েও পড়েছিলাম।

এভাবেই বয়ে চলছিল সময়। এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন আবিস্কার করলাম রাজা নেই। সারা বাড়ি, ছাদ, আশপাশ তন্য তন্য করে খোঁজা হল। না, রাজা কোথাও নেই। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, সারা বাড়ি ছড়ানো ছিটানো এত কিছু আছে, রাজা চাইলে আমাকে নিঃস্ব করে যেতে পারত। কিন্তু না, সে এসেছিল ভিখারীর বেশে কিন্তু চলে গেল এক উদাসী রাজার মতই।

পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত একটা জায়গা। মাঝে মধ্যেই এখানে এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, এই চেনা জগৎটা, চেনা মানুষগুলোকে বড্ড অচেনা মনে হয়। রাজা চলে যাবার পর দীর্ঘ পনের বছর পেরিয়ে গেছে। সময়ের সাথে সাথে আমরাও রাজাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক সেই রকম আর এক সকালে আমার দরজায় এক যুবক দাঁড়িয়ে, তার হাতে সোনিয়ার লেখা সেই ১৯/২০ বছরের পুরোনো চিরকুটখানা।

উন্নতির পথে ব্যাবিলন

এ,কে,এম, গোলাম মহ্হী চৌধুরী
সিনিয়র কমার্শিয়াল অফিসার, ওভেন টপ্স

ব্যাবিলন গ্রুপ। সাফল্যের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা এক জয়যাত্রা। একটি অসাধারণ উদ্যোগ। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল (আদৌ উন্নতির পথে কিনা সন্দেহ হয়) বেকারত্ব যেন বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত। কোন এক সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখেছিলাম, এ দেশে বেকার সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে চার কোটি। অর্থাৎ নয় কোটি হাত এখানে কর্মহীনভাবে পড়ে থাকে। সে দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়াই তো অস্বাভাবিক।

আমি ব্যাবিলন গ্রুপে জয়েন করি ১৯৯৭ সালের জুন মাসে। ব্যাবিলন গ্রুপের এ বিজয় যাত্রার এক যুগের বেশি সময়ের প্রত্যক্ষ্যদর্শী আমি। আজ যখন আমাদের প্রাণপ্রিয় ব্যাবিলন গ্রুপ-এর 'রজতজয়ন্তী' সমাগত তখন দু'কলম না লিখে পারছি না। যা লিখছিলাম, এ বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প। ব্যাবিলন গ্রুপ সে মহান ব্রত পালনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মাদার কনসার্ন ও সিস্টার কনসার্নগুলোসহ ব্যাবিলন গ্রুপ ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় - যা বহু মানুষের কর্মহীন হাতে কাজ দিয়েছে। দিয়েছে বহু পরিবারের রুটি রুজির ব্যবস্থা।

আমার মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগত যে ব্যাবিলন গ্রুপ এত অল্প সময়ে কিভাবে দেশের শীর্ষস্থানীয় গার্মেন্ট রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। তাই প্রায়ই জানতে চাইতাম এ সাফল্যের রহস্য কি? কি এর পটভূমি?

আপতদৃষ্টিতে যা জানলাম তা হল ব্যাবিলনের যাত্রা শুরু ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে পুরবী সিনেমা হলের পার্শ্ববর্তী পুরবী মার্কেটের চার তলায়। শুরুর পথটা এখনকার মত এতটা মসৃণ ছিলনা। কোন সাফল্যের শুরুই মনে হয় মসৃণভাবে হয়না। প্রকৃতি প্রত্যেকটি সাফল্যকেই প্রতিকূলতা আর প্রতিবন্ধকতা দিয়ে পরীক্ষা করে নেয়।

কোথাও পড়েছিলাম যে, প্রজাপতির শুয়োপোকা যখন এর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে তখন ভীষণ পরিশ্রম করতে হয় তাকে। কিন্তু এই পরিশ্রমই তাকে বাইরের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়বার শক্তি দেয়। অথচ অনেক জ্ঞানীই বলেছেন যে, ঐ শ্রমটুকু যদি ওদের করতে না হত তাহলে বেশির ভাগ প্রজাপতি জীবনের শুরুতেই মারা পড়ত। কারণ বাইরের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা তাদের জন্মাত না।

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলতে পারি, ব্যাবিলনের জন্মলগ্ন থেকেই ব্যাবিলনের পরিচালক ও

কর্ণধাররা সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। যখন কোন সাফল্য আসে তখন সবাই সেই সাফল্যের পেছনের সৌভাগ্যকেই দেখে। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম আর অধ্যাবসায়টা সবার চোখ এড়িয়ে যায়। সবাইকে বলতে শোনা যায় এদের ভাগ্য বেশ ভালো। তবে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাবো ব্যাবিলনের কর্ণধার ও পরিচালনা পরিষদকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধার সমন্বয়ে ব্যাবিলনকে নিয়ে গেছেন সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে। যাঁরা তাদের উদার মনোভাব আর নিষ্ঠার দ্বারা প্রত্যেক কর্মকর্তা, স্টাফ এবং শ্রমিককে এক কার্যকর চক্রে গতিশীল করেছেন।

আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, যখন প্রতিদিন আমি ব্যাবিলনের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করি, তখন থেকেই আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে যাই। যতক্ষণ আমি সেখানে অবস্থান করি আমি যেন সেই ঘোরের মধ্যেই থাকি। আমি নিশ্চিত যে, ব্যাপারটা শুধু আমার ক্ষেত্রেই ঘটেনা ব্যাবিলনে কর্মরত প্রত্যেকটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তা ঘটে।

ব্যাবিলনের অগ্রগতির পথে যেমন যোগ হয়েছে পরিচালকবর্গের অগ্রগতি ও সঠিক পরিকল্পনা তেমনি যোগ হয়েছে এখানে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তির কর্ম অনুরাগ ও পরিশ্রম করবার মানসিকতা। আল্লাহ বলেছেন- 'লাইছা লিল্ ইনছা-নি ইল্লা-মা ছাআ' (সূরা নাজম, আয়াত ৩৯) অর্থাৎ মানুষের জন্য চেষ্টা ছাড়া কিছুই নাই। আর তাদের এই অক্লান্ত চেষ্টা ব্যাবিলন গ্রুপের কর্ম পরিবেশকে করেছে অদ্বিতীয়। তারা এ চেষ্টা এবং পরিশ্রম করবেনই বা না কেন। তাদের সকল সুযোগ সুবিধা ও আর্থিক নিরাপত্তার দিক কোম্পানি আন্তরিকতার সাথে দেখে এবং বিবেচনা করে। যেমন, ঈদ বোনাস, রিক্রিয়েশন লীভ এ্যান্ড এলাউন্স ইত্যাদি। এ ছাড়াও শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মঠ করতে কোম্পানি বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় উপস্থিতি বোনাসের কথা। এটা তাদের কাজ করার জন্য এবং সময়নিষ্ঠ হওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় উদ্যোগ।

এবার আসি তৈরি পোশাকশিল্প খাতে ব্যাবিলন গ্রুপের স্বার্থকতা সম্পর্কে। আসলে কোন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির প্রতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক দাবি থাকে, যেমন-

* ন্যায্য মজুরী (Reasonable salary/wage)
* স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Health & Safety)
* ডিউটির ন্যায়সঙ্গত সময় (Reasonable duty hours)

ব্যাবিলন গ্রুপ এ সবগুলো বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পূরণ করে আসছে। ব্যাবিলন প্রত্যেক শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে তার যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অনুযায়ী বেতন, ভাতা ও পদোন্নতি প্রদান করে। ব্যাবিলন গ্রুপের কারখানাগুলোতে রয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ইত্যাদি যা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত

করে। এ ছাড়াও শ্রমিকদের কাজের সময় ও ওভার টাইম সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে তাদের পারিবারিক জীবন বিঘ্নিত না হয়। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এখানে আছে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকেরা আরও দক্ষ হচ্ছে। শ্রম সম্পদ উন্নত হচ্ছে। এখানে শ্রমিকদের জরুরী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আছে 'ফার্স্ট এইড' টিম। শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সকল ষ্টাফ ও শ্রমিককে অফিসিয়াল ড্রেস, ইউনিফরম এবং আইডি কার্ড প্রদর্শন ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হয়।

কর্মজীবী মায়েদের যাতে তাদের সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা করতে না হয় সে জন্য রয়েছে এখানে 'ডে কেয়ার সেন্টার' (Day Care Center)। শ্রমিকদের বিনোদনের জন্য আছে বার্ষিক ভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসব দিক থেকে পর্যালোচনা করলে ব্যাবিলন গ্রুপ সত্যিকার অর্থে একটি 'শ্রমিক হিতৈষী প্রতিষ্ঠান'।

এবার একটু ভিন্ন দিকে চোখ ফেরাই। 'ব্যাবিলন কথকতা' বিষয়ে দু'এক লাইন না লিখলেই নয়। গার্মেন্টস সেক্টরে কোন প্রতিষ্ঠান কখনও কোন ম্যাগাজিন বা সাময়িকী বের করার উদ্যোগ নিয়েছে এমনটা বিরল। অথচ সে বিরল ঘটনার উজ্জ্বল স্বাক্ষী আমাদের 'ব্যাবিলন কথকতা'। কর্মজীবী মানুষদের মধ্যেও যে সাহিত্যে কত সুপ্ত প্রতিভা থাকতে পারে 'ব্যাবিলন কথকতা' তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

ব্যাবিলন এসব করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং অনুভব করেছে সমাজের কাছেও তার কিছু দায়বদ্ধতা আছে। আর তাইতো আরও কিছু মহতী উদ্যোগ গ্রহণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল- এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ প্রাপ্ত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি ও সংবর্ধনা প্রদান। এসব ছাত্রছাত্রীরা যেন ক্ষুদ্র চারা, যারা এই মহান উদ্যোগ-এর ফলে একদিন মহীরুহতে পরিণত হবে। সেবা করবে দেশ ও জাতির। আরও উল্লেখ করা যায় ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস-এর কথা। এটি এমন একটি হাসপাতাল যা দরিদ্র ও অসহায়দের কম খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এটি সন্ধানীর সহযোগিতায় গ্রুপের ভিতর থেকে রক্তদান কর্মসূচির এক সফল রূপদান করছে ২০০৯ সালে। বহু রক্তদাতা রক্ত দান করেন সেই অনুষ্ঠানে, যা কিনা বিপন্ন গরীব রোগীদের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দান করা হয়। আশা করি এই রক্তদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে 'ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস'।

আরও কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছেঃ-

১। ন্যায্যমূল্যে বাজার ব্যবস্থা। এখান থেকে শ্রমিক/কর্মচারীরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাধারণ বাজারের চেয়ে সুলভ মূল্যে ক্রয়ের সুযোগ পায়।
২। শীতকালে শীতার্তদের প্রতি শীতবস্ত্র বিতরণ।
৩। অফিস এবং ফ্যাক্টরিতে নামাজের সুব্যবস্থা।

৪। কমিউনিকেশন কম্পিটেন্স বৃদ্ধির জন্য কর্পোরেট অফিসে সপ্তাহে একদিন ইংরেজি ট্রেইনিং-এর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যা ব্যাবিলনের রূপ বৈচিত্র বহুগুণে বৃদ্ধি করবে।

৫। ব্যাবিলন লাইব্রেরি।

এমনি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে এসেছে ব্যাবিলন। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক নতুন নতুন উদ্যোগের বাস্তবায়ন দেখতে পাবো ব্যাবিলন পরিবারের কাছ থেকে। পরিশেষে বলছি, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় দেশে তৈরি পোশাকশিল্পে যে বিরাজমান অসন্তোষ বা বিশৃঙ্খলা চলছে তা মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যের বিরাজমান ভুল বুঝাবুঝি, হিংস্রভাব-এর ফল। আমি সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাবিলনের এই অসম্ভব সুন্দর ও অনুকূল কর্ম পরিবেশকে 'মডেল' হিসেবে নেবার পরামর্শ দেব। এর ফলে অন্ততঃ বাংলাদেশের এ সম্ভাবনাময় শিল্পটি রসাতলে যাবে না।

ছোট্ট একটা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা থেকেই কলমটা হাতে ধরেছিলাম। প্রবন্ধের শেষটা সাধারণতঃ গুরুগম্ভীর হয়, ছন্দ দিয়ে নয়। কিন্তু আমার মাথায় বেশ ক'দিন ধরে একটা ছন্দ ঘুরছে। মনে হচ্ছে লিখে ফেলা উচিত হোকনা নিয়ম ভঙ্গ। নিয়ম ভাঙ্গতে মাঝে মাঝে ভালই লাগে।

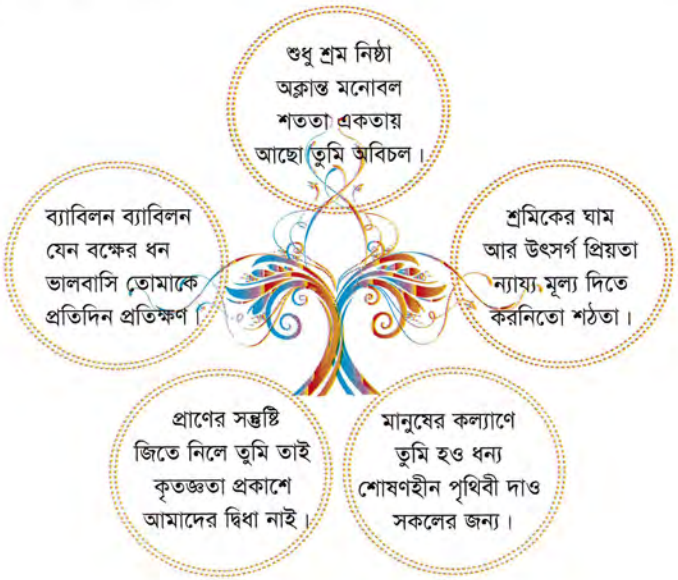

রিমঝিম

ইমদাদুল হক রনি
সিনিয়র অফিসার, মার্চেন্ডাইজিং, ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিমিটেড

আসলাম উদ্দিন মিরপুর টোলারবাগ পানির ট্যাংকের কাছে ফুটপাতের একটা চায়ের দোকানে চায়ের অর্ডার দিয়ে মনোযোগ দিয়ে চা বানানো দেখছেন। চা চামচ নাড়ানোর একটা তাল আছে কিন্তু লোকটার মোটেও তা হচ্ছেনা। এই চা বানানো দেখে আসলাম উদ্দিনের চা খাওয়ার রুচিই নষ্ট হয়ে গেল। তার ইচ্ছা হলো চা না খেয়ে টাকা দিয়ে উঠে যেতে কিন্তু পারলেন না। ভিতর আর বাইরের দোটানায় ঠাঁয় বসে রইলেন ।

চা ঠোঁটে লাগিয়ে আসলাম উদ্দিন রীতিমতো চমকে উঠলেন। এমন স্বাদের চা কতদিন আগে খেয়েছেন মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু পারলেন না। তার কাছে মনে হলো এর চেয়ে ভালো চা তিনি আর কখনো খাননি। তার মন খারাপ ভাবটা মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। তিনি ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিতে থাকলেন আর অপলক লোকটার চা বানানো দেখতে লাগলেন। তিনি আর এক কাপ চা খেলেন, সাথে এক প্যাকেট এনার্জি প্লাস বিস্কুট। চা-বিস্কুট খাওয়ার পর তার মনে হলো বিস্কুট খাওয়ার আগে Expiry date-টা দেখে নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যেটা উচিত হয়নি। এ ব্যাপারে তিনি বরাবরই ভীষণ সচেতন। তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাস করলেন, date ঠিক ছিল তো?
লোকটা বলল, আজই বিস্কুট দিয়ে গেছে।
আসলাম উদ্দিনের তা বিশ্বাস হলো না। তিনি তবু প্যাকেটটা খুঁজতে লাগলেন। দোকানদার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল-
-এখন আর date দেখে কি করবেন বিস্কুট তো পেটের ভিতরে ।
আসলাম উদ্দিন থামলেন, মনে মনে ভাবলেন মাথা কি আর ঠিকমতো কাজ করছেনা? বোধহয় ব্রেনের কিছু কোষ ঠিকমতো কাজ করছে না। এভাবেই কি একে একে ব্রেইন, শরীর অকেজো হয়ে যেতে থাকবে?

আসলাম উদ্দিন বাসায় ফিরে দেখলেন সেখানে হুলস্থুল কান্ড। বাসায় অনেককেই দেখা যাচ্ছে। পাশের ফ্ল্যাটের ভাবি, দ্বিতীয় তলার আমজাদ সাহেবের মেয়ে পাঁপড়ি, তৃতীয় তলার ফরিদ সাহেবের জমজ দুটি মেয়েকেও দেখা যাচ্ছে। আরো কয়েকজনকেও দেখা যাচ্ছে কিন্তু তাদেরকে চিনতে পারলেন না। সবাইকে মিষ্টি দেওয়া হয়েছে সবাই মিষ্টি খাচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। পাঁপড়ির গলা শোনা যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে ভাবী ছেলের নামটা রেখে ফেল না? খুব ভালো হবে। আসলাম উদ্দিন কিছু বুঝলেন না। নিজের ঘরে গিয়ে পারভেজের মাকে ডাকলেন।

-পারভেজের মা কোথায় গেলে? এদিকে একটু আসো তো?
নাসিমা বানু ঘরে ঢুকে বললেন, এত দেরি করে ফিরলেন, কোথায় গিয়েছিলেন?
-এই তো কাছেই ছিলাম। আচ্ছা বলোতো ব্যাপার কি? বাসায় তো একেবারে হুলস্থুল কান্ড।
-সব আপনার ছেলের (পারভেজ) কান্ড। তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তার মুখেই শুনবেন ।

কিছুক্ষণের মধ্যে পারভেজ ঘরে ঢুকে বলল,
-বাবা একটা সমস্যা হয়ে গছে। ১০ কেজি মিষ্টি এনেছি। এখন দেখি, সব মিষ্টি শেষ। আপনার মিষ্টিটাও রাখেনি। বড় জোর ১০ মিনিট লাগবে এর মধ্যে আমি যাব আর আপনার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসবো। তারপর শুনি বাবা আপনি কিসের জন্য ডেকেছেন?
-আমার মিষ্টির জন্য এত অস্থির হওয়ার দরকার নেই। তুমি বস।
-কি বলেন বাবা? আপনার নাতি ছেলে হবে আর আপনি মিষ্টি খাবেন না, তাকি হয়! আমার তো মনে হয় ছেলেটা আপনারই বেশি ন্যাওটা হবে।
-ভালো কথা। এবার বিষয়টা খুলে বলোতো ।
-আজকের আগেও দুবার আলট্রাসনো করিয়েছি। তাতে রিপোর্ট ছিল ছেলে। কিন্তু ছবি ততো স্পষ্ট ছিলনা আজ আবার করিয়েছি আজকেও ছেলে এবং ছবি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই আনন্দে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। তাই সবাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছি। বাবা, যাই আপনার জন্য মিষ্টি আনি?
-আমি এখন মিষ্টি খাব না। নাতি ছেলের মুখ দেখেই মিষ্টি খেতে চাই। ডাক্তার কি কোন ডেট দিয়েছে?
জ্বি বাবা, আগামী পরশু সোমবার।
-আচ্ছা এখন যাও বৌমার দেখাশুনা কর। এখন তার পাশে সবসময় থাকাটা জরুরী।
পারভেজ রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

আসলাম উদ্দিন শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিলেন। বিজ্ঞানের সুপারফাষ্ট অগ্রগতি তাকে বিপুল আনন্দ দেয়। তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না । এইতো ১০০ বছর আগে মানুষ বিদ্যুৎ চিনতো না আর আজ তারা বিদ্যুৎ ছাড়া জীবন কল্পনা করতে পারেনা। জন্মের আগেই জানা যাচ্ছে কি বাচ্চা হবে? মোবাইল ফোন যোগাযোগকে করেছে মসৃণ। অফিসের বস হংকং-এ বসেও দিব্যি বাংলাদেশে অবস্থিত একটা অফিস কন্ট্রোল করতে পারে অনায়াসে ইলেক্ট্রনিক মেইলের (E-mail) মাধ্যমে।

কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট পড়ে ভালো লাগলো যে, বিজ্ঞানীরা নাকি এমন একটা যন্ত্র বানাতে চেষ্টা করছে যেটা নাকি ভূমিকম্প বা সুনামির পূর্বাভাস দিতে পারবে যাতে করে আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া যাবে। এটা নাকি সম্ভব এবং খুব শীঘ্রই এটা আবিষ্কার হবে।

সেই থেকে আসলাম উদ্দিন প্রতিদিন অধীর আগ্রহে পত্রিকা খোলেন যন্ত্রটার অবস্থা জানার জন্য। যন্ত্রটা বড়ই জরুরী বাংলাদেশের জন্য। একটা মাঝারি ভূমিকম্পে ঢাকা শহরটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এ দেশ আর কোমর খাড়া করে দাঁড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ। জাপানের মতো এত উন্নত দেশ যেখানে হিমসিম খাচ্ছে।

পারভেজের ছোট বোন নূরজাহান থাকে মিরপুর রূপনগর আবাসিক এলাকায়। চৈত্রমাসের শেষের দিক। যখন তখন বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে ধূলোঝড় ওঠে সাথে খানিকটা বৃষ্টিও হয়। এই রকম ঝড় আর বৃষ্টিতে ভিজে পারভেজ মিষ্টি নিয়ে নূরজাহানের বাসায় উঠলো। নূরজাহান তো অবাক! এই সন্ধ্যায় ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ভাই হঠাৎ মিষ্টি হাতে।
-ভাইয়া, ঘটনা কি? একেবারে মিষ্টি হাতে হাজির আরেকটা বিয়ে করবে নাকি?
-থাপ্পড় খাবি একদম। তোর ভাবির ছেলে হবে এই আনন্দে সবাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছি।
নিজের পাগলামির কথা বলতে পারল না, বলল তোর ভাবি পাঠালো তোকে মিষ্টি দিতে। সবাই মিষ্টি খাচ্ছে আর তুই বাদ থাকবি কেন?
-ও, তার মানে ভাবি তোমাকে পাঠিয়েছে মিষ্টি দেওয়ার জন্য। ছেলের খুশিতে মা একেবারে আহ্লাদে গদগদ দেখি।
-শোন, চলি দেরি হয়ে যাচ্ছে বাসায় যেতে হবে। বেশি বেশি দোয়া করিস।
নূরজাহান কিছু বলার আগেই পারভেজ হন হন করে বেরিয়ে গেল।
নূরজাহান ভাবীকে ফোন দিল।
-ভাবী, ভাইয়াকে কি আদব কায়দা শেখাওনি, কোথাও গেলে একটু তো বসে যেতে হয় নাকি? বলে- 'উঠল বাই চলরে যাই'।
-কি হয়েছে বলবি তো।
-আর কাকে কি বলবো? তুমিও তো একই। আরে বাবা ছেলেটা আগে হোক তারপরেই না হয় মিষ্টি খাওয়াও। তুমি নাকি ভাইয়াকে পাঠিয়েছ আমাকে মিষ্টি দেয়ার জন্য। ছেলে হবে এই আনন্দে।
-কি যে বলিস? ছেলে হবে এই নিয়ে তোর ভাইয়ের মাথা খারাপ হয়েছে। আমার তো ইচ্ছে একটা মেয়ে হোক। মাথা ভর্তি করে ঝুঁটি বেধে দেব। পুতুলের মত সারাক্ষণ ঘুরঘুর করবে।
-বুঝেছি ঘটনা কি। শোন হাসপাতালে যাওয়ার আগে আমাকে জানিও। আমি আসবো। না জানালে কিন্তু ভীষণ খারাপ হবে।
-আচ্ছা বাবা, জানাবো। এখন রাখ তো দেখি। শরীরটা কেমন যেন খারাপ লাগছে।
-আচ্ছা রাখছি। ভাল থেক, সাবধানে থেক।

রোজ সোমবার। মেঘলা আকাশ, আবহাওয়া শীতল। লোকজন কাজকর্ম করছে বেশ শান্তিতে। পারভেজ ডেলটা হসপিটালের দোতলায় OT-এর সামনে পায়চারি করছে। এই

শীতল আবহাওয়ার ভেতরেও পারভেজ ঘেমে ঘেমে উঠছে। নূরজাহান তার ভাবীর কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অপারেশন শুরু হবে। ডাক্তাররাও পারভেজের পাগলামির ব্যাপারটা জেনেছেন। ডাক্তাররা জানিয়েছেন আরো ঘন্টাখানেক ধৈর্য ধরতে হবে। কিন্তু পারভেজ আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।

আসলাম উদ্দিন এশিয়া সিনেমা হলের পাশে দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কুষ্টিয়া-ঢাকাগামী বাসগুলো এখানে এসে থামে। কুষ্টিয়া থেকে ছোট ভাইয়ের ছেলে রকিব আসছে। রকিব মিষ্টি নিয়ে আসছে। অর্ডার দিয়ে স্পেশালভাবে মিষ্টিগুলো বানানো হয়েছে। আজ আসলাম উদ্দিন নিজের হাতে সবার ঘরে ঘরে মিষ্টি দিতে চান।
রকিবের সাথে আসলাম উদ্দিনের মোবাইলে কিছুটা কথা হল-
-এখন কোথায় আছ বাবা?
-চাচা, জায়গাডা চিনতে পারছি নে। এক ঘন্টা আগে সিরাজগঞ্জ সেতু পার হয়ে আইছি।
-সিরাজগঞ্জ সেতু তো চিনলাম না?
-না চেনারই কথা। নামকরণ by Rakib। পাঁচবছর পর পর নাম চেঞ্জ। একবার বঙ্গবন্ধু সেতু, একবার যমুনা সেতু আবার বঙ্গবন্ধু সেতু। এতবার চেঞ্জ। তাই নিজেই একটা নাম দিয়ে দিলাম। (বাসের ভিতর সবাই জোরে হেসে উঠল) বুদ্ধিডা কেমন চাচা?
আসলাম উদ্দিন কিছু বললেন না।
-আচ্ছা বাবা, মিষ্টি ঠিকঠাক মত আছে তো?
-জ্বি চাচা, মিষ্টি ঠিকই আছে। কোন সমস্যা নেই।
-মিষ্টি কি তুমি খেয়েছিলে?
-জ্বি চাচা, মিষ্টি ফাষ্ট ক্লাস হইছে। যে মিষ্টি একবার খাবিনি তার সারাজীবন এই মিষ্টির কথা মনে রাখতিই হবি।
নেটওয়ার্ক ঝামেলা করায় আসলাম উদ্দিন আর কথা বলতে পারলেন না।

ব্যাবিলন গার্মেন্টস-এর worker-রা লাঞ্চের পর কাজে ফিরছে। কাউকেও তেমন জীর্ণশীর্ণ দেখাচ্ছে না, সবাই বেশ পরিপাটি। সাধারণত: দুর্বল আর ভগ্নস্বাস্থ্যের worker-ই চোখে পড়ে। এরা নিশ্চয় বেশ ভাল কর্মপরিবেশ পেয়েছে। একবার আসলাম উদ্দিন ব্যাবিলনে এসেছিলেন। তার এক বন্ধুর মেয়ে রুবিকে নিয়ে। রুবিকে শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়া হয়েছিল। ব্যাবিলনের অফিস আর কর্মপরিবেশ দেখে গার্মেন্টস সর্ম্পকে আসলাম উদ্দিনের ধারণা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। বাইরে থেকে গার্মেন্টস সম্পর্কে কত বাজে ধারণাই না ছিল তার । আসলাম উদ্দিনের ইচ্ছা সব গার্মেস্টসেই যেন এই ধরণের কর্মপরিবেশ বিরাজ করে। তাহলে অনেক দ্রুত এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। অনেক যোগ্য লোক তৈরি হবে। এই দেশের অনেক যোগ্য লোক দরকার।

ব্যাবিলনের গলির মাথায় ভাজাপোড়ার (সিংগাড়া, সমুচা) দোকানটায় প্রচুর ভিড়। সবাই এটা সেটা খাচ্ছে। তবে চোখে পড়ার মত একটা বিষয় যে এ সব পেঁয়াজ, মরিচ, সবজি কাটা হচ্ছে রাস্তার উপরেই। পুরোপুরি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। বিদেশি ক্রেতা বা প্রতিনিধিরা গলি দিয়ে ঢোকার সময় এ সব দেখলে হয়ত ক্ষীণ হলেও বাংলাদেশ সর্ম্পকে খারাপ মনোভাব আসতে পারে। ব্যাবিলন এ ব্যাপারে ভাবতে পারে। আসলাম উদ্দিনের হয়েছে ভাবনা রোগ। কোন একটা কিছু পেলে ভাবনাগুলো ডালপালা ছেড়ে দেয়। এখন ভাবার সময় নয়।

নূরজাহান কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তার মাথা কাজ করছে না। কাজ করার কথাও না। কিভাবে পারভেজকে বলবে যে-ভাইয়া তোমার একটা মেয়ে হয়েছে। তার পরেও তাকে বের হতে হল। পারভেজ নূরজাহানকে দেখে এগিয়ে এল। নূরজাহান বলল-
-ভাইয়া, তোমার একটা পরীর মত মেয়ে হয়েছে।

পারভেজ যেন কিছুই শুনতে পেল না। একভাবে নূরজাহানের দিকে চেয়ে আছে। তার নড়ার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। নূরজাহান কোন রকমে পারভেজকে ধরে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। পারভেজ নূরজাহানের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। নূরজাহান কিছু না বলে তাকে কাঁদতে দিল। অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি নেমেছে। রিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির শব্দে পারভেজের চাপা কান্না মিশে গেল।

আসলাম উদ্দিন নাতনীর খবর জেনেছেন। তিনি কিছুটা চমকেছেন। বিজ্ঞানেরও কি মাঝে মাঝে ভুল হয়? না কি সৃষ্টিকর্তা দেখালেন যে মানুষকে এখনও এ সব ফলাফল নির্ধারণে ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তিনি দ্রুত দুই রাকাত নফল নামজ পড়ে ফেললেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে, তার পরেই তিনি সরকারি ডি-টাইপ কলোনীর পশ্চিম-দক্ষিণের যে বিল্ডিংটাতে থাকেন তার সব ঘরে মিষ্টি দিতে গিয়েছেন, তার নাতনীর জন্য দোয়া চেয়েছেন। যখন মিষ্টি হাতে বের হলেন তখন কাজটা অনেক কঠিন মনে হচ্ছিল। এখন বেশ হালকা লাগছে, ভাল লাগছে। তিনি তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ছুটলেন।

এতক্ষণে পারভেজ কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। আসলাম উদ্দিন নূরজাহানকে বললেন-
-মেয়ের বাবাকে মিষ্টি মুখ করাও। মেয়ের বাবা কি মেয়ে দেখেছে?
-না, উত্তর দিল নূরজাহান।
-একটা ভুল না হয় অজান্তেই হয়। তাই বলে পরপর দুইটা ভুল তো মেনে নেয়া যায় না। পারভেজ এখনো তুমি কিভাবে মেয়েকে না দেখে বসে থাকতে পারলে?
-আমি কোন্ মুখ নিয়ে মেয়ের সামনে দাঁড়াবো, বলেন বাবা?
-এত মুখ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে বলবে, মা আমায় ক্ষমা

করে দাও। আমার ভুল হয়েছে।
পারভেজ ভিতরে গেল। সান্তা (পারভেজের স্ত্রী) মেয়েকে কাছে নিয়ে শুয়ে আছে। মেয়েকে দেখে মনে হল অদ্ভুত সুন্দর একটা পরীর বাচ্চা শুয়ে আছে। বাবার কষ্ট ভুলিয়ে দেবার জন্য কি সে এত রূপ নিয়ে এসেছে? মনে হচ্ছে একটু পরেই হয়ত পাখা গজিয়ে মেয়েটা উড়ে যাবে। পারভেজের সব কষ্ট দূর হয়ে গেল। সে মেয়েকে কোলে নেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে সান্তাকে বলল, পরীটাকে কি নিতে পারি?
-তোমার মেয়েকে তুমি নেবেনা তো কে নেবে? আশ্চর্য বাবা!

খুবই সাবধানে পারভেজ মেয়েকে কোলে তুলে নিল। সান্তার চোখ ছলছল করে উঠল। নূরজাহান আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল । আসলাম উদ্দিন তার ভিজে ওঠা চোখ আড়াল করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পারভেজ মেয়ের কপালে চুমুর পর চুমু দিয়ে একসময় বলল-
-মা আমি ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করা যায় না?
-মেয়ের এখন কথা বলার সময় নয়। সে ঘুমে অচেতন। কোন সাড়া শব্দ নেই। ঘরটিতে সুনসান নীরবতা। শুধু বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। রিমঝিম রিমঝিম। পারভেজ মনে মনে মেয়ের নাম রেখে ফেলল রিমঝিম। সে কোমলভাবে ডাকল রিমঝিম? রিমঝিম।
-আশ্চর্য পরীটা চোখ মেলে তাকাল।
কিছুক্ষণ পর পর পারভেজের চোখ ভিজে পানিতে উপচে যেতে চাচ্ছে। এ পানি দুঃখের নয়, সুখের। পরম সুখের। যা কখনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আসাদের ডায়েরি থেকে

আরিফুল ইসলাম সজল
এইচএসসি প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান), নটরডেম কলেজ
বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র, ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প

১৮ই এপ্রিল

এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে এক মাস হয়ে গেল। আর মাত্র এক মাস বাকি আছে রেজাল্টের। এই ছুটি, দীর্ঘ দু'মাসের এই ছুটি নিয়ে কত আশাই না ছিল মনে। লাল-নীল হাজার স্বপ্নের বীজ বুনেছিলাম। সুন্দরবনে বেড়াতে যাবো, মামাবাড়ি থেকে ঘুরে আসবো আরো কত কী। তখনো আমার জানতে বাকি ছিল, জীবন কত কঠিন। শুধুমাত্র টাকার জন্য এখনো কোথাও যাওয়া হয়নি। জানি হবেও না। অভাবের পাথরে বুকের ভেতরে চাপা দিয়েছি কৈশোরের রঙিন স্বপ্নস্রোতগুলোকে।

১লা মে

অনেক খুঁজলাম, কিন্তু কোন কাজ পেলাম না। দিনমজুর বাবার মুখের দিকে তাকালে মনে হয় আমার মত অপদার্থ এ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। বাবা সকাল-সন্ধ্যা গাধার মত খাটছেন আর আমি? না পারি বাবার পরিশ্রম একটু কমাতে আর না পারি অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার জন্য ক'টা টাকা যোগাড় করতে।

-হে আল্লাহ! হতাশায় ভরা যন্ত্রণাময় এ পৃথিবী থেকে যদি মুক্ত করে দিতে, বড় বাঁচা বেঁচে যেতাম।

৩রা মে

আমি জানি না কি করে এই বিরক্তিকর ছুটিটা পার করতে পারব। সময় কিভাবে যে এতো বিরক্তিকর হল বুঝলাম না। কিছু ভাল লাগে না। যদি কিছুদিনের জন্য দূরে কোথাও যাওয়া যেত, তাহলে বোধহয় এই হতাশার বোঝাটা পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলতে পারতাম।

১৫ই মে

আমি এ প্লাস পেয়েছি। আমার রেজাল্ট দেখে খুশিতে আব্বু কেঁদে ফেলল। আম্মুর মুখে আজ যে হাসিটা দেখলাম, কতই না ভাল হত যদি প্রতিদিন অন্তত একবার এ হাসিটা দেখতে পেতাম!

-জীবনে শুধু দুঃখ আর হতাশা নেই, সুখ আর আশাও আছে। জীবন আসলে খুব একটা খারাপ না।

১৬ই মে

আমি গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছি। আমি বোধ হয় জীবনের সেরা সময়গুলোর একটা পার করছি।

১৭ই জুন

আমি নটরডেম কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় টিকে গেছি। আমার ইচ্ছা ছিল ঢাকা কলেজে পড়ার, কিন্তু এখন আমার লক্ষ্য নটরডেম কলেজ। এখানে আমাকে ভর্তি হতেই হবে। তাহলে যে আমি আম্মুর মুখে আবার সেই হাসিটা দেখতে পাব!

১৮ই জুন

আশায় আবার গুড়ে বালি। কলেজে ভর্তি হতে সব মিলিয়ে ১৫ হাজার টাকা খরচ হবে। জানি না, আব্বু কোথা থেকে এ টাকা যোগাড় করবে।
-বোধহয় আমার আর কলেজ ভর্তি হওয়া হবে না।

১৯শে জুন

খুশিতে আমার উড়তে ইচ্ছে করছে। আব্বু কিভাবে যেন টাকা যোগাড় করে ফেলেছে। আর একটা ঘটনা ঘটেছে আজ। আম্মুকে আমি আবার হাসতে দেখেছি।

২১ শে জুলাই

কলেজে পুরোদমে ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে। ম্যাথ এত বিরক্তিকর!! উফফ!!
ইন্টারমিডিয়েটের ম্যাথ আর ফিজিক্স বুঝতে খুব কষ্ট হচ্ছে। যদি কলেজের কোন স্যারের কাছে পড়া যেত তবে বেশ ভাল হত।
-সে কপাল কী আর আমার আছে।

২৮ শে জুলাই

আজ জানলাম কী করে আমার কলেজে ভর্তির টাকা যোগাড় হয়েছে। আমাকে ভর্তি করাতে গিয়ে বাবার ঘাড়ে চেপে বসেছে ভারি একটা খারাপ ঋণের বোঝা।
-সুখের মুহূর্তগুলো এত ক্ষণস্থায়ী হয় কেন?

১লা সেপ্টেম্বর

ক'দিন পরে ঈদ। বোনটা আজ কসমেটিকস কিনবে বলে কিছু টাকা চাইল। দিতে পারি নি। নিজেকে নিজের কাছে এত ছোট আর কখনো মনে হয়নি।

১০ই সেপ্টেম্বর

কাল ঈদ। অবশ্য আমার ঈদ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।
-আমি বৃত্তি পেয়েছি। ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি।
এবার আমি ম্যাথ আর ফিজিক্স না পারি, অন্তত ম্যাথটা স্যারের কাছে করতে পারব। কলেজের বেতনের জন্য আম্মুকে আর ধার করতে হবে না।
-আমাকে একদিন আগে ঈদ উপহার দেয়ার জন্য ব্যাবিলনকে ধন্যবাদ।

১১ই অক্টোবর

আল্লাহর রহমতে দিন ভালোই যাচ্ছে আমার। এর কৃতিত্ব অনেকটাই দিতে হবে ব্যাবিলনকে।
-সালাম ব্যাবিলন।

২০শে নভেম্বর

পড়াশোনা করছি। কেন করছি?
মাকে চিকিৎসা করাব, বোনের বিয়ে দেব, ছোট ভাইটাকে পড়াশোনা করাব আর বাবাকে কষ্ট করতে দেব না, এই জন্যই আমার সংগ্রাম।
জানি না, বিনা চিকিৎসায় আম্মু আর কতদিন থাকবেন আল্লাহই জানেন।
-আল্লাহ! আমার আম্মুকে তুমি বাঁচাও।

২৩শে ডিসেম্বর

আমি নাকি খুব সুইট একটা ছেলে। হাহ্ হাহ্ হা হা হা।
আমি কথাটা নিজে বলি নি। জেমিমা বলেছে।
-আমি জবাব দেই নি। সব কথার জবাব দেয়া যায় না।
মেয়েটা খুব সুন্দর আর ভালো। Absolutely sweet.
একথা ওকে আমি কখনোই বলব না। আমার জগৎ চৈত্রের কড়কড়ে রোদে শুকানো ফাঁকা মাঠ। পাহাড়ী ঝর্নার ছন্দ বা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার কাব্যেরা এ জীবনে স্বপ্ন, শুধুই স্বপ্ন।

দশ বছর পর

১৩ই ফেব্রুয়ারি

আমি এখন জার্মানির বার্লিনে, ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার অব জেনেটিক্সে কাজ করছি। আম্মু এখন সুস্থ, আব্বুকে কাজ করতে হয় না। একটা সময় এ সব কিছুই আমার কাছে স্বপ্ন ছিল। তখন বাবা-মার অনেক কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করেছি আমি। আমার কোন ইচ্ছা পূরণ হলে তা আমার কাছে অবাস্তব বলে মনে হত। টাকার অভাবে আমার পড়াশোনা প্রায়

বন্ধই হতে যাচ্ছিল। হতাশার কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের মতো ব্যাবিলন যদি আমার এ জীবনকে আলোকিত না করত, হয়ত আমার এখানে আসা হত না। শুধু আমার নয়, একইভাবে জান্নাত, রাজু, জহির, তামান্না, রিয়াদ, আজহার আর তাসমিয়ার জীবনকে পাল্টে দিয়েছে ব্যাবিলন শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প। রাইনের পার ঘেঁষে হাঁটছি। সোনালী রোদে চারপাশ ভরে দিয়েছে সকালের সূর্য।

এই সূর্যের মতই হাজারো মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জীবনকে আলোয় ভরে দিক ব্যাবিলন, এটাই আমার চাওয়া।

- আমরা কৃতজ্ঞ ব্যাবিলন।

BEST WISHES AND HEARTIEST CONGRATULATIONS ON
Babylon Group's Silver Jubilee

PARADISE CABLES LIMITED
Awal Centre (10th, 11th & 12th floor) 24, Kemal Ataturk Avenue
Banani C/A, Dhaka-1213, Bangladesh
Tel: 9861597-8, Fax: 880-2-8829785, 8831771
Mobile: 0171-3367021
E-mail: marketing.ia@paradisecables.com
Website: www.paradisecables.com

My Dream

Nurul Kabir Chowdhury
Chief Operating Officer, Babylon Buying Services Limited

I have been asked to write something in the event of 25 Years of Babylon. No one knows better than me that how awful I am in writing and, I am afraid, my writing might leave the chance to make someone feel disappointed or it might appear flattering which I will not be able to apprehend at this moment. However, at the same time it has reminded me a story told by Emdad Sir. Once Emdad Sir was telling, while talking about people's comment regarding his inadequate drawing skill, that whenever he made a sketch for further clarification of a specific issue, he needed to write it down at the bottom of the sketch what he had drawn. But he never gave up as he always believed that if you didn't start something now, in which you were not good at, you would face the same hurdle whenever you were compelled to do that.

The person, who is my Idol, always teaches us the same spirit. This has encouraged me to try to write something on this occasion as in future I may not get enough encouragement for doing so.

I have been with Babylon since March 1997, which is more than half her age now, and this has partly encouraged me to write on this occasion. But I believe persons, who are with Babylon since its inception and have extremely good writing skill and thousand times better knowledge than I, deserve more writing for this occasion. Although we always hear the quotes, "Behind all men's success always there is a woman" but in case of Ms Babylon, who is now 25 years old, it's just the opposite. And we all know the names that have brought Babylon to its present position.

I was a fresh graduate when I had joined Babylon and also was like a baby in terms of experience and knowledge regarding the Readymade Garments sector and other corporate affairs. Before joining Babylon I refused various other confirmed job opportunities like BCS, Job in Food Department, in Police Department (which was one of my choices at that time) and Job in different NGO's. I didn't want to leave the Capital. Here I would like to express my warm 'thanks' to Mahbub Bhai who had acted as an angel to bridge me with Babylon.

At the beginning, almost all the members of my family and friends were against my decision and had pressured me to leave this job. Within a few months they gave up on me as I was hardly available anymore in any of our family and friends gatherings on account of my extraordinary workload. Despite completing my MSS in Sociology, I became totally unsocial in the eyes of my family and friends. But as time passed by, everyone has admitted that I had taken the right decision by staying with Babylon. They have understood that, no matter whatever I had to sacrifice, I have achieved something unique, which every human being dreams to achieve. I wish I could tell the name here, who is behind all my achievements, but giving recognition to him against his contribution in my life in this platform would not be enough from my part. So let it remain as nonrefundable dues, like dues I have to my parents' contribution in my life.

I had dreamt about having Babylon's own buying office before its birth and it was at a time when I realized that factories in general were not getting enough support from the buying offices which they should. I took some order from a customer for an item, which we don't make in our own facilities, when I was nearly one year old in Babylon. We had tried our best to complete it smoothly and had given enough assistance to the manufacturing factory as we expect ourselves from a buying office. In spite of our best efforts we couldn't execute the order satisfactorily enough and that was due to some intra-department miscommunication in our side. Nobody lost money but we made only a little gain out of the venture. In our next project we did better than the first one, but we were not satisfied, as we couldn't meet our target in terms of quality and service. Despite this the management was kind enough to allow us to proceed but the person, who had the responsibility to guide me through as my supervisor, couldn't dare to take the challenge and had stopped my dream over there.

After a few years, when I was totally involved with our own production units, I came to know that someone else had got the opportunity of launching our own buying office Babylon Buying Services Ltd. (BBSL) and that was year 2001. I couldn't help a little pain in my mind, and it made me more dedicated towards my existing responsibilities. In year 2003, after two years of operation, BBSL's activities were stalled. My

heart leapt and I was dying to offer my services to my dream project BBSL and resume her operation, face new challenges. But as I was required for one of Babylon's other challenging production unit Aboni Knit Wear Ltd., I decided to get engaged with the heavy project AKWL and let my dream to sleep once again.

Finally, when I was convinced that AKWL had come to a stable position, I decided to wake up my dream again to materialize it. I had always got positive and strong support from my top management to implement all of my strategies and policies regarding BBSL and started its operation again in the year 2008. We have now completed three years of BBSL with our cautious steps and moved forward to make an acceptable position in the list of Babylon's Concerns. It would have never been possible without the proper guidance of our top management and enthusiastic contribution of my Team (Mr.Rony, Mr. Didar, Mr. Nazrul, Mr. Reza, Mr. Mamun so on).

I wish all success of Babylon and the people who made Babylon acceptable and desirable to all of its associates and buyers around the world and people of Bangladesh.

On The silver jubilee occasion

of

Babylon Group

Best wishes

from

M BUTTON and BROOCH Ltd.

AN EXPORT STANDARD BUTTON MANUFACTURING UNIT

of

Mawla wings

ZAS COMPLEX

Shantidhara, Bhuighar, Fatullah
Narayangong - Bangladesh.

Head Office:
48/9,R.K. Mission Road,
Dhaka-1203, Bangladesh.
Tel : 88 02 9556205, Fax:88 02 9559288

Marketing Office:
House # 122/1 (2nd Floor),Road # 01 (W)
Baridhara-DOHS, Dhaka-Bangladesh.
Phone : +88-02-8412520, 8414413,
Fax : +88-02-8414364

JUKI®

JUKI BANGLADESH LTD.

DHAKA

Sharif Plaza (4th Floor)
39, Kemal Ataturk Avenue
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
Tel: 9884505, 9884524, 9887083
Fax: 880-2-9884368
E-mail: ibl@iukidhk.com

CHITTAGNONG

Delwar Bhaban (4th Floor)
104, Agrabad C/A
Chittagong, Bangladesh.
Tel: 031-711948, 718791-2
Fax: 031-721170
E-mail: jblc@jukictg.com

NARAYANGANJ

104, New chashara
(Ground Floor)
Narayanganj, Bangladesh
Tel: 7644829
Fax: 7644859
E-mail: jblngonj@dhaka.net

HEARTIEST CONGRATULATIONS TO

BABYLON GROUP

ON SUCCESSFULLY COMPLETING

25 YEARS

WISHING YOU GREATER SUCCESS AND ACHIEVEMENTS IN THE FUTURE

ABC

Global Logistics Solution

International Freight forwarding ~ Air and Ocean Freight Consolidation ~ Cargo Tracking
Small Parcel Package and Documents Shipping ~ Worldwide Exports and Imports Services
Air Cargo Charters ~ Customs Clearance at all Land, Sea and Air Ports in Bangladesh

ABC Globals Ltd.
116 Gulshan Avenue,
Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: +88 02 988 0153, +88 02 882 4612
Fax: +88 02 989 9926
E-mail: info@abcglobalsbd.com

ABC Globals Ltd.
TSN Complex (2nd Floor),
89-90 Agrabad Commercial
Area, Chittagong.
Tel: +88 031 251 1192
E-mail: info@abcglobalsbd.com

www.abcglobalsbd.com

PERFORMANCE

SAFETY

A-TEX LABEL INDUSTRIES LTD.

QUALITY

EXPERIENCE

CORPORATE HEAD OFFICE:

Lane: 01 (West)

House: 122/1

Baridhara, DOHS

Dhaka

Bangladesh

visit us at:

www.a-texlabel.com

Click here to contact us by email:

info@a-texlabel.com

Do you have any question about our products, your plans, inquiries, terms or leave us a message or just call us at: 88 02 8412540, 8412411 & 841 4413

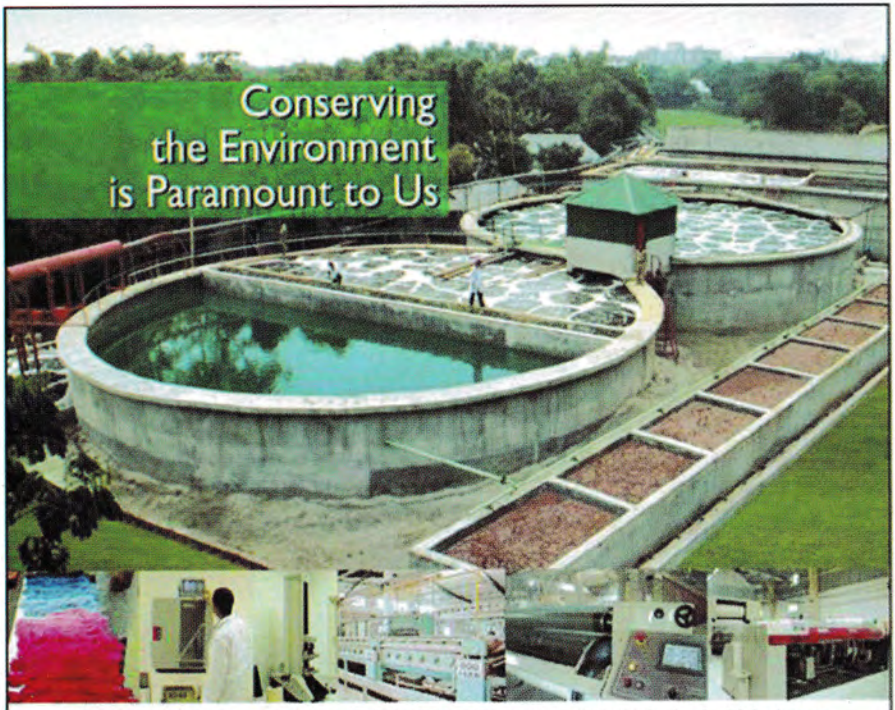

PARAMOUNT TEXTILE is an Oeko-Tex certified (Grade A) 100% export oriented yarn dyed and solid dyed woven fabric manufacturer, well-equipped with the manufacturing and processing machines from EU and Asian origin. Paramount ensures an echo-friendly "GO FOR GREEN" (GFG) environment and is proud of its Effluent Treatment Plant. All waste-water is treated, purified and released through a biological treatment plant. The ETP plant has been built covering an area of 70,000 sft along with a 1,500 rft long drain.

PARAMOUNT TEXTILE

a sister concern of :
PARAMOUNT INSURANCE
SUNRISE CHEMICAL
FOODEX INTERNATIONAL

PARAMOUNT TEXTILE LIMITED

OFFICE: Chakladar House, House # 22, Road # 113/A, Gulshan - 2, Dhaka-1212, Bangladesh
Ph.: (+880 2) +8809890618, 9890467 Fax: (+880 2) 9890783 E-mail : ptexltd@gmail.com Web: www.paramountgroupbd.com

FACTORY: Village: Gilar Chala, P.O.: 1 No. C & B Bazar, Thana: Sreepur, Dist: Gazipur, Bangladesh Tele-Fax: 880 6825 52555

Congratulations to everyone in "Babylon Group" on the very Special moments of celebrating their

"Silver Jubilee"

BELLWOVEN
COMPANY LIMITED
www.bellwoven.com

YOUR ONE STOP SHOP FOR APPAREL PACKAGING

Bellwoven Bangladesh,
Flat No. B-201, House No. 8,
Road No. 4, Block - F,
Banani Model Town, Dhaka, Bangladesh.
Tel 00 88 02883 4149
Fax 00 88 02883 4149
Email info@bellwovenbd.com

Bellwoven China.
Technology Park
Yong Shi Road
Shi Wan Town
Boluo County, Huizhou
Guangdong Province
China

Bellwoven Hong Kong.
Unit 502-3, 5/F Hung To Industrial Building
No.80 Hung To Road
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel +852 2176 4006
Fax +852 2176 4226
Email info@bellwoven.com.hk

Bellwoven Company India Pvt Ltd
Studio - 306,
International Home Deco Park (IHDP)
Plot No. - 7, Sector - 127,
Taj Express Way,
Noida - 201301 (Uttar Pradesh) India.
Tel (0091) 99588 24511
Email bellwoven.india@yahoo.com

Bellwoven Turkey.
DİZAYN ETİKET San. ve Tic. A.Ş.
Çoban Çeşme Mah. Sanayi Cad.
Kalender Sok No: 28
Mehmetoğlu İş merkezi
Yenibosna / İSTANBUL

Bellwoven United Kingdom.
Bellwoven House, New Market Street,
Colne, Lancashire.
BB8 9DA.
United Kingdom.
Tel +44 (0)1282 864000
Fax +44 (0)1282 864325
Email info@bellwoven.co.uk

তেমপানিজ শহরে এক স্মরণীয় মুহূর্ত

রেবেকা সুলতানা
ট্রেইনার, ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

১৯৯৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জনৈক এক চাইনিজ পৌঢ় আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, You are lucky। প্রায় ১৫/১৬ বৎসর আগের কথা। সিংগাপুর ডাউটি এয়ার লাইন্সে আমার স্বামী চাকরি করতেন ঐ সময়। সেই সুবাদে সেখানে যাওয়া। ১৩ মাস সেখানে অবস্থান করেছিলাম। সিংগাপুর শহরটি ছোট হলেও বেশ সুন্দর। সেখানকার লোকজনের মধ্যে সততা এবং সৌজন্যতাবোধ লক্ষ্য করার মত ছিল। বৃক্ষ বৈচিত্র আর রূপ সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি দেশটাতে বেশ দিন কাটছিল আমাদের। তারপর আমার স্বামীর বেতনও মন্দ ছিলনা। ২৫০০ ডলার। সেখানকার লোকজন সৎ - কিভাবে বুঝলাম - একদিন সকাল ১০টার দিকে আমার একটি বিছানার চাদর ধুয়ে শুকানোর জন্য দিয়েছিলাম। সেটা নয়তলা থেকে নীচে পড়ে যায়। আমি তখন একেবারে নতুন। কিভাবে লিফ্ট ব্যবহার করে সেটা জানিনা, তারপর সাথে ছোট ছোট ২টি ছেলে। আমি আর নীচে যেয়ে চাদরটি আনতে পারলাম না, ভেবে নিলাম চাদরটি হারিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক বিকেল ৫টার সময় আমার স্বামী চাদরটি হাতে করে বাসায় ঢুকলেন। আমি বেশ অবাক হলাম। কারণ আমাদের দেশ হলে এটা থাকত না। কেউ না কেউ নিয়ে যেত। যেহেতু চাদরটি দামি ছিল। আমার বাসার পাশের ১টি মুসলিম ও ১টি চাইনিজ পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাদের সাথে মিশেও একটু অবাক হলাম। প্রচন্ড অতিথিপরায়নতা ছিল তাদের মধ্যে। সেই মুসলিম ধনী পরিবারের একটি রেস্টুরেন্ট ছিল। সেই রেস্টুরেন্টের মালিকের স্ত্রী নিজে রেস্টুরেন্টের রান্না করতেন। সকাল ৭টায় যেতেন দুপুর ২টায় আসতেন। পরিবারের ছোট বড় সবার ব্যবহারের মধ্যে কেমন একটা মাধুর্য্য ছিল যা ভুলবার মত নয়। তাদের সাথে বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা সবকিছুর মধ্যে ছিল অনেক ভালবাসা অনেক সৌজন্যতা।

বিকেলের দিকে নিয়মিত রান্না ঘরে হালকা নাশতা বানানোর কাজে ব্যস্ত থাকতাম। একদিন বিকেল ৫টার সময় কলিং বেল বেজে ওঠে-গেট খুলে দিয়ে আবার রান্না ঘরে ঢুকে যাই। তারপর প্রায় আধা ঘন্টা পর বিকেলের খাবারের টেবিলে যেয়ে দেখি ছোট ছেলেটি (নাঈম) নেই। তাকে তন্ন তন্ন করে বাসার প্রতিটি জায়গায় খুঁজেও পাওয়া গেলনা। ওর বাবা বাসায় আসার একটু পরেই ও বের হয়ে গেছে। কেউ খেয়াল করিনি। তাকে না দেখে আমার চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমি চিৎকার করে গেট খুলে একেবারে নিচে নেমে গেলাম। আশে পাশের বিল্ডিংগুলির চারপাশ খুঁজছিলাম এবং নাঈম নাঈম বলে চিৎকার করে কাঁদছিলাম। প্রার্থনা করছিলাম বিধাতা যেন উপর থেকে নেমে এসে আমাকে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আমার বুকের ভিতরটা ভারী হয়ে আসছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। বড় মাঠে বাড়ির কাছে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা লাইন ধরে খেলাধুলা, গান ও ব্যায়াম করছিল। কেউ কেউ বসে গল্প করছিল। তাদের অনেকেই আমাকে ঘিরে ধরল। জিজ্ঞেস করছিল, What happened? What happened? সেই মুহূর্তে আমার মুখ থেকে

কোন কথাই বের হচ্ছিল না। শুধু কাঁদছিলাম। হঠাৎ আমার কাঁধের উপর কার যেন হাত। চেয়ে দেখি আমার স্বামী আমার বড় ছেলেকে (ডালিম) কোলে করে নিয়ে আমাকে এক রকম টেনেই বাসায় নিয়ে আসছিলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলছিলেন কি ঘটেছে। উনি আমাকে বললেন, 'বাসায় চল, নাঈমকে পাওয়া যাবে। আমি থানায় ফোন করে দিয়েছি।' আমরা বাসায় চলে এলাম। আমার সাথে আমার বাসার মালিক দেবী রানীও ছিলেন। উনি আমার কপালের চুলগুলি সরিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, Be quiet! Be quiet! একটু পরেই দেখলাম গেটের সামনে কালো পোশাক পরা একদল ফর্সা চেহারার লোক। তাদের পোশাকের রঙ দেখে বুঝলাম এরা পুলিশ। বর্তমানে বাংলাদেশের র‍্যাব বাহিনীর মত অনেকটা। নাঈমের বাবা ওনাদের ভিতরে বসালেন। তারপর পুলিশ নাঈমের বয়স, উচ্চতা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং ওর বাবার গ্রীন কার্ড দেখলেন। সব কিছু লিখে নিয়ে একসময় ওরা চলে গেলেন।

আমার স্বামীর বারন সত্ত্বেও আমি আবার নীচে নেমে আসলাম। খানিক দূরেই বেশ লোকজন জমা হয়েছিল, আমি এগিয়ে যেতেই তারাও আমার দিকে এগিয়ে এলেন। কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল, তার মধ্যেই দেখতে পেলাম এক চাইনিজ ভদ্র মহিলার কোলে নাঈম কাঁদছে। আমাকে দেখে আম্মু আম্মু বলে ডেকে উঠল। আমি উনার কাছ থেকে নাঈমকে কোলে তুলে নিলাম, এবং বললাম নাঈম তুমি কোথায় ছিলে? নাঈমকে পেয়েও আমি কান্না থামাতে পারছিলাম না। এই সময় আমার মাথার উপর কারো হাত স্পর্শ করল। অশ্রুসিক্ত চোখে তাকিয়ে দেখি একজন চাইনিজ বৃদ্ধ বলছেন, 'You are lucky'। মুখে আমার কথা সরছিল না। আমি বাসায় চলে এলাম। এই মানুষগুলোর কাছে আমি আজো ঋণী হয়ে বেঁচে আছি। কোনদিনই তাদের ঋণ শোধ করতে পারব না। তাদের কাছে একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারিনি এই চাপা কষ্ট আমার হৃদয়ে আজো সূচের মত বিধে। আর নিজের ব্যর্থতায় নিজেকে তিরস্কার করে বলি- 'তুমি একদম বোকা।'

সিংগাপুর থেকে হারিয়ে গেছি, একদিন বাংলাদেশ থেকেও হারিয়ে যাব চিরদিনের মত। এবার আর ভুল করতে চাই না... যারা সামনে আছেন বিশাল কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারী ... এ পরিসরে না দিলে দ্বিতীয় ভুল হয়ে যাবে। সেটি হলো 'ব্যাবিলন পরিবার', সত্যিই এই পরিবারটির প্রশংসা না করলেই নয়। এর অধিকাংশ মানুষই হেল্পফুল এবং পরোপকারি মনোভাবের। কারণ এই পরিবারের 'বাবা-মা' যে এক একজন 'আদর্শ মানুষ'। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাধ্য আমার নেই। শুধু বিধাতার কাছে আকুল মিনতি জানাই- 'তাদেরকে দীর্ঘায়ু করুন'।

পরিশেষে ব্যাবিলন পরিবারের সম্মানিত সকল লেখক-লেখিকা, সদস্যদেরকে জানাই হৃদয় ছোঁয়া ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

বেবীবোট

বীর বাহাদুর (মিজান)
কিউসি সুপারভাইজার, ব্যাবিলন আউটফিট লিমিটেড

নদী আমাদের নিকট অতি পরিচিত একটি নাম। যেখানে খোলা রহিয়াছে অসংখ্য সম্ভাবনার দুয়ার। কূল ভাঙ্গিয়া নদী যেমন মানুষের জান-মালের ক্ষতি করিয়া থাকে, তেমনি আবার কূল গড়ার মাধ্যমে নানা প্রকারে উপকার করিতেও কার্পণ্য করেনা। নদীর স্রোতের পানি যে পলিমাটি বহন করে, তাহা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। নদীর বিভিন্ন গতিপথ মানুষের নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম অবলম্বন। জোয়ার ভাটার নিত্য খেলার সঙ্গী হইয়া জেলেরা যেমন নিজেদের জীবন জীবিকা রক্ষা করে তেমনি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও দেশকে সহায়তা করিয়া থাকে। অনেক সময় নদী বা সাগরের জোয়ার-ভাটার অরুণগতি, ঝড়-তুফান, জলোচ্ছাস ইত্যাদি সময়-ক্ষণ বুঝিয়া নিরাপদ স্থলে আশ্রয় গ্রহণে ব্যর্থ হইলে ঘর-বাড়ী মালামালসহ আপন প্রাণও হারাইতে হয়। ইহা জানিবার পরেও মানুষ নদী ও নদীর গতিপথকে ভালবাসে। নদীর উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জনের পথটি অনেকেই বাছিয়া নেয়। নদীকে ভুলিয়া একটি মুহূর্তও নয়।

এদেশের নদী মাতৃকার সাথে বঙ্গ-বাঙ্গালীদের গভীর মিতালি বিদ্যমান। নদী অঞ্চলের সাধারণ খাটিয়া খাওয়া মানুষের কথা-কাব্য, নাট্য-গান, জীবন-জীবিকাতে নদী এক অসাধারণ গতির সঞ্চারণ। যাহাদের পূর্ব পুরষেরা জাল-নৌকা দ্বারা নদীতে জেলে পেশায় নিয়োজিত তাহাদের জন্য জেলে পেশাটি অতিব সহজলভ্য হয়। আমাদের নদীগুলিতে রং-বেরঙের নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। ইলিশ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলার যাদুময়ী সম্পদ এবং জাতীয় মাছ ইলিশ। ইহা সাগর ও বড় নদী ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। পুকুর, খাল-বিল বা বড় দিঘিতেও ইলিশের জন্ম হয় না।

পাঁচ বন্ধু ঐক্যবদ্ধভাবে নদীতে মাছ ধরার কাজ করে। নদী হইতে মাছ ধরা ও বিক্রি করিয়া অর্থ আয় করা ইহাদের যেমনটি নেশা তেমনটি পেশাও বটে। রাত নাই দিন নাই সারাক্ষণ প্রায় নদীতে। মাঝে মধ্যে সাগরেও প্রবেশ করিয়া থাকে। মাছ ধরিতে ধরিতে যখন বড় মাছ না পায় তখন ছোট মাছও ধরে। আবার সাগরের বড় কাঁকড়া বা কাছিম পাইলেও সংগ্রহ করিয়া বিক্রি করে। সাগর বা নদীর জোয়ার-ভাটার সহিত তাহারা অত্যন্ত পরিচিত। কখন কোন দিকে কোন এরিয়ায় কী মাছ ভাল পাওয়া যাইবে তাহা ইহাদের অজানা নয়। মাছের গতিপথ রোধ করিয়া মাছ ধরা ও যথাযথভাবে বাজারজাতকরণ-এর মাঝেই পাঁচ বন্ধুর প্রায় সমস্ত আনন্দ নিহিত। নিজেদের অর্থে ক্রয়কৃত বড় জাল রহিয়াছে। প্রথম অবস্থায় নিজেদের নৌকা না থাকায় অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নৌকা ব্যবহার করিত। ধীরে ধীরে একটা পর্যায়ে নিজস্ব একটি ভারী নৌকা অর্জন হইল। পাঁচ বন্ধুর দেহ ভিন্ন কিন্তু আত্মা যেন এক।

নৌকাটির নাম দেওয়া হইল 'বেবীবোট'। মাছ ধরার কলাকৌশলগত বিদ্যায় পঞ্চবন্ধু অত্যন্ত পারদর্শী। নদীতে কারফিউ জারীতে বেবীবোটের চলার গতি কিছুটা মন্থর হইলেও মাছ ধরার গতি রোধ হইত না। এ কারণে গত আশ্বিন মাসে বাংলাদেশ নেভির নিকট জাল-নৌকা আটকা পড়ায় জরিমানা দিতেও বাধ্য হইয়াছিল।

বেবীবোটের চলার গতি নিতান্তই ভিন্ন। মাঝি যাহারা তাহারা যেমন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ প্রকৃতির, তেমনি মালিকেরাও সদা-সর্বদা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। নদী অঞ্চলসহ বিভিন্ন মহলে বেবীবোট প্রশংসার দাবিদার। নদী, নদীর ঘাট, গাঁও-গ্রামসহ আন্তঃবাজারেও পরিচয় লাভ করিয়াছে বেবীবোট। এখন বেবীবোট একটি পরিচিত নাম। কারণ হিসেবে বলা বাহুল্য এই যে, মানবাধিকার কর্মীদের অডিটে একাধিকবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেবীবোটের মাঝি ও কর্মীরা যথা সময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায়। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও রহিয়াছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঝি একবার নদীর একপ্রান্ত হইতে বহুদূর পর্যন্ত জাল ফেলিয়াছে। জোয়ারের পানিতে নদী থৈ থৈ করিতেছে। রাতের গভীরতার সাথে সাথে নদীতে পানির গভীরতাও বাড়িয়া চলিয়াছে। মাঝি নির্ভয়। কিন্তু অন্যান্যরা আতঙ্কিত! চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। বহুদূরে একটি হারিকেন প্রদীপের মত ঝাপসা আলো দৃষ্টিতে পড়ে। আজি মানুষের কোন নাম-ডাক নাই। কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে বাঁচিবার পথ নাই। ছলাৎ ছলাৎ পানির ঢেউগুলি আসিয়া নৌকার গায়ে লাগিতেছে। বাংলাদেশ বেতারে রাত ১১টার সংবাদ শেষ হইল। কি যে ভয়ঙ্কর একটি মুহূর্ত। মাঝি আতর আলী শেখ নির্ভয়। কিন্তু তাহার সহকর্মী স্কেন সিকদার প্রচন্ড ভয় পাইতেছে। কারণ, এমন আরও একটি দুর্ঘটনার শিকার হইয়াছিল সে। অভাবের তাড়নায় ২ নম্বর হুশিয়ারী সংকেত থাকার পরেও মাছ ধরিবারকালে হঠাৎ নদীর তুফান বাড়িয়া যায়। উপ-কূলের কাছাকাছি থাকা অবস্থায়ও নদীর বড় বড় ঢেউ আসিয়া কূলে আছড়াইয়া পড়িল। পর পর দুই তিনটি বড় ঢেউয়ের পানিতে নৌকা ডুবিয়া গেল। আপন জান বাঁচানো ফরজ। নদীর বিশাল জলরাশিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল সবাই। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও কূলে পৌছাইতে ব্যর্থ হইল। ক্লান্ত দেহ মন! আজি বুঝি রক্ষা মিলিবেনা। ওস্তাদের কথা স্মরণ হইল। নদীতে বিপদে পড়িলে নদীর পানি যেদিকে যায় সেদিকেই গা ভাসাইয়া দিতে হয়। পরনের সমস্ত পোশাক-আদী ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহাই করিল স্কেন সিকদার। এক এক করিয়া তিন রাত তিন দিন পর্যন্ত নদীর জলেই কাটাইয়াছে। কোন রকমে নাক জাগাইয়া নিঃশ্বাস লয়। হাত বাড়াইলেই কূল ধরিতে পারে, কিন্তু সেই শক্তিও তাহার মধ্যে কই! এক মহিলা ও মহিলার পুত্র স্কেনকে নদী হইতে উদ্ধার করিয়া নানা কৌশলে সুস্থ করিয়াছিলেন। পরে ঐ মহিলাকে স্কেন সিকদার 'মা'-বলিয়া ডাকিত। অন্য এক সঙ্গীর আজও কোন হদিস মিলে নাই।

যাক সে কথা। জোয়ার থামিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই ভাটা পড়িবে। সকলেরই চিত্তগগনে

সাহসের চন্দ্র উদয় হইল। জাল এখনও নদীতেই রহিয়াছে। মাছের আশা কাহারও নাই। শুধু জাল-নৌকা লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিলেই আত্মরক্ষা হয়। ভাগ্য ভাল না মন্দ তাহা বোঝা যাইতেছে না। জাল গোটানো আরম্ভ হইল। আজি মনে হয় নদীর সমস্ত মাছ জালে আটকা পড়িয়াছে। রাত তিনটা বাজিয়া গেল। জাল গোটানো শেষ হইতেছে না। মাঝি আতর আলী শেখ এমন মাছের গল্প শুনিয়াছে। তবে আজি প্রথম নিজ নয়নে দেখিল। মাঝিদের সরদার মকিম বিশ্বাসের পরামর্শ ভাটি যখন পড়িয়াছে, নৌকা ভরাট করিয়াই লইব। যেই কথা সেই কাজ। রুস্তম বিশ্বাস কহিল'- 'মাছের রাজা ইলিশ! তবে ইলিশের রাজা ধরা পড়িলে ছাড়িয়া দিতে হইবে।' কে বা চেনে ইলিশের রাজা কেমন, মাছের লাফালাফিতে সকলেই আনন্দিত। মাছ নৌকায় তোলা হইতেছে। রুস্তম বিশ্বাসের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল।

ইলিশের রাজার গায়ের রং কিছুটা লালচে প্রকৃতির এবং আকারে ও ওজনে একটু বড়। রাজা কখনো জালে আটকা পড়িলে ধরিয়া চুম্বন দিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহলে পরবর্তী জেলে জীবন ধন্য হয়। বুঝিয়া যে এমনটি করে নদী হইতে সে কখনও খালি হস্তে ফিরে না। ইতিমধ্যে মন্টু সিকদার না বুঝিয়া বড় মাছ মনে করিয়া লোভের বসে ইলিশের রাজা মাছটি নৌকায় তুলিয়াছে। কী আশ্চর্য! সাথে সাথে সমস্ত মাছ যেন খৈ ফোটার মত লাফাইয়া লাফাইয়া নৌকার ভেতরে পড়িতেছে। এখন আর মাছ হাতে ধরিয়া নৌকাতে উঠানোর দরকার হইতেছে না। চমৎকার একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মকিম বিশ্বাস কহিল 'আজি ফেরা মুশকিল! নিশ্চই আমরা মাছের খনিতে আসিয়া পড়িয়াছি।' নদীর মাঝে ছোট্ট একখন্ড চর দেখা যাইতেছে। মাঝি আতর আলী নৌকাটি চরের দিকে নিতে চেষ্টা করিল। ইহাতে মাছের উত্তেজনা বাড়িয়া গেল। মাছের ভারেই বুঝি নৌকা ডুবিয়া যাইবে। সকলের মনেই শঙ্কা বাঁধিয়া গেল। মাঝিদের সরদার মকিম বিশ্বাস ও মাঝি আতর আলী নানা কৌশলে দোয়া-দরুদ ও মন্ত্র পাঠ করিতেছে।

এদিকে নৌকার বড় গ্র্যাফি লইয়া মন্তু মিয়া দোয়া ইউনুছ পাঠ করিতে করিতে সাঁতরাইয়া জাগিয়া ওঠা বালুচরে পৌছাইল। সঙ্গে আরো দু'জন সহযোগী রহিয়াছে। গ্র্যাফি শক্ত করিয়া গাড়িল। ওদিকে ইলিশের ঝাঁক রাজা ইলিশকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এখনও খৈ ফোটার মত মাছের উত্তেজনা। ফজরের আযানের সময় ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু না, আযানের পূর্বেই নৌকা ডুবিয়া গেল। সকল মাঝি ও কর্মীরা সাঁতরাইয়া বালুচরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইলিশের রাজা মাছটি যদি বাঁচিয়া যায় তবেই বেবীবোট ফিরিয়া পাইবার আশা! নচেৎ, সর্বনাশ! ইলিশেরা তাহাদের রাজাকে অনুসরণ করে। রাজাকে বাঁচাইবার জন্য সর্বদা জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকে। সকলে মিলিয়া নৌকায় বাঁধা গ্র্যাফির রশি ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন বেবীবোট রক্ষা করিতে হইবে। দিনের দুইটি প্রহর কাটিয়া গেল। টহলরত বাংলাদেশ নেভী জলদস্যু মনে করিয়া

বিপদগ্রস্ত মাঝি ও কর্মীদের নিকট আগাইয়া আসিল। অতঃপর ঘটনার বাস্তবতা বুঝিয়া নৌবহরের জেটির সাহায্যে বেবীবোট উদ্ধার হইল। বর্তমানে দক্ষ মাঝি ও কর্মীদেরকে লইয়া বেবীবোটের নূতন যাত্রা অব্যাহত রহিয়াছে।

ইলিশের জন্মটা যেমন সাগরের মোহনা ও স্রোতময় নদী ভিন্ন অন্য কোথাও হয়না তেমনি সাগর ও বড় নদী ছাড়া অন্য কোথাও ইলিশের বসবাসও পরিলক্ষিত হয় না। এমনি করিয়া সাহিত্য জগতে কোন মঙ্গলজনক প্রকাশনা বিত্তশালী সাগরের মত উদার দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ কোন ভাল প্রতিষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোথাও প্রকাশিত হইতে পারে না। বেবীবোটের মাঝি ও কর্মীরা যেমন বেবীবোট রক্ষার জন্য সদা সর্বদা ব্যাকুল, ইলিশেরা যেমন তাহাদের রাজাকে বাঁচাইবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকে, মৌমাছিরা তাহাদের রাণী ও মৌচাক রক্ষায় সারাক্ষণ জাগ্রত, তেমনি আমরা আমাদের প্রকাশনা 'ব্যাবিলন কথকতা'র চলার গতি ও ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখিতে যাহা কিছু ভাল করণীয় তাহাই করিতে প্রস্তুত।

We Congratulate Babylon Group Of Their Silver Jubilee

- FS Associate
- FS Thread
- FS Elastic
- FS Craft
- FM Label

Fit & Soul

CONTACT
SECTION # 10, BLOCK # A
AVE # 01, PLOT # 2
MIRPUR, DHAKA
PHONE: 8034099
E-mail:saiful@fsassociate.com

একদিন অবসরে

মাহবুব আল মামুন বিপ্লব
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডাকশন ম্যানেজার, বিজিএল

সপ্তাহ খানেকের কিছু বেশি হয়েছে জীবনের শেষ (একাডেমিক) পরীক্ষা শেষ হওয়ার। ইতোমধ্যে মৌখিক পরীক্ষার পর্বটিও গত। কিন্তু খুব একটা ভাল হয়েছে তা বলব না। এজন্য বিস্তর কারণ বিদ্যমান। একে তো আমার মত আত্মরক্ষামূলক পড়ুয়া ছাত্র অন্যদিকে ... স্যারের (নাম উল্লেখ করছি না তবে ব্যক্তিগতভাবে জানতে চাইলে জানাতে সমস্যা নেই। আমার সীমাহীন শ্রদ্ধাবোধ তার উপর, সত্যিই একজন জ্ঞানী গুণী মানুষ) মত মানুষ যাকে খুশি করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। অতীতে বিভাগের কোন ছাত্র পেরেছে কিনা এটাই এখন যথারীতি গবেষণার দাবী রাখে। প্রশ্নোত্তর যতই সঠিক হোক না কেন তার মন:পূত হবে না। এটা হয়নি, এটা এভাবে বলা উচিত ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই মৌখিক পরীক্ষার সময় তার বহুল ব্যবহৃত শব্দ যেমন- অপদার্থ, ফাঁকিবাজ, বাবার টাকা ধ্বংসকারী আর একবার সম্ভবত শেষবারের মত বলার সুযোগ হাত ছাড়া করলেন না। বদনখানা বাংলা পাঁচের মত করে রুম থেকে বের হওয়ার সংগে সংগে ভুক্তভোগী বন্ধুদের মধুর (!) রসিকতা-নিশ্চয় পরিষ্কার বোল্ড, বোলার যথারীতি ... স্যার। কষ্টের হাসিতে হ্যাঁ সূচক জবাব।

মৌখিক পরীক্ষা ভাল না হওয়ার মন:কষ্ট নিয়ে Internship Paper তৈরীর কাজে চেষ্টার শেষ একক দিয়ে মনোনিবেশ করলাম। সময় আছে যথেষ্ট। ফলে ধীরে সুস্থে প্রাসঙ্গিক কাজগুলো সতর্কতার সাথে করার চেষ্টায় লিপ্ত হলাম যাতে A(+) পাওয়া যায়। সারা দিন ব্যাংকে (তালিকা ভুক্ত ব্যাংকের বিশেষ বিনিয়োগের উপর কাজ করছিলাম) কাজ করার পর রাতে প্রতিবেদন তৈরি, পরদিন সকালে ডিপার্টমেন্ট-এ জমা দিয়ে আবার নয়টার মধ্যে ব্যাংকে উপস্থিত। ঠিক যেন সময়ের মাপকাঠিতে চলা এক ব্যাংকার। নির্দেশানুযায়ী প্রতিদিনের মত ডিপার্টমেন্ট ত্যাগের আগে নোটিশ বোর্ড পরখ করতে গেলে একটি নোটিশে চোখ আটকে গেল, যার সারাংশ হলো গ্রুপের সকলকে বারী স্যারের (ড: আব্দুল বারী, গ্রুপের তত্ত্বাবধায়ক) সংগে দ্রুত দেখা করতে হবে। কারণ কি ভাবতে ভাবতে সবাই দেখা করতে গেলাম, বললেন তোমরা Internship Paper জমা দেয়ার যথেষ্ট সময় পাবে। কারণ তিনি প্রায় ৮/১০ দিনের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে। উল্লেখ্য যে তিনি নিজেও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি করেছেন। এরপর সেখান থেকে নিউজিল্যান্ড যাবেন সদ্য মা হওয়া একমাত্র বোনকে দেখতে। যা হোক আমরা বেশ ভাল একটা সময় পাচ্ছি এবং মনে মনে ভাবছি এবার A(+) ঠেকাবে কে? পাঠক খুব ছোট করে বলছি A (+) কিন্তু পেয়েছিলাম। তাই গ্রুপের সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম একদিন রাজবাড়ী মানে পুঠিয়া রাজবাড়ী বেড়াতে যাব।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ সময়ে এসেও মাত্র সামান্য দূরত্বের একটি দর্শনীয় স্থান দেখা হবে না তা হয় নাকি। তাই সবাই মিলে শীতের এক সকালে বেরিয়ে পড়লাম, গন্তব্য রাজবাড়ী।

সারা দেশে শীত জেঁকে বসেছে। এমনিতেই রাজশাহী অঞ্চলে শীতের প্রকোপ একটু বেশি। ঠান্ডায় শরীর জমে যাওয়ার যোগাড়। আগেই ঠিক করা হয়েছিল সকাল নয়টার দিকে রওনা দেয়া হবে। তাই সকাল আটটার মধ্যে উঠতে হবে। রুমের দরজা খুলে বারান্দায় এসে হতাশ, কারণ শীতের তীব্রতা। চারপাশ কুয়াশার চাদরে মোড়া। নিখাদ ঘন কুয়াশা যাকে বলে। যেহেতু যাত্রার সময় সকাল নয়টা, তাই সময় ক্ষেপণের উপায় নেই। দ্রুত তৈরি হয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় গেলাম। সেখানে পেলাম এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী বন্ধুদয় সাব্বির ও উজ্জলকে। দুজনই এক হলে থাকে। মৌসুমী হুজুর বন্ধু উজ্জল শুধুমাত্র সপ্তাহের একদিন অর্থাৎ শুক্রবার সব নামায পড়ে, অন্যদিনগুলোতে উক্ত কর্মটি করতে দেখছে এমন সৌভাগ্যবান কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তার এ রকম খেয়ালীর রহস্য উৎঘাটন করা আমাদের মত সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুক্রবার হওয়ায় সুবিধার যথার্থ সদ্ব্যবহার করে যথাসময়ে দুজনই সবার আগে হাজির এবং যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন। শর্ত অনুযায়ী সবার পরে যে আসবে তাকে সকলের নাশতার বিল পরিশোধ করতে হবে। ধারণাকে যথার্থ প্রমাণ করে সবার পরে আগমন খান সাহেবের অর্থাৎ রুমীর, খান নামেই সর্বাধিক পরিচিত। শর্তের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার কারণে বিপরীত দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকারী খান সাহেবকে বিল পরিশোধ করতে হলো। যাক অল্প সময়ের মধ্যে সবাই একত্রিত হয়ে প্রাত:রাশ পর্বের পাট চুকিয়ে চূড়ান্ত যাত্রার মানসে বিশ্ববিদ্যায়ের প্রধান ফটকে আগমন।

পূর্বানুমান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। ধারণা করেছিলাম মেইন গেটে গেলেই টেম্পু পাওয়া যাবে। কিন্তু না, কোথাও কেউ নেই। কিভাবে যাব করতে করতে অবশেষে একটা টেম্পুতে বসে পড়লাম অনিল দা'র সহায়তায়। খুব ভাল মানুষ একজন, সেবাই ধর্ম অনেকটা এই মনোভাবের। কিছুদিন আগে আমার এক শিক্ষক বন্ধুর মাধ্যমে তার সংগে কথা হয়েছিল। কুশল বিনিময়ের এক পর্যায়ে জানাল তার শরীর ভাল যাচ্ছেনা। স্বাভাবিক, বয়স হয়েছে। তাই কায়মনে চাচ্ছি ভালো মানুষটা যেন ভালো থাকেন। সৃষ্টিকর্তা তার মঙ্গল করুন। অনিল দা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজলা (মেইন গেট সংলগ্ন এলাকা) থেকে তার পূর্ব পরিচিত একজনকে নিয়ে এলেন আমাদের বহন করার জন্য। ধন্যবাদ অনিল দাকে সুপার সনিক গতিতে কাজটি করার কারণে।

আজ আমরা চলছি রাজবাড়ী, পুঠিয়ায়। পথের দুধারে আখের ক্ষেত, যেন দিগন্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। একটু পর পর আখ বোঝাই গাড়ি তার গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে মন্থর গতিতে। পথ চলতে চলতে ছবি তোলার যন্ত্রটির চমৎকার ব্যবহার নিশ্চিত করা হলো।

আখের মাথায় চোখে পড়ল সাদা ফুল। আগে হয়তো অনেকেই দেখেছেন। আমি নিজেও দেখেছি তবে এই প্রথম খুব কাছে থেকে। চালককে থামাতে বলে সবাই নেমে পড়লাম। আখ ক্ষেতে কয়েকজন শিশু মহা আনন্দে আখ চিবাচ্ছে। আখ ফুলের ছবি তুলতে চাইলে জোরালো আবেদন তাদেরও ছবি তুলতে হবে। আমরাও তাদের নিরাশ করিনি। কথা হয় কয়েকজন ক্ষেতের মালিকের সংগে এবং জানলাম এগুলোর অধিকাংশই চলে যায় চিনিকলে। চিনি তৈরির নিমিত্তে, তৈরি হয় গুড়ও। তবে অনেক ক্ষেতের মালিক আবার নিজেরাই গুড় তৈরির সংগে জড়িত। সেখান হতে বেরিয়ে আর এক পর্ব চা গলাধ:করণ করে আবার যাত্রা শুরু-চূড়ান্ত গন্তব্যে।

রাজশাহী শহর হতে প্রায় ২৫ কি.মি. দূরে রাজবাড়ীর অবস্থান। চমৎকার পিচ ঢালা প্রশস্ত পথ। পথের দুধারে সরিষা ক্ষেতও দেখা গেল। প্রকৃতির আজব খেয়াল এই শীতকালেও দেখা গেল কিছু বিবর্ণ কাশফুলের সংগে। ঘন্টা দেড়েক এর মধ্যে পুঠিয়া বাজারে চলে এলাম। রাজবাড়ীর পথ এখান হতেই শুরু হয়েছে। এই পথে প্রবেশের পরপরই একটা বিশাল আয়তনের পুকুর। পুকুরের পাশে শিবমন্দিরের অবস্থান। চমৎকার কারুকার্যময় মন্দিরটির কক্ষ মাত্র একটি, আর এখানেই রয়েছে শিবলিঙ্গ। কিন্তু দুর্ভাগ্য কক্ষটি তালাবদ্ধ। মন্দিরের পাশেই থাকেন কেয়ারটেকার। স্মৃতি হাতড়েও তার নামটি উদ্ধার করা গেল না। বাড়ি দেখিয়ে একজন বললেন ডাকলেই তিনি চলে আসবেন। সত্যিই তাই হলো। পরিচয় পর্ব শেষে তিনি মন্দিরের কক্ষটি খুলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। এখানে নকশা খচিত শিবলিঙ্গটি দেখলাম এবং সেই সাথে পুরো মন্দির এলাকা। প্রায় ৬০/৭০ ফুট বেদীর উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। দুই পাশে প্রশস্ত সিড়ি এবং চারপাশে বিশাল বারান্দা। দেয়ালের গায়ে হিন্দু পুরাণের নানা চিত্র। এখানে প্রতিবছর শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দূর-দূরান্ত হতে হাজারো মানুষ ছুটে আসে। কেয়ারটেকার সংগ দেয়ার পাশাপাশি এ সকল তথ্য দিয়ে জানার পরিধি সমৃদ্ধ করেছেন। কেয়ারটেকার সাহেবকে বিদায় জানিয়ে আমরা রাজবাড়ীতে চলে আসি।

বাড়ির সামনে বিশাল বড় মাঠ। মাঠের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটি। মাঠ পেরিয়ে যেতে হয় মূল ভবনে। খুবই দৃষ্টিনন্দন ইমারত, আকারেও অনেক বড়। এর ঠিক পিছনে দোলমঞ্চ মানে আরেকটি মন্দির। আকারে ছোট কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর, আকৃতি অনেকটা পিরামিডের মত। রাজবাড়ির বিশাল মাঠে এলাকার ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছে। মোটামুটি বড় একটা ব্যানার দেখতে পেলাম, বড় অক্ষরে লেখা '... স্মৃতি ক্রিকেট টুনামেন্ট'। মাঠের এক কোনায় একটি চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ খেলা দেখলাম। আসল উদ্দেশ্য হল কিছু শক্তি সঞ্চয় করা, কেননা এর মধ্যে আমরা অনেকটা পথ হেঁটেছি। Morning shows the day- কথাটি সত্যি হলে একজনকে দেখে মনে হল উক্ত খেলায় তার ভবিষ্যৎ ভাল। খুব ভাল বোলিং করেছিল।

খুব সম্ভবত ১৯৭৩ সালে (১৯৭৪ সালেও হতে পারে) রাজবাড়ীকে কলেজ-এ রূপান্তর করা হয়। পুঠিয়া ডিগ্রি কলেজ। গায়ে নতুন রং দেখে মনে হলো অতি সম্প্রতি ভবনটি মেরামত করা হয়েছে। কাঠের তৈরি দরজা-জানালাগুলো অতি যত্নসহকারে তৈরি, খুব সুন্দর কারুকার্যময় যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সব কিছু মিলে রাজবাড়ীর এলাকাটি অনেক বড়। চারিদিকে পরিখাবেষ্টিত আরও কয়েকটি মন্দির রয়েছে। এগুলোর নামকরণ এ রকম - পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দির, জগদ্ধাত্রী মন্দির, কালী মন্দির, গোপাল মন্দির প্রভৃতি। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কেন এতগুলো মন্দির বুঝতে পারলাম না।

এ রাজবাড়ীতে এলেই বুঝতে অসুবিধা হবে না ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ভান্ডার কতটা অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে। মানুষের নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষত বিক্ষত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে এ রাজবাড়ীর প্রায় প্রতিটি স্থাপনা। সত্যিকার অর্থে আমাদের গর্ব করার মত তেমন কিছু নেই, যৎ সামান্য যতটুকু আছে সেগুলো রক্ষায় আমরা কি একটু সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারি না।

তুমি আজ পঁচিশে

জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা
ওয়েলফেয়ার অফিসার, সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড

হাঁটি হাঁটি পা পা করে-
তুমি আজ পঁচিশে।
তোমার জন্ম ইতিহাস ধরে রেখেছ,
প্রতিটি ইটের পাঁজরে।

তোমার স্নেহ, ভালোবাসা, রাগে-অনুরাগে।
ধরে রেখেছি হৃদয় মন্দিরে।
তুমি বাঁচতে শিখিয়েছ নির্ঝঞ্ঝাট আকাশে।
দুর্বার হতে শিখিয়েছ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

সত্যের প্রদীপ তুলে দিয়েছ হাতে।
ন্যায়ে দন্ডায়মান হয়েছ ঘাত, প্রতিঘাতে।
তুমি আজ পঁচিশে।

তোমার তিলে তিলে গড়া এ ইতিহাস।
চির অম্লান হোক সকল প্রয়াস।
তোমার খ্যাতি, যশ, আর সুনাম।
মোরে করেছে পদে পদে সম্মান।

সুখ-দুখ, হাসি-কান্না। আর-
যোগ-বিয়োগে গাঁথা, এ ভুবনে-
পেয়েছি নতুনত্ব, পেয়েছি উদারতা,
তুমিই করেছ মহান, দিয়েছ স্বাধীনতা।

তোমার বুকে রয়েছে কতকথা।
যা যুগিয়েছে সামনে-
এগিয়ে যাওয়ার আস্থা।
তোমার ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে-
হাজারো প্রাণের মাঝে।
এ শুধু তোমারি অবদান, বুঝেছি অনুভবে।
আজ তোমার শুভ জন্মদিন

পঁচিশে পদার্পন।
স্বাগত, তোমায় করি নিমন্ত্রণ।
আজ তোমার পঁচিশের পূর্ণতা
কি রূপে সাজবে বল!
এ জয়ন্তী ক্ষণে।
শরতের নীলাম্বরীর ভাঁজে থাকা-
কাশফুলে!
নাকি, বসন্ত বেলার-
রাঙা ফাল্গুনে!

আবারো শুভেচ্ছা, স্বাগত বারে বারে-
সুখে থাক দীর্ঘজীবী হও-
নমি তব তরে।।
তুমি আজ পঁচিশে।

ভালোবাসি তোমাকে

মোঃ কাওছার আহমেদ (ছায়েম)
সুপারভাইজার, ফিনিশিং
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

ভালোবাসি ব্যাবিলন তোমাকে, বিশ্বাস করি।
শ্রদ্ধা করি পরম আপন ভেবে,
এতোটা নির্ভর করি।

আমার সরল মনের শান্ত অনুভূতি দিয়ে,
প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করি ব্যাবিলন তোমাকে।

জীবনের সাথে হৃদয়ের সাথে মিশে আছো ব্যাবিলন তুমি,
তোমার মাঝে একাকার হয়ে বেঁচে আছি আমি।
তাই কিছু বলতে চাই, অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে নিজের,
ভবিষ্যৎ সব নিজের হাতেই গড়তে হবে।

ব্যাবিলন তোমাকে নিয়ে,
দেখা সবার চোখে উজ্জ্বল স্বপ্নগুলো।
পূরণ করতে হবে ব্যাবিলন তোমাকে নিয়ে,
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে।

দেখেতো আমাদের সেই ব্যাবিলনের কর্ম,
লক্ষ্যটি হারিয়ে যায়নিতো।
আমি বিশ্বাস করি আমার কর্ম জীবনকে,
আমি বিশ্বাস করি আমার প্রিয় ব্যাবিলনকে।

আঁধার দেখে ভয় পেওনা ব্যাবিলন তুমি,
আলো হয়ে জ্বলব ব্যাবিলন তোমার পাশে আমি।

শুভরাত্রি

শুভ্রদেব সাহা
জুনিয়র মার্চেন্ডাইজার, ওভেন টপ্‌স

অজানা পথে চলেছি আমি, হয়ে পথ যাত্রী,
হবে কি বন্ধু আমার? হবে সহযাত্রী?
দিন আসে - দিন যায়, দিন কাটে তোমার আশায়,
তবুও তুমি এলে না, এলে না শুভরাত্রি!

কিছু রাত কাঁদে, যেন দিন হাসে,
কিছু দিন যায় নিরাশায়,
তবুও জীবন কাটে তোমাকে পাওয়ার আশায়,
কল্পনার সব রং দিয়ে এঁকেছি তোমায়,
আমার সবটুকু দিয়ে ভালোবেসেছি তোমায়,
তুমি শুধু আমার, শুধুই আমার শুভরাত্রি!!

অর্ঘ্য তোমায় করেছে আপন,
জানি না আমি, জানি না কোন সে কারণ,
শুধু জানি, তুমি হবে আমারও আপন,
তোমারই অপেক্ষায় কাটছে দিন, কাটছে রাত নিদ্রাহীন,
দাও না, দাও না দেখা শুভরাত্রি!!!

উপলব্ধি

মারিয়া সাথী কুবি
সেল্‌স অ্যাটেন্ড্যান্ট
ট্রেন্ডজ

ভালবাসা শুরুর দিকে আকাশ নীলাকে বলে-
সুন্দর সে তো স্বপ্ন,
ছুঁয়ো না মলিন হবে।

জীবন সে তো গল্প,
লিখো না নষ্ট হবে।

মন সে তো মন্দির,
ভেঙ্গো না পাপ হবে।

আমি সে তো সত্য,
ভুলে যেও না হারিয়ে যাবে।

নীলা শুনে মুচকি হেসে বলে-
সুন্দর সে যতই হোক মলিন,
তবু সে সুন্দরই রবে।

জীবন একটা গল্প,
সেটা আজীবন মানতে হবে।

মন মন্দির সে ভাঙ্গবে,
আবার গড়বে।

আর আমি,
যেমন সত্য - তুমিও তেমনি সত্য
যা চিরদিনের জন্য জেনে রাখতে হবে।

গাঁয়ের স্মৃতি

মায়া আক্তার
ওয়েলফেয়ার অফিসার,
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

গাঁ গ্রামে জন্ম আমার
শহরেতে বাস,
এ যেন ভাই দুঃখের কথা
সুখের নেইকো আশ।

গাঁ গ্রামের সে সব স্মৃতি
সদাই মনে পড়ে,
গাঁয়ের যত জীবন রীতি
ভুলতে নারি ওরে।

গাঁয়ের মাঠে রাখাল ছেলে
আপন মনে গায়,
সন্ধ্যে হলে গরু নিয়ে
বাড়ির পানে ধায়।

গাঁ গ্রামের এ মাঠ ও মাঠ
শত ফসলে ভরা,
সে সব মোদের বাপ-দাদারই
আপন হাতে গড়া।

গোলা ভরা ধান ছিল আর
পুকুর ভরা মাছ,
সকাল-সন্ধ্যা পাখি ডাকা
ফুল ও ফলের গাছ।

গাঁ গ্রামের সবই যেন
জাগায় মনে দোলা,
শৈশবের সব গ্রামের স্মৃতি
যায়না কভু ভোলা।

জীবন যুদ্ধ

মোঃ মামুন হোসেন
গাড়ি চালক
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

যশোর জেলায় বাড়ী আমার কুয়াদায় বসবাস,
পড়াশোনাটা হয়নি বেশি, করেছি এইট পাশ।

নামটি আমার মামুন হোসেন বয়স খুবই কম
পড়াশোনার খরচ দিতে বেরোতো বাবার দম।
অভাব ছিলো সংসারেতে কষ্টে জুটতো ভাত,
ভাগ্য দোষে পড়াশোনা তাই দিতে হলো বাদ।

জীবন যুদ্ধে নামলাম আমি গাড়ির হেলপারিতে
কষ্ট করতাম সারা দিনভর ফিরতাম অনেক রাতে।
এই ভাবেতে কষ্ট করে চালানো শিখলাম গাড়ি
কখনো কখনো রাতে আমার ফেরা হত না বাড়ি।

এত কষ্ট করি তবু অভাব নাহি যায়।
মনে মনে খুঁজতাম একটা চাকরি যদি পাই।
সন্ধান পেলাম চলে এলাম ঢাকার শহরে।
অবনীতে চাকরি দিল মামায় আমারে।
সকাল ৮টায় অফিসে আসি, রাত ১০টায় ফিরি
মাসের শেষে বেতন পাই আমি সাতের উপরি।

এত দিনের কষ্ট আমার লাঘব হল আজ,
অভাব গেল দুঃখ গেল রইলো না কোন লাজ।
মনের কষ্ট ঘুচলো আমার ব্যাবিলনে এসে
I love you বলছি তোমায় সত্যি ভালবেসে।

কিছু কিছু

শামসুন নাহার
জুনিয়র ডিজাইন কো-অর্ডিনেটর
ট্রেন্ডজ

কিছু কিছু মুখ এনে দেয়,
অজানা সুখ।
কিছু কিছু হাসি বলতে চায়,
ভালবাসি।

কিছু কিছু স্মৃতি এনে দেয়,
মধুর অনুভূতি।
কিছু কিছু স্বপ্ন করে দেয়,
পরকে আপন।

কিছু কিছু অভিমান
জীবনকে করে দেয়,
নদীর মতো বহমান।

কিছু কিছু আশা,
হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে ভালবাসা।
কিছু কিছু গান,
সময়কে করে দেয় শুধুই অম্লান।

কিছু কিছু কথা,
হৃদয়ে হয়ে থাকে স্বপ্ন গাঁথা।
কিছু কিছু বেদনা,
জীবনে আনে শুভ কিছু কামনা।

কিছু কিছু বাধা,
যায়না মানা জীবনের উল্লাসে।

কিছু কিছু গল্প,
হয়ে যায় অল্প
হাজারো কাব্যের মাঝে।

Importance of ETP

M. H. Khan (Milton)
Senior Manager, Aboni Textiles Ltd. & Babylon Washing Ltd.

Water is the most important element of the nature for every living creature. Without water we cannot live a single day. Three-forth of the earth surface is filled with water. But nowadays this most essential element of earth is contaminating in every moment. It's very alarming. The contaminated water also is polluting the soil and the air. In this way, it destabilizes the whole ecological system. If it cannot be prevented in time then it will destroy humans, animals, plants and even the small bacteria. Thus our planet earth will be destroyed in a very short time. So we all should be very careful right away.

What is waste water?

Wastewater is any water that has been adversely affected in quality by anthropogenic influence. It comprises liquid waste discharged by domestic residence, commercial properties, industry and agriculture, a wide range of potential containments and concentration.

Where does it come from?

We the humans are responsible for the water pollution. Every moment we are polluting the water consciously or unconsciously. From our houses to our factories, everywhere we use plenty of water. After usage, the water goes into the river, land and inside the soil. All the water is not polluted. Wastewater or sewage can come from:

- Human waste, known as black water.
- Septic tank discharge.
- Sewage treatment plant.
- Washing water, known as grey water.
- Industrial site drainage.
- Industrial cooling water.
- Industrial process water.
- Organic or biodegradable waste from ceramics and ice cream factory.
- Organic or non-biodegradable waste from pharmaceuticals or

pesticide factory.

- Extreme pH from acid, alkali manufacturing.
- Solid and emulsion from paper, oil manufacturing.

Waste water constitutes what?

The composition of wastewater varies widely. This is a partial list of what it may contain:

- Water (95%) that is often used to carry waste through drain.
- Pathogens, such as bacteria, virus and parasitic worms.
- Organic particles such as feces, hair, food, paper, fiber etc.
- Soluble organic materials such as urea, proteins, drugs, pharmaceuticals etc.
- Soluble in organic materials such as ammonia, G.salt, sea-salt, cyanides, thiosulfates etc.
- In organic materials like sand, grit, metal etc.
- Hydrogen (H_2), sulpher-di-oxide (SO_2), methane (CH_4) and carbon-di-oxide (CO_2).
- Emulsion like paints, adhesives, colors, emulsifier etc.
- Toxin such as pesticides, poisons, herbicides etc.

All these materials are very much deleterious for environment and human life.

How does waste affect the water?

We know water is a chemical compound of Hydrogen (H_2) and Oxygen (O_2). Oxygen (O_2) is very essential for any living creature. For existence of aquatic life in water, the dissolved oxygen (DO) should not be less then 5 ppm. But in our country, most of the river water is losing it very quickly. Any oxidizable mater present in the natural water or in an industrial water will be oxidized by biochemical or chemical processes. The result is that the oxygen (O_2) content of the water will be decreased. Since all natural water contains bacteria and nutrients, almost any waste compounds introduced into such waterways will initiate the biochemical reaction. Biological Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD) are two most important criteria of the water. But as a result of these reactions both BOD and COD are decreasing in an alarming rate. The color permissible limit in water for domestic use is only 20 ppm. But in most of our rivers and canalist is about 150 ppm. So this water is of no use. Wastewater is also increasing the temperature of

the water. This is also responsible for global warming. The solid materials are very poisonous to our lands. It decreases land's fertility. This water also increases the pH of normal water. The gases from the waste water like carbon-di-oxide (CO_2), hydrogen sulphide (H_2S), methane (CH_3) are very harmful for environment. $CO_2$is responsible for green house effect. Excessive nutrients such as phosphorus and nitrogen can be harmful to aquatic life. Chlorine and inorganic chloramines can be toxic to algae and fish. Metals like mercury, lead, cadmium, chromium and arsenic can have acute and chronic toxic effects on species.

Effect of wastewater

Sewage may drain directly into major watersheds (like river, canal, ponds etc) with minimal or no treatment. When untreated, sewage can have serious impact on the quality of the environment and on the health of the people. In many parts of the world, including the United States, health problems and diseases have often been caused by the discharge of untreated water. Such water is responsible for spreading of diseases, killing fishes and other forms of aquatic lives. The waste water has a serious impact on all living creatures and can negatively affect the use of water for drinking, household needs, recreation, fishing, transportation and commerce. This water, while used for irrigation purposes, causes lower yield of crop production. Pathogens can cause a variety of illnesses. Some chemicals pose risks even at very low concentration and can remain a threat for a long period of time because of bioaccumulation in animal or human tissues. Waste water from fertilizer manufacturing plants contains nitrogen oxide (NO_2) and carbon-di-oxide (CO_2). These are responsible for liver and kidney damages.

Finally we can say wastewater can be a life destroying cause for all living creatures and also for our environment.

Wastewater treatment:

The most effective solution of this problem is to use Effluent Treatment Plant (ETP) in each individual factory that needs it. Water treatment describes those processes used to make water more acceptable for desired end use. ETP treated water can be used in different industrial processes and can be further treated to drinkable water. 70% of Israel's

irrigated agriculture is based on treated wastewater. The goal of water treatment plant is to remove contaminants in the water or reduce the concentration of those contaminants to a level where the water becomes fit for use. ETP discharge can enter the environment without causing any adverse effect to the ecological balance. ETP is essential for saving our lives and the environment. In order to ensure a safe and secure future for the next generation we should keep the water safe. Use of ETP will save a huge quantity of water and as well as money.

From the above discussion we can say, to save our world form undesired destruction we should keep the water safe from industrial contamination. And for that we must have functional ETP in every individual factory where the processes generate toxic water. Or otherwise, one day there will be plenty of water around us, but not a single drop to use.

ব্যাবিলনের স্যাম্পল সেকশন- সেদিন আর এদিন

উম্মে সালমা ডালিয়া
ইনচার্জ, স্যাম্পল সেকশন

আগামী ১০ই জুন ব্যাবিলনের রজতজয়ন্তী। দীর্ঘ ২৫ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে ব্যাবিলন পরিবার। আর এই উপলক্ষে চলছে নানা কর্মকান্ড, আর এসব তো হবারই কথা। কারণ এই দীর্ঘ সময় ব্যাবিলন নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ পূর্ণ বয়স্ক হয়েছে। এর আরও বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন উৎসাহের। ব্যাবিলনের এই অগ্রযাত্রায় আমরাও সামিল হতে পেরে খুবই গর্বিত এবং অনুপ্রাণিত। এত সব আয়োজনের সাথে আরও থাকছে 'ব্যাবিলন কথকতা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনা। আর এই বিশেষ সংখ্যার জন্যই আমি চেষ্টা করছি কিছু একটা লেখার । ব্যাবিলনকে ঘিরে অনেক স্মৃতি আমার। মূলত চাকরি জীবন শুরুই আমার ব্যাবিলনে এবং এই পর্যন্ত ব্যাবিলনেই আছি। অন্য জায়গায় চাকরির পরিবেশ বা কর্মীদের সুযোগ সুবিধা কেমন তা পত্র পত্রিকা পড়ে যে সব নেতিবাচক কথা জেনেছি, তার বেশির ভাগই আমি এখানে পাইনি বরং ভালোটাই দেখেছি।

১৯৯৬-৯৭-এ যখন আমি ব্যাবিলনের সাথে এক বছর কাজ করি তখনকার পরিবেশ এবং এখনকার পরিবেশের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তখনকার সময় আমার মনে হতো এটা অফিস নয় যেন জেলখানা। সকালের সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত কিছুই বোঝা যেত না। ঐ সময়ের পরিবেশ মোটেই ভালো লাগার মতো ছিলনা। ১৯৯৬-৯৭-এ স্যাম্পল ইনচার্জ ছিলেন মিঃ খাইরুল এবং উনার সহকারী হিসাবে ছিলেন মিঃ রাকিবুল ইসলাম। ঐ সময় স্যাম্পল সেকশনে মেশিন ছিল মাত্র ১২টি এবং লোকসংখ্যা ছিল ২০-২৫ জন। ব্যাবিলনের প্যাটার্ন সেকশন সব সময়ই মাথার উপরে থাকে। সে সময়ে প্যাটার্ন সেকশনের পরিবেশ মোটেই ভালো ছিল না। প্যাটার্ন সেকশন ছিল ছাদের চিলেকোঠার উপর এবং সেখানে ছিল প্রচুর গরম, যা কিনা সহ্য করার মত ছিলনা।

সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই অফিস খোলা থাকতো। এবং ডিউটিও ছিল অনেক বেশি। তাই এবারে যখন প্রথম মাননীয় পরিচালক সালাম স্যার আমাকে ব্যাবিলনে আবার কাজ করার জন্য বলেন, তখন আমি যে কথাটা তাঁকে প্রথম বলেছিলাম সেটা হচ্ছে কয়টা পর্যন্ত অফিস করতে হবে। উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে,অফিস সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এবং শুক্রবারে ছুটি। এটা শুনেই আমি কাজ করার জন্য রাজি হয়ে যাই এবং আজ অবধি কাজ করে যাচ্ছি। প্রথম অবস্থায় এখানে কাজ করতে যেয়ে নানা প্রতিকূলতার সাথে মানিয়ে চলতে হয়েছে। ২০০২-এর জানুয়ারিতে আবার যখন আমি ব্যাবিলনে

যোগদান করলাম তখনকার অবস্থা দেখে আমি মুগ্ধ। প্রথম যে দিন মাননীয় পরিচালক সালাম স্যারের সংগে দেখা করার জন্য ব্যাবিলনে এসেছিলাম সেদিন এসে প্রথমে রিসিপশনে কিছুক্ষণ বসে দেখেছিলাম কতটা পরিবর্তন হয়েছে। সিড়ি, মেঝে থেকে শুরু করে সব কিছুই আমাকে মুগ্ধ করেছিলো।

সালাম স্যারের সাথে কথা শেষ হলে স্যার আমাকে রাকিব সাহেবের কাছে পাঠান। উনার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। তাই খুবই ভালো লাগছিল। উনার মুখেই শুনলাম ক্যাড (CAD)-এর কথা, যেটা আমি শুনেছিলাম ৫ বছর আগে মাননীয় পরিচালক এমদাদ স্যারের মুখে। তখন স্যাম্পল সেকশনের যে জরাজীর্ণতা ছিল তা এখন নেই। এর পর শুরু হল আমার নতুন কর্মযজ্ঞ। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আজ আমি এই পর্যন্ত এসেছি। প্রথম অবস্থায় আমার সেকশন ইনচার্জ আমাকে কাজ শেখার ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেন। উনার কাছে আমি প্যাটার্ন এবং ক্যাডের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু নিয়েছি। আমি সব সময় উনাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। প্রথম দিকে প্যাটার্ন মাষ্টার ছিল ৩ জন এবং ইনচার্জ একজন। ২০০২-এ এসে দেখলাম ৪ জন মাষ্টার, একজন ইনচার্জ এবং একজন ক্যাড অপারেটরসহ ২ জন মার্কার ম্যান। স্যাম্পল সেকশনে লোকসংখ্যা ৩৫-৪০ জন। কম্পিউটার ছিল শুধু ক্যাড সেকশনে, সময়ের সাথে সাথে স্যাম্পল সেকশনের পরিধি এবং সুযোগ সুবিধা বেড়েছে অনেক।

২০০৫-এর দিকে প্রথম একটি কম্পিউটার দেওয়া হয় আমাদের জন্য। যেটা ছিল আমাদের ইনচার্জের ডেস্কে। আমাদেরকে সময় বের করে যার যার মেইল দেখে আসতে হতো। ইতিমধ্যে আরও একজন মাষ্টারসহ ৫টি মেশিন সংযুক্ত হয় স্যাম্পল সেকশনে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে স্যাম্পল ইনচার্জ ব্যাবিলন ছেড়ে চলে গেলেন। এর পরে অলিখিতভাবে এই সেকশনের দায়িত্ব এসে পড়ে আমার উপর। মূলত ক্যাড সেকশনের যে অপারেটর ছিল সেই পারতো ক্যাড অপারেট করতে। কারণ ইনচার্জের নিষেধ থাকার কারণে আমরা কখনও ওখানে কাজ করতে পারতাম না। ক্যাডের অপারেটর ছিল উনার আত্মীয়। উনি চলে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই ঐ ক্যাড অপারেটরও চলে যায়। আমরা ঐ সময় খুব বিপদে পড়ে যাই। সবাই তখন ভেবেছিল হয়তো আমাদেরকে ম্যানুয়াল মার্কার করতে হতে পারে। সবচেয়ে বিপদে পড়ি আমি। কারণ একদিকে আমার বেশ কয়েকটা বায়ারের কাজ দেখতে হয় এবং পৃথক একটা সেকশন-এর দেখাশোনা করতে হতো। ক্যাডের কাজের প্রাথমিক ধারণা ছিল এবং অপারেটরের পাশে বসে দেখে যা শিখেছিলাম সেটাকে পুঁজি করে হাল ধরেছিলাম।

প্রথম দিকে একটু সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু এরপর আস্তে আস্তে রপ্ত করতে সক্ষম হই। কাটিং সেকশনকে ১ ঘন্টার জন্যও বসে থাকতে হয়নি মার্কার-এর জন্য। এর পর দ্রুত

লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। স্যাম্পল সেকশনে বর্তমানে একজন ইনচার্জ, ৯ জন মাষ্টার এবং ৫৫ জন স্যাম্পল অপারেটর রয়েছে। এছাড়াও আনুষাঙ্গিক লোক রয়েছে ৩০-৪০ জন। সুইং লাইন বৃদ্ধি এবং বায়ারদের নিত্য নতুন স্যাম্পল-এর চাহিদার কারণেই স্যাম্পল সেকশনের আয়তন বৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে প্রত্যেক মাস্টারের জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক কম্পিউটার প্যাটার্ন করা এবং মেইল দেখার জন্য। মাস্টাররা তাদের সিটে বসেই এখন প্যাটার্ন-এর যে কোন কাজ জলদি করে ফেলতে পারেন। এবং সেই সাথে ই-মেইলও আগের মতো ইনচার্জের কম্পিউটারে যেয়ে চেক করতে হয়না। সর্বোপরি আমি মনে করি স্যাম্পল সেকশনে বর্তমানে খুব সুন্দর একটা পরিবেশ বিরাজমান। সবাই মানসিকভাবে খুবই ভালোভাবে কাজ করার পরিবেশ পাচ্ছে এবং এটাকে ভবিষ্যতে আরও উন্নত করার অভিপ্রায় নিয়ে শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

BITS Limited
(A Computer Technology, Communication & Research)

Heartiest congratulations and our best wishes on silver jubilee of Babylon group. Wish you every success with the silver jubilee. We are feel proud work with Babylon group.

SR-206, BCS Computer City, IDB Bhaban (2nd Floor), Ei8-A, Rokeya Sarani, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh. Tel: 9139575

আমাদের মফিজ মামা

শামসুর রহমান (মিঠু)
নিটিং জুনিয়র সুপারভাইজার, অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

সে ছিলো গ্রামের ছেলে, নাম তার মফিজুল ইসলাম। গ্রামের সবাই ডাকতো মফিজ বলে। তার দৈহিক ও স্বভাব বর্ণনা করতে চাইনা কিন্তু জানি তাও আপনারা শুনতে চাইবেন। শুনুন তাহলে। সে ছিলো দেখতে খুবই কালো, ভাষা ছিল বিশ্রী। পরতো সে ছেড়া লুঙ্গি। গায়ে ছেড়া গেঞ্জি। দেখতো সে ট্যারা চোখে। খেতো দাঁত বের করে।

এই যা, আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আসল কথাটাই ভুলে গেছি। আসলে হয়েছে কি সেই ছেলেটি হল সম্পর্কে আমার মামা।

আমি হচ্ছি সাধারণ ঘরের একজন সাধারণ ছেলে। বাবার সামান্য রোজগারে সংসার চলে। গ্রামে ঘুরে ঘুরে কেটে যেতো আমার দিন। তাই একদিন আমার ভাই আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসে এবং ঢাকা এনেই চাকরি নিয়ে দেয় ব্যাবিলন গ্রুপে। সত্য বলছি চাকরি পেয়ে আমি খুবই খুশি। যাহোক আমার কথা বাদ দিলাম। কিন্তু আমি জানি তারপরেও আপনারা শুনতে চাইবেন। তা হলে শুনুন। চাকরি জীবনের বেশ কিছুদিন কেটে যায়। একবার আমি তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে যাই। মা বাবাকে নিয়ে বেশ দুদিন কেটে যায়। ফিরে আসার দিন হঠাৎ আগমন মফিজ মামার। মামা আমাকে দেখেই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে 'ওগ-মগ'। আমাকে কি বলবেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছেনা। আমি বুঝতে পেরে নিজেই বললাম- 'মামা কেমন আছ?' আমার কথার জবাব দিতে মামা বললেন- 'ভা---ভা--- ভালো আতি--। তু---তু---তুই কেমন আতিস?'

এভাবেই মামার সাথে কয়েক ঘন্টা কথা বললাম। মামা চলে যাবার আগে আমার কাছ থেকে আমার ঢাকার ঠিকানাটা নিয়ে রাখলেন। মামা চলে গেলেন। আমি চলে আসলাম ঢাকায়। এভাবেই কেটে গেল একটা বছর। হঠাৎ একদিন মামা ঢাকায় চলে আসলেন আমার ঠিকানায়। মজার কথা কি জানেন? না বললে জানবেন কি করে। তা হলে শুনুন-

মামা সোজা এসেছিলেন অবনী টেক্সটাইলস-এর গেটে। এসে সিকিউরিটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- এটা কি "ব্যাবিলোশন"। সবাই হেসে খুন। সিকিউরিটি এসে আমার সাথে দেখা করে আর বলে, 'আসেন আপনার মামা গেটে এসেছেন। বেবিলোশন খুঁজতে।' এই বলে সিকিউরিটি হাসতে হাসতে চলে গেল। ঐ মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। কিছুক্ষণ

পরেই লাঞ্চের সময় গেটে এসে পুরো ব্যাপারটা জানতে পারলাম। জেনে আমি হাসি ধরে রাখতে পারলাম না। সেই দিনটা শুধু হাসি খুশিতেই কেটে গিয়েছিলো। আসলে হয়েছে কি মামা সেই ধরনের মানুষ যে বলেন একটা, আর উচ্চারণ হয় আর একটা। এজন্যই গ্রামে সবাই তাকে মফিজ বলে ডাকে। মামাকে নিয়ে রিকশায় উঠে বাসায় আসার জন্য রওনা দিলাম। আসতে আসতে মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিভাবে আসলে আর কেনই বা আসলে?'

মামা বললেন, 'হাবতলী এসে সোজা তোর এইখানে।' মামার ভুলটা সঠিক করে দিলাম 'এটা হাবতলী না গাবতলী।' আমার কথা শেষ হতে না হতেই মামা আবার বলতে লাগলেন, 'ভাগ্নে তোর ফ্যাক্টরির গেটের পুলিশগুলো আমার কথা শুনে হাসলো কেন?' 'মামা তোমার কথায় সবাই মজা পায় তাই হাসে।' বলতে বলতে মামাকে নিয়ে বাসায় চলে আসলাম। মামা বেশ কয়েকদিন আমার এইখানে থাকলেন। কিন্তু এখানেও মজার ব্যাপার আমি যে বাসায় থাকি সেই বাসায় মামা হয়ে উঠলেন জাতীয় মামা। তার কথা শুনে সবাই শুধু হাসে। কয়েকদিন পরে মামা দেশে চলে গেলেন। ঠিক ২০০৮ সালের মাঝামাঝি মামার বিয়ে দিবে বলে সবাই উঠে পড়ে লাগলো। এমন একদিন মামার জীবনে নেমে আসলো এক ভয়াবহ দুর্যোগ। প্রবল জ্বর হলো তাঁর। সাথে মাথাব্যাথা। অনেক ডাক্তার দেখানো হলো, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হল না। পরে মামাকে নিয়ে আসা হলো রংপুরে সেখানে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ধরা পড়লো-তার ব্রেন ক্যান্সার।

মনে হলো সবার মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো। গ্রামের সব মানুষের মন খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তার কোন ভরসা দিলেন না শুধু বললেন, আল্লাহকে ডাকেন, আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন। সারা গ্রাম যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল, মনে হচ্ছে গ্রাম মানুষবিহীন হয়ে গেছে। প্রতিদিনের মত পাখিরাও যেন ডাকছেনা, ঝিঁঝিঁ পোকারা সব পালিয়ে গিয়েছে গ্রাম ছেড়ে। এভাবেই কেটে গেল নিঃশব্দে দেড়টি বছর। যার কথা শুনে একদিন সবাই হাসতে হাসতে পেট ব্যাথা করে ফেলতো আজ তার কথা শুনে কান্নার ঢল নামে সেই গ্রামে। দেখতে দেখতে একদিন হারিয়ে গেল আমাদের মফিজ মামা।

নস্টালজিয়া

একেএম শামসুল হক শাওন
জুনিয়র ম্যানেজার, আরএন্ডডি

ব্যাবিলন গ্রুপের নবীন সদস্য হিসেবে আমার আগমন হয়েছে ১২ মার্চ, ২০১১ সালে। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের তখন পিক আওয়ার। প্রতিদিনই খেলা আর প্রতিটি খেলাই শ্বাসরুদ্ধকর। যতটুকু পারছি, যেভাবে পারছি খেলার মুহূর্তগুলোর খবর রাখার চেষ্টা করছি। এরই মাঝে নতুন পরিবেশে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তবে গাড়িতে আসার সুবাদে যার সঙ্গে সবার আগে পরিচয় হয়েছে তিনি হলেন জনাব মাহবুব আল মামুন বিপ্লব, অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, প্রোডাকশন। তিনিই একদিন আমাকে আমাদের সাপ্তাহিক কো-অর্ডিনেশন মিটিংয়ে ব্যাবিলন গ্রুপের রজতজয়ন্তীর জন্য একটি লেখা দিতে বললেন। ছাত্রাবস্থায় আমার লেখালেখির অভ্যাস থাকলেও অনেকদিন সেটা থেকে বিরত ছিলাম। যাই হোক, বিপ্লব ভাইয়ের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আমিও লেখার জন্য বসে গেলাম...।

সিলেটের শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুবাদে সিলেটে আমার প্রায় পাঁচ বছর কেটেছে। সিলেট শহরের ইলেকট্রিক সাপ্লাই রোড এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমরা প্রায় ১০ জন থাকতাম। আমাদের বাড়িটি ছিল অনেকটা দূর্গের মত অনেক দিনের পুরোনো। মেইন রোড থেকে প্রায় শ'খানেক গজ ভেতরে গাছপালা দিয়ে ঘেরা। আমাদের থাকার বাড়িটিও ঘিরে আছে অনেক গাছপালা- আম, কাঁঠাল, লিচু, আতা, বেল ইত্যাদি। বাড়ির সামনে অনেকখানি ফাঁকা ঘাসের মাঠ যেখানে আমরা ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টন খেলতাম। আমি যখন প্রথম এ এলাকায় আসি তখন এ এলাকা ছিল সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য। প্রায় প্রতিদিন রাতেই গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যেতো। আমরা অবশ্য তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

আমরা যে ১০ জন থাকতাম তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রকট। এদের মধ্যে সবচেয়ে মজার মানুষ ছিলেন রংপুরের রনি ভাই। তিনি ছিলেন মেসের প্রাণ। তার কথার মাঝে কোন আঞ্চলিকতার টান ছিল না, পরিষ্কার শুদ্ধ ভাষা। তবে মাঝে মাঝে দুষ্টামি করে "কি খবর বাহে" বলে ডেকে উঠতেন। দিলখোলা টাইপের মানুষ বলে আমরা প্রায়ই তাকে ধরে এটা ওটা খেতাম। বলতে গেলে মেসের হাতেমতাই ছিলেন তিনি।

আমাদের মাঝে সবচেয়ে কৃপণ ছিল টাঙ্গাইলের মনির। তার মত কিপটা আমার জীবনে আমি আর এক পিস দেখিনি। একবার ফার্স্ট ইয়ারে থাকার সময় তার বেশ জ্বর হলো। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কি খাবি, জবাবে সে কফির কথা বলেছিল। আমি বাজার থেকে

কফির ৩/৪টা মিনিপ্যাক আর দুধ চিনি নিয়ে এলাম। সে তখন উঠে গিয়ে মগ ভর্তি গরম পানির মধ্যে আধা প্যাকেট কফি আর চা চামচের আগা দিয়ে একটু চিনি দিয়ে মিক্স করে খেতে লাগল। আমি অবাক হয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম, এটা সে কি বানাল (মগ ভর্তি গরম পানি + আধা প্যাক মিনি প্যাক কফি + এক চিমটি চিনি)!!!

গাজীপুরের মাহির নামে যে ছেলেটা ছিল সে ছিল চাপাবাজ ধরণের। তার চাপার চাপাচাপিতে আমরা বড়ই অতিষ্ঠ ছিলাম। তার চাপাবাজির কিছু নমুনা হচ্ছে এরকম যে, টিউশনির বাসায় নাকি প্রতিদিনই খিচুড়ি, গরুর মাংস ভুনা, শর্ষে ইলিশ, বিরিয়ানি ইত্যাদি খাওয়ায়। ও বাসায় এসেই প্রতিদিন তার চাপার ঢালি খুলে বসত। কখনো কখনো ছাত্রীর কথা, তার বড় বোনের কথা, তার সুন্দরী কাজিনদের কথা বলতো। এটাও বলতো যে তারা নাকি তার সাথে কথা বলা, ভাব জমানোর জন্য মুখিয়ে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিন আমি আর রনি ভাই আম্বরখানা নামে এক জায়গায় সন্ধ্যার সময় হালকা নাশতা করার জন্য একটা ফাস্টফুডে ঢুকলাম। ভিতরে ঢুকেতো আমদের চক্ষু চড়কগাছ - কারণ বিশিষ্ট চাপাবাজ মাহির সেখানে বসে সিঙ্গারা-সমুচা খাচ্ছে। রনি ভাই আর আমি দু'জনে ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি দোস্ত, আজকে না হয় গরু-খাসী কাচ্চি বিরিয়ানী বাদ দিলাম, তাই বলে চা বিস্কুট খাওয়ালো না, শেষ পর্যন্ত এখানে!!!" ও অত্যন্ত করুণভাবে আমাদের দিকে তাকালো। এরপর থেকে অবশ্য ওর চাপাবাজিও কমে গিয়েছিল। কারণ ও কিছু বলতে গেলেই বলতাম, "কি, আজকেও সিঙ্গারা-সমুচা নাকি?"

আমাদের সাথে একমাত্র চাকরিজীবী ব্যক্তি ছিলেন নরসিংদীর দাদা। তাকে আমরা দাদা বলে ডাকলেও তার আসল নাম ছিল সুব্রত কুমার দত্ত। তিনি ছিলেন একাধারে রসিক এবং ভোজন-বিলাসী। তার ভোজন-বিলাসীতার প্রভাব পড়ত আমাদের উপর। তিনি যদি কখনও আগে আগে খেয়ে উঠতেন তবে প্রায়ই শেষের দিকের দু'জনের ভাতে টান পড়ত। অতঃপর নিয়ম করে দেয়া হল যে দাদা পরে খাবেন, কিন্তু নিয়ম করে কি আর ক্ষুধা লাগে! দাদাও তার উপর বেধে দেয়া নিয়মে থাকতে পারলেন না। যখনই তিনি কিচেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতেন তখনই তার রুমমেট তার গলার জোর দিয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মত সকলকে সতর্ক করে দিতেন এই বলে "হুশিয়ার...! সাবধান...!! আসিতেছে ...!!! দাদা দি গ্রেট ভোজন-রসিক!!! কে কোথায় আছিস, এখনই খেয়ে নে...!"

এরকম আরও অনেকে আছে যাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে নিজের জীবনের উপর বিরাট বড় একটা ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। যেমন, খুলনার রিয়াদ প্রচন্ড সিনেমা পাগল। বাংলা, হিন্দী, ইংরেজি, চাইনিজ, রোমান্টিক, অ্যাকশন, ক্ল্যাসিক কোন কিছুতেই তার অরুচি নেই। বগুড়ার জুয়েলের আবার মেয়েদের প্রতি অনেক টান, সেটা না বললেই নয়। নরসিংদীর আলামিন পীরের ব্যাপক ভক্ত। কেউ যদি কখনও তার সামনে পীর নিয়ে কোন খারাপ কথা

বলে, তাহলেই সেরেছে, একেবারে পীর বাবার দোহাই দিয়ে তার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়বে। ঢাকার বনি একজন চেইন স্মোকার। তার সিগারেট খাওয়ার কোন স্থান-কাল-পাত্র নাই। সে বাথরুমে, কিচেনে, ভাত খাওয়ার আগে পরে, বিছানায় শুয়ে সিগারেট খায়। একবার রুমে মশার আধিক্য থাকায় ওকে একটা কয়েল নিয়ে আসতে বলা হলো। দেখা গেল সে কয়েলের টাকা দিয়ে সিগারেট নিয়ে এসেছে। তারপর সেটা ধরিয়ে আমাদের দিকে ফিরে যার দিকে মশা দেখতো তার দিকে ধোঁয়া ছাড়তো। থাক, মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ-পূর্বক শত্রু সংখ্যা বাড়াবার আর কোন প্রয়োজন দেখছি না।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমাদের দশজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যতই ভিন্ন হোক, একটা ব্যাপারে আমদের সকলের মিল ছিল, তা হচ্ছে---একতা। একবার সিলেটে লোকাল ছেলেপেলেদের সঙ্গে একটা ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলাম। তারা প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৩২ রান করল। আমরা ব্যাটিং-এ নেমে ১৫ ওভারেই ১২১ রানের মত করে ফেললাম। যখন দেখে ওরা হেরে যাচ্ছে তখন রিয়াদের সাথে কি একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ওদের একজনের কথা কাটাকাটি, অতঃপর হাতাহাতি হয়। সুবিধা করতে না পেরে ওদের আরও দু'জন রিয়াদের উপর চড়াও হয়। আমরা তখন হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। রিয়াদের দুরাবস্থা দেখে আমরা আর বসে থাকতে পারলাম না, কাপুরুষের মত পিছু না হটে যা হয় হবে ভেবে আমরা সবাই একসাথে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পরে অবশ্য আমাদের নিয়ে এলাকায় বিচার সালিশ বসেছিল কিন্তু ভার্সিটির ছাত্র বলে কেউ আর তেমন ঘাটাতে সাহস করল না। এই ঘটনার পর আমি একটা মূল্যবান জিনিস শিখেছিলাম, তা হলো--- "ন্যায়ের পথে বিপদ দেখে পিছু না হটে এর মোকাবিলা করলে সাহস অনেক বেড়ে যায়। আর যদি কাপুরুষের মত পিছু হটে কেউ, তাহলে ওই বিপদ তার কাছে ঘুরে-ফিরে বারবার আসে।"

মায়ের আঁচল

এম, এম, তোফাজ্জল হোসেন
ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, অবনী ফ্যাশনস লিমিটেড

সুন্দর এই পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রুতিমধুর শব্দ 'মা'। একটি অক্ষরেই একটি শব্দ। এই হৃদয়স্পর্শী শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের তুলনা হয় না। স্নেহময়ী মায়ের হাসি, মন উজাড় করা ভালবাসা, আদর-স্নেহে সন্তানের মনে বয়ে আনে অনাবিল আনন্দের ঝর্ণাধারা। সব দুঃখ কষ্ট আর বেদনা 'মা' শব্দের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। যুগে যুগে মাকে নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গল্প, গান, ছড়া, কবিতা। হৃদয়পটে মমতাময়ী মায়ের স্মৃতি ভেসে উঠলেই মনে পড়ে যায় কবি কাজী কাদের নেওয়াজের 'মা' শীর্ষক কবিতাটি -

"মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু জেন ভাই
ইহার চেয়ে নাম যে মধুর,
তিন ভুবনে নাই।"

সব ধর্ম মাকে সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাকে বিভিন্ন ভাষায় ডাকা হলেও বেশির ভাগ ভাষায়ই মাকে সবাই মা ধ্বনি উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই ডাকে। সর্ববহুল উচ্চারিত 'মা' শব্দটি ভালোবাসার মতোই সব ভাষায় ছড়িয়ে গেছে 'ম' ধ্বনির মাধ্যমে। প্রতি বছরই মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার সারা বিশ্বে 'মা দিবস' পালিত হয়ে থাকে মাকে বিশেষভাবে স্মরণ করার জন্য। মূলত মাকে মনে করার জন্য নির্দিষ্ট কোন বিশেষ দিনের প্রয়োজন নেই। রং তুলির পরশ ছাড়াই সবার মনে আঁকা হয়ে যায় মায়ের ছবি। সন্তানেরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সিক্ত হতে পারে মায়ের ভালবাসায়। আদরিণী মাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে এ দিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই দিন শুধু নিজের মাকেই নয়, সারা বিশ্বের সব মাকেই বিনম্রচিত্তে ভালবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে শেখায়। ১৮৭০ সালে যুদ্ধ বিরোধী এক মানবিক বার্তা দিতে বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মায়ের হৃদয় নিঃসৃত স্নেহ-মমতাই পারে সব মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বাধনে বেঁধে রাখতে। আমরা বিভিন্ন পরিবারে লক্ষ্য করে দেখতে পাই, মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সকল সন্তানকে সমান স্নেহ-মমতা আদরে আঁকড়ে রেখে একই ঘরে যৌথভাবে বসবাস করতেন। আবার এই মা পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পর অনেক পরিবারে অনেক ধরণের সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

এক কথায় 'মা' হল ত্রি-ভুবনে সৃষ্টিকর্তার দেওয়া শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এই ধরায় মা যে কী-তা একমাত্র তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন যিনি মাতৃহারা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আজও আমাদের সমাজে এমন কিছু কিছু সন্তান নামক কু-সন্তান আছে যারা শুধু নিজেদের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে এবং অন্যদের প্ররোচনায় বৃদ্ধা মায়ের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা করে কখনও কখনও অমানবিক নির্যাতন করে থাকে। এইসব ঘৃণ্য বর্বর মানুষগুলোকে সমাজের বিবেকবান ব্যক্তিরা ঘৃণার চোখে দেখে। তবুও মনে হয় তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের আচরণে মনে হয় তারা কোন দিন বৃদ্ধ হবে না, মা বাবাও হবে না। যদিও হয়, তাদের পরিণতি যে এমন হতে পারে সেটাও ভাবে না। কেনই বা ভাববে, কারণ ওরা তো সমাজে মানুষ নামের কলঙ্ক।

তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের স্নেহময়ী মাকে আমাদের মনের সিংহাসনে সম্রাজ্ঞীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করি।

ছোট্ট পরিসরে পথ চলা

সফিকুল ইসলাম সবুজ
ইনচার্জ, ট্রান্সপোর্ট

২০/২১ বছরের এক তরুণ-যার জন্ম উত্তরবঙ্গের বাহের দেশ লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী সীমান্তে। ১৯৯৪ সাল। ছেলেটি সেই পাড়াগাঁ থেকে এলো ঢাকা শহরে। লক্ষ্য তার একটি চাকরি। পরিচয়সূত্রে ব্যাবিলন গ্রুপের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম মোরশেদ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হলো তার। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তরুণটির, ঠাঁই হলো তার এই শহরে। ছোট পরিসরের ব্যাবিলন রিসেপশনে চাকরি হলো তার। চাকরি হলো ফোন ধরা, ফোন করার। তবে শুরু থেকেই নানা রকম ফাই-ফরমাশ খাটাও ডিউটির মধ্যেই পড়ে। হাসিমুখে ছেলেটি সে সবকিছু করে। আস্তে আস্তে কাজের পরিধি বাড়তে থাকে আর বহুমুখী হয় তার ধরণ। কিন্তু সে সবে কোন প্রশ্ন নেই, কোন ক্লান্তি নেই সেই তরুণের। আসলে তার কাজ বাড়তে থাকা মানে তার যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতাও বাড়তে থাকা। তাই সবার মাঝে আস্তে আস্তে সে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ছড়িয়ে পড়ার সে ব্যাপ্তি এক এক করে অফিসের বড় কর্মকর্তা থেকে পরিচালকদের দপ্তরে পৌঁছে যায়। এমনকি সেটা পৌঁছে যায় পরিচালকদের বাড়িতেও। পরিচালকদের গৃহকত্রীরাও ছেলেটাকে চিনে ফেলেন। ছেলেটার ছায়া ছড়িয়ে যেতে থাকে শহরের নানা জায়গায়। একদিন ছেলেটাকে যেমন চাকরি দিয়ে নির্ভার করেছিলো ব্যাবিলন, ছেলেটাও নানা দায়িত্ব পালনে সকলকে নির্ভার করে দিতে থাকে। বুড়িমারীর সেই তরুণ নিজেও বুঝতে পারেনি সে সব করার শক্তি সেদিন সে কোথা থেকে পেয়েছিল।

পরিচালকমন্ডলীর অপার স্নেহই ছিল তার পাথেয়। পরিচালকবৃন্দ তাকে অগ্রগামী হতে সাহায্য করেছেন। সেই থেকে আজ ১৭ টি বছর নিজেকে অকুন্ঠভাবে ব্যাবিলনের কাজে নিয়োজিত রেখেছে ছেলেটি। এখন সে আর ছেলে নেই, যুবক হয়েছে। সে শুধু শরীরেই যুবক হয়নি, অফিসেও তার মর্যাদা বেড়েছে, অবস্থান পরিবর্তীত হয়েছে। সে এখন ব্যাবিলন গ্রুপের বিশাল ট্রান্সপোর্ট বহরের ইনচার্জ। পাঠকবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আজকের সফিকুল ইসলাম সবুজ মানে আমিই সেদিনের সেই তরুণ।

আসলে নিজেকে সব সময় বিলিয়ে দিয়েছি, আগলে রাখতে চেয়েছি চারপাশ। জানিনা কতটুকু পেরেছি। তবে বাকি জীবনেও একই চেষ্টা করে যাব এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়ে ব্যাবিলন পরিবারের সাথেই মিশে থাকব। আজ সিলভার জুবিলিতে কামনা করি ব্যাবিলনের সোনালী দিনগুলি চির ভাস্বর থাক, থাক চিরঞ্জীব। আমিও যেন বাকি জীবন যথাযথভাবে কর্তব্যে অটল থাকতে পারি সকলের নিকট সেই দোয়া প্রার্থনা করি।

The old building at Purabi, Pallabi of Babylon Group which witnesses the humble start and struggle of the then Babylonians in 1986

The present Head Office of Babylon Group at Darussalam Road, Mirpur, Dhaka

The four Directors of the five of Babylon Group are on a trip in Nepal which testimonies the friendship amongst themselves, 1988

British Minister Mr. Hilary Benn is visiting Babylon Factory in the year 2005

British Minister Mr. Hilary Benn is talking to a worker in the presence of Ms. Shefali of Nari Uddog Kendra & Babylon Director S.M. Emdadul Islam in 2005

Professor Dr. AKA Firowz Ahmed of Dhaka University amongst the Babylon Directors on the day of unwrapping the 2nd issue of Babylon Kathakata in 2007

Japanese Ambassador Mr. Masayuki INOUE
is visiting Babylon in the year 2008

Babylon Director Mr. Emdadul Islam is receiving
CSR Award 2008 from the Chief Advisor
Dr. Fakhruddin Ahmed

Inauguration of Babylon Medical Services by the
Danish Ambassador Mr. Einer Hebogaard Jensen
(2nd from left sitting) in 2008

Babylon Director Mr. Neesar Ahmed (3rd from left standing)
in the 'Best Labour Friendly Factory'
award-giving programme in 2008

Eminent Journalist, Ex-Director General of Bangladesh Shilpakala Academy Mr. Kamal Lohani (2nd from left) is seen on the occasion of unwrapping the 3rd issue of Babylon Kathakata in 2008

Babylon Group is giving relief to the cyclone (SIDR) victims in 2008

Economist Professor Muzaffer Ahmed is awarding one of the scholars in 1st Scholarship Distribution Ceremony of Babylon Shikkha Britti Prokalpa in 2009

A training on fire extinguishing activity at one of Babylon factories in 2009

Babylon Blood Donation Rally led by the DG-Health Prof. Shah Monir Hossain (4th from right) in 2009

Writer Syed Shamsul Haq (Middle) alongwith Babylon Directors is unwrapping the 4th issue of Babylon Kathakata in 2009

Modern ETP was set up at Aboni Textiles Limited in 2009 is treating wastewater

Babylon Director Mr. Neesar Ahmed is receiving 'Best Labour Friendly Factory' Award 2010 of BKMEA from Commerce Minister Colonel (Rtd.) Faruk Khan

Tema is giving the 'Most Improved Supplier' Award 2010
to Babylon Group

Babylon Group is distributing winter clothes
to the people of North Bengal in 2010

One of the scholars is sharing her feelings in the 2nd Scholarship Distribution Ceremony in 2010 of Babylon Group in the presence of BUET-VC Prof. Nazrul Islam (3rd from right)

Fashion Show at the Annual Festival 2010 by the Babylon artists

Professor Syed Manzurul Islam of Dhaka University is delivering speech on the programme of unwrapping the 5th issue of Babylon Kathakata in 2010

Babylon Director S.M. Emdadul Islam and employees while inaugurating the Solar Panels in 2010 at Babylon Medical Services

Civil Surgeon of Dhaka Dr. Jasim Uddin Khan is handing over the sanitary napkin 'Softy' to the Babylon workers after inauguration of the project in 2011

State Minister, Ministry of Law and Parliamentary Affairs Advocate Md. Qamrul Islam (2nd from left) is inaugurating the Babylon Library at Tetuljhora High School, Savar, Dhaka in 2011

ইসলামী ব্যাংকে আমার ব্যাংক

বিন্দু বিন্দু করেই মহাসিন্ধু.....

ইসলামী ব্যাংক
একাল আগামীকাল মহাকালের ব্যাংক

আমরা বর্তমানের সঞ্চয় দিয়ে গড়ে তুলছি
আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের অপার সম্ভাবনা

গ্রাম-বাংলার মানুষের সঞ্চয় অভ্যাস সৃষ্টি ও সঞ্চয় সেবার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের ৩০ হাজার কোটি টাকার আমানত তহবিল। ৬০ লাখ গ্রাহকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সে অর্থ থেকেই আমরা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করছি। সকল ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দিচ্ছি সবুজ ব্যাংকিংকে। কাজ করছি দেশ-জাতি ও আর্ত-মানবতার সেবায়।

আমাদের ২৫১টি শাখার সকল শাখায় রয়েছে অনলাইন সুবিধাসহ আধুনিক ব্যাংকিং সেবার নব সংযোজন। রেমিট্যান্স আহরণ এবং আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে দেশের শীর্ষ ব্যাংকরূপে ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে বিশাল আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক।

আমাদের ১০ হাজার কর্মী আপনার সেবায় নিয়োজিত।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

সকল শাখায় অনলাইন সুবিধা | www.islamibankbd.com | ইসলামী ব্যাংকে এএ+ ব্যাংক

BEST WISHES AND HEARTIEST
CONGRATULATIONS ON
Babylon Group's Silver Jubilee

লাখপতি ডিপোজিট স্কীম

মুঠো মুঠো করেই
হয়ে যান লাখপতি
মাসিক কিস্তি সর্বনিম্ন ২৫০ টাকা

আজ আপনি অল্প অল্প করে যা সঞ্চয় করবেন তাই হবে আপনার ভবিষ্যতের পুঁজি। লাখপতি ডিপোজিট স্কীম সঞ্চয়ের সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ ও লাভজনক উপায়।

- ২৫০ টাকা মাসিক কিস্তিতে ১৫ বছর
- ৫০০ টাকা মাসিক কিস্তিতে ১০ বছর
- ১৩০০ টাকা মাসিক কিস্তিতে ৫ বছর
- ২৪০০ টাকা মাসিক কিস্তিতে ৩ বছর

তবে মেয়াদ যাই হোক ফলাফল কিন্তু একই- মেয়াদ শেষে আপনি লাখপতি।

এছাড়াও আমাদের রয়েছে আরও অনেক আকর্ষণীয় আমানত প্রকল্প

ফোন: ৯৫৬৭২৬৫, ০১৭৩০৩৩৩৭২৬-৭

Prime Bank Limited
a bank with a difference
www.primebank.com.bd

BABYLON

Babylon Group
2-B/1 Darus Salam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh
Tel : 880-2-8023495-6, 8023462-3 (off)
880-2-9007175, 9010533, 8011089 (fac)
Fax : 880-2-8032949
E-mail : babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com